Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের ইতিহাস

ও

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা

মূল্য ১৫ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দিরের ইতিহাস ও আনন্দময়ী মা

এক সময় প্রকৃতির প্রাকৃতিক লীলা ভূমি ছিল এই রমনা এলাকা। সিদ্ধেশ্বরী ছিল সেই প্রাকৃতিক লীলা ভূমির অরণ্য বেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ স্থান। এখানে অনেক সিদ্ধা মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করেছেন এই সিদ্ধা পিঠ শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দিরে। এখনও অনেক দুর দুরান্ত থেকে মানুষ পূজা দিতে আসেন ভক্তবৃন্দ আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন, জার্মানী, নেপাল, সিংহল, মালয়েশিয়া, ভুটান, ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এই মন্দিরে। অনেক মহাপুরুষ এবং বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি এই মন্দিরে এসেছেন। এখন ঐ প্রাকৃতিক চিহ্ন কিছু মাত্র নেই। সাক্ষী হিসাবে আছে শুধু দুইটি বৃক্ষ। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে মনি মহারাজ যিনি প্রথম এই মন্দিরে সিদ্ধি লাভ করেন তার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী গল্প আছে। যাই হোক বৎসর চারেক পূর্বে এই মন্দিরে "শ্রীশ্রী দূর্গা পূজা" মূর্তিতে আরম্ভ হয় স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উৎসাহ ও উদ্দীপনায়। পূর্বে এই মন্দিরের সেবাইতরা ঘটে এই দূর্গা পূজা করতেন তবে এই মন্দিরে নয় পাশেই মালিবাগ গ্রামটিতে এখন যাহা মহানগরীর কেন্দ্রস্থল মৌচাক মার্কেটের বিপরীত উত্তর পাশে। প্রায় কয়েকশত বৎসর পূর্ব থেকে শংস্করাচার্য বন উপাধিধারি সম্প্রদায় রাড়ীয় শ্রেণী (মিশ্র) ব্রাহ্মণ সেবাইতরা এই মন্দিরের পূজা দিয়া আসছেন নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার তাদের ১৯৬১-৬২ইং সনে ১৮/১৯ বিঘা সম্পত্তি হুকুম দখল করে নেয় যাহার মুল্য মাত্র সামান্যই পেয়েছেন। বর্তমান বাজার দরের শত ভাগের এক ভাগও নয়। তাহাও টাউট বাটপার ও দালালরা আত্মসাৎ করেছেন। ঐ স্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ঘাট বাঁধান দুইটি পুকুরের একটিতে দূর্গাপূজার ঘট দশমীর দিন উৎসাহ উদ্দীপনায় বিসর্জন দেওয়া হত পরে যা আপনা থেকেই ভেসে উঠত বৎসরের বিভিন্ন সময় যা পুনরায় মন্দিরের বেদীতে স্থাপন করে পুনঃ পূজা করা হত। অষ্টমী তিথিতে সাড়ে সাত শত বিল্ব পত্রে নবগ্রহের যজ্ঞ হত ও অসুর রূপি মূর্তি বলি দেওয়া হত। এখন এ স্থানে ব্রানরা নির্যাতিত, নিপীড়িত ও সহায় সম্বলহীন মানবেতর জীবন যাপন অতিবাহিত করতেছেন। হয়তো শনির কোপে পড়েছেন। শনি আবার মা কালির শিষ্য। বহু পুরাতন যুগ থেকেই অসুরের বিনাশ ও সাধু সজ্জনের রক্ষার জন্য মা দূর্গার আবির্ভাব। চন্ডিতে সুরথ রাজা ও সমাধী নামক বৈস্যের ইতিহাস সবার জানা বাংলাদেশে রাজসাহী ও যশোরে প্রথম দূর্গা পূজা আরম্ভ হয়। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ঘটে দূর্গা পূজার প্রচলন আছে।

আজ থেকে ২৫ বা ৩০ বৎসর পূর্বেও যে সিদ্ধেশ্বরীতে ছিল খাল-বিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুকুর-ডোবা, ক্ষেত-খামার, বাগান এবং বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। ঢাকা শহরতলীর একটি গ্রাম এখন তাহা হয়েছে ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্র। এখন এখানে গড়ে উঠেছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা অফিস, স্কুল, কলেজ, বড় বড় মার্কেট এবং সিদ্ধেশ্বরী মন্দির থেকে প্রায় শত হাত দুরেই ১৬ তলা বিল্ডিং ইষ্টার্ন হাউজিং কমপ্লেক্স যেখানে এক সাথে ৭ বা ৮টি বিল্ডিং পশ্চিম দিকে এবং পূর্বদিকে যেখানে মন্দিরের পুকুর ছিল তাতে গড়ে উঠেছে ৭ বা ৮ তলা বিল্ডিং। এই পুকুরে গড়ে উঠা বিল্ডিং এর একটি স্মৃতি মনে পড়ে। ৩৫ বৎসর পূর্বে আমি সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতী পূজা করার জন্য পুকুরের সিঁড়িতে বসা ৩ থেকে ৪ জন ভক্ত যারা প্রায়ই বনগ্রাম, ঠাঠারী বাজার থেকে আসতেন। বলাই, সিদ্ধি আদি, হরি, কার্তিক, ব টল ঠাকুর। বলাই এখনও আসে আদিনাথ বসাক ও বলাই পাল নিয়মিত ভোগ পূজা দিয়ে যাচ্ছেন আর সকলে গত হয়েছেন। এদের মধ্যে হরি ছিল বৃদ্ধ এবং সকলের বয়ো জ্যেষ্ঠ। পুকুরের ঘাটলায় বাঁধান পুকুরঘাট উপরে বসার এবং গল্প করার মত স্থান ছিল। ভক্তরা ঐ স্থানে বসে গঞ্জিকাও সেবন করত এবং বিভিন্ন প্রকার গল্প ও আল ফালতু করত। ঐ দিন হরি, কার্তিক, বলাই এবং আরও ২/১ জনের মধ্যে নেশার ঘোরে হরি বলছিল। এমন দিন আসতেছে এই সমস্ত পুকুরের উপর দালান হবে, রাস্তা হবে, বৃক্ষরাজি আর থাকবে না, এই সমস্ত ক্ষেত খামার থাকবে না। আমি তার এই কলিকালের বর্ণনা শুনে অবাক হয়ে চিন্তা করতে ছিলাম হয়তো গঞ্জিকার নেশায় আবল তাবল বকতেছে। কোন দিন যদিও কোথাও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে তবুও কোনদিন এই সিদ্ধেশ্বরী পুকুরের উপর দালান হবে না। তখন আমার ছিল বাল্য বয়স। এখন আমি বার্ধ্যকে পা দিয়েছি। একজন অশিক্ষিত নেশাঘোরে বৃদ্ধের কথা কি ভাবে মিলে গেল ৩৫/৪০ বৎসর পূর্বের ঘটনা চিন্তা করে আরও অবাক হই। এই কলির ঘটনাগুলি যে ভাবে সে বর্ণনা করছিল পরবর্তিতে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরানে কলিকালের বর্ণনায় তাহা দেখে আমি আজ স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেছি। এখন কলি শেষ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আগত প্রায় মহা প্রলয়ের পদধ্বনী শুনা যায়। যে কোন সময় মহা এটম বোম বিস্ফোরিত হয়ে মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে। চারি যুগে চারিটি যুদ্ধ বিধাতারই বিধান।)

ছোট একটি গ্রাম নাম মালিবাগ। এই গ্রামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহই বড় বিশেষ কিছু বলতে পারে না। তবে একটি অনুসন্ধান ও ধারণা হতে বুঝা যায় যে এখানে অনেক মালির বাস ছিল ও বাগিচা ছিল। তাতে মনে হয় সেই মালিদের কেন্দ্র করেই ইহার উৎপত্তি হতে পারে। এই গ্রামটির পাশের গ্রামটির নাম সিদ্ধেশ্বরী। এই সিদ্ধেশ্বরী নামের খুব সুন্দর একটি ইতিহাস আছে। এখানে একজন (মনিমহারাজ) নামে সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করতেন। তিনি সব সময় ধ্যান, জপ ও পূজা পার্বণ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। একদা তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এমন সময় তিনি সেখানে কালি মাতার জ্যোর্তি মূর্তি দেখতে পান এবং মায়ের কৃপায় ধন্য হয়ে মহা সিদ্ধি লাভ করেন এবং বর্তমানে যে স্থানে কালী মূর্তি অবস্থিত সেই স্থানে এক বেদী স্থাপন করেন ও কালীমূর্তির পূজা আরম্ভ করেন। পরে আশে পাশের স্থানীয় লোক এখানে পূজা দিতে

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। মনীমহারাজ মহাপুরুষ এ স্থানটিতে সিদ্ধি লাভ করায় সিদ্ধেশ্বরী মায়ের নামেই এ স্থানটির নাম সিদ্ধেশ্বরী রাখা হয়।

পূর্বে মালিবাগ ও সিদ্ধেশ্বরী নাম দুইটি একত্রেই ছিল। ১৯৫৮ সনে এই দুই গ্রামের উপর দিয়ে "নিউ সার্কুলার" রোড নামে এক দীর্ঘ পথ হয়। এই পথটি হওয়ার পরই গ্রাম দুইটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্বে এই গ্রাম দুইটিকে একত্রে সিদ্ধেশ্বরী মালিবাগ বলা হত কিন্তু বর্তমানে তাই পৃথক পৃথক ভাবে ধরা হয়।

প্রাকৃতিক বর্ণনাঃ এই দুইটি গ্রাম একত্রে থাকাতে ইহাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম ছিল। বর্তমানে ইহাদের প্রাকৃতিক বর্ণনা দিতে হলে দুই ভাবে দিতে হয়। পৃথিবী কালের চক্রে ঘুরছে। এই কালচক্রের দ্বারাই কোথাও তৈয়ার হয় মরুভূমি আবার কোথাও তৈয়ার হয় মহাসাগর। যে স্থানটি কোন সময় হয়তো মরুময় ছিল. পৃথিবীর কোন পরিবর্তনে হয়তো সেখানে মহাসাগর সৃষ্টি হতে পারে। ইতিহাস খুললে এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আবার হয়তো দেখা যায় কোন সাগরের মধ্যে বিশাল পর্বতেরও সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর কোন জিনিষই একই রকম বা একইভাবে চিরস্থায়ী থাকে না। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে যায়গারও পরিবর্তন ঘটে। সেই রকম এই গ্রাম দুইটির প্রাকৃতিক বর্ণনা দিতে হলে দুই ভাবে দিতে হয়। একটি পৌরানিক প্রাকৃতিক বর্ণনা ও অন্যটি নুতন প্রাকৃতিক বর্ণনা।

পৌরাণিক বা পুরাতন প্রাকৃতিক বর্ণনাঃ ঢাকার পুরাতন ইতিহাসে দেখা যায় যে সিদ্ধেশ্বরী এবং মালিবাগ স্থানটি শীতল কুঞ্জ বনে আবৃত ছিল এবং বর্ধমানের রাজা কর্তৃক প্রথম ইট বিছানো রাস্তা তৈরি হয়। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের প্রাঙ্গনে বেশ কয়েকটি বড় বড় গাছ ছিল। বর্তমানে কয়েকটি গাছ এখনও আছে। এই বড় বড় গাছের মধ্যে ছিল বট, তেঁতুল, নিম, বেল, আম,কাঁঠাল,চন্দন বৃক্ষ ইত্যাদি।

নিম গাছটি মন্দিরের ঠিক প্রাঙ্গনের সাথেই বিরাজমান। মন্দিরের দরজা, বারান্দার সিঁড়ির নিচে,এই গাছটির নিচে কিছু স্থান পর্যন্ত পাকা বান্ধান ছিল। এই গাছটি অনেক ডাল-পালা প্রশস্ত করে বিরাজমান ছিল। বর্তমানে ইহার কয়েকটি ডাল ভেঙ্গে গেছে এবং গাছটাকে যেন উলঙ্গ দেখা যায়। ১৩৭২ বাং সনের বৈশাখ মাসের ঝড়ে এই ডাল কয়েকটি ভেঙ্গে যায়। এই নিম গাছের তিন চার হাত পূর্ব ভেঙ্গে দক্ষিণ দিকে পাঠা বলির একটি কাঠের কাটগরা আছে। এই কাঠগরা হইতে ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে এক প্রকান্ড বট বৃক্ষ বিদ্যমান। এই বট বৃক্ষেরও এক ছোট ইতিহাস আছে। বট গাছটি অনেক লম্বা ও প্রশস্ত। ইহার অনেক ডাল পালা নানা দিকে ছড়িয়ে ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এই গাছের ছায়ায় মন্দিরের প্রাঙ্গন সব সময় শীতল থাকে। এই প্রাঙ্গনে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র হতে এসে দাঁড়ালে শীতলতায় যেন শরীর জুড়িয়ে যায়। ১৩২৬ সনের ঝড়ে এই গাছটিকে কাৎ করে পশ্চিম দিকে ফেলে দেয়। দৈব চক্রে এই গাছটির কোমড় হতে শিকড় বের হয় এবং গাছটি বেঁচে যায় ও পুনরায় খাড়া হয়ে বাড়তে থাকে। এই গাছটির মধ্যে একটি গর্ত ছিল এবং লোক মুখে শোনা যায় এই গর্তের মধ্যে বিষাক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণকায় এক বিরাট সর্প থাকত। অনেকে এই সর্পটিকে স্বচোখে দেখছে বলেও শোনা যায় তবে ইহা কারও কোন ক্ষতি করে নাই।

বর্তমানে একজন দারোগা সাহেব বৃক্ষটির পাশে বাড়ী তৈরি করেছেন। তার বাড়ীতে রৌদ্র তপ্ত সুবিধার জন্য তিনি গাছটির কিছু ডাল কেটেফেলেন এবং ইহাতে গাছটির কিছু শ্রীবৃদ্ধি কমে যায়। কিছুদিন পূর্বে হয়তো ১৩৭২ বাং সনের মাঝামাঝি একটি বালক এই বৃক্ষে আরোহন করেন এবং সেখান হতে পড়িয়া মৃত্যু বরণ করেন। দারোগা সাহেবেরও বেশ ক্ষতি হয়। তিনি এই বাড়ী বিক্রয় করে অন্যত্র বসবাস করছেন।

তেঁতুল গাছটি এই বট গাছটি হতে প্রায় ৩০ হাত পূর্বে অবস্থিত। এই গাছটিও তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করে মন্দিরের প্রাঙ্গনটিকে ছায়াসুশীতল করে রাখত। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় গত ১৩৭২ সনের বৈশাখ মাসের ঝড় এই গাছটিকে সম্পূর্ণ উপড়িয়ে ফেলে। এই গাছটি পড়ে যাওয়ায় মন্দিরের প্রাঙ্গনটিকে খুবই বিশ্রী দেখায়। এই গাছটির কিছু উত্তর দিকে একটি বান্দান ইন্দারা ছিল। বর্তমানে তাহা অব্যবহারে নষ্ট হয়ে গেছে। এই ইন্দারার পাশেই দুইটি নারিকেল গাছ ছিল। ১৩৭২ বাং বৈশাখের তুফানে একটি নারিকেল গাছ কাৎ হয়ে পড়ে এবং দ্বিতীয়টিও কিছুদিন পর নষ্ট হয়ে যায়।

কালীবাড়ীর মন্দিরের ভোগের ঘরের বাঁ পাশে একটি কাঁঠাল বৃক্ষ মস্তক উত্তোলন পূর্বক দন্ডায়মান ছিল। এই বৃক্ষের ফল খুবই সুস্বাদু। হাত দশেক দুরেই একটি আম্র বৃক্ষ রয়েছে তবে এই বৃক্ষের মধ্যে এখন আম ধরেনা বললেই চলে। বৃক্ষটি বর্তমানে নেই।

এখানে যতগুলো বৃক্ষের বর্ণনা দেওয়া হলো সব কয়টি বৃক্ষের চারিদিক এবং মন্দিরের চারিদিকে পাকা দেওয়াল ছিল। কিন্তু অনেক দিনের পুরাতন হওয়ায় এই দেওয়াল ভেঙ্গে যায়। তার পরে আর কোন দেওয়াল দেওয়া হয় নাই, তবে তারকাঁটার বেড়া দেওয়া হয়। ইহাও এখন অবহেলার পথে। বর্তমানে পুনরায় দেওয়াল দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এই মন্দিরের পূর্ব দিকে একটি ঘাট বান্দান পুকুর আছে। এই পুকুর পাড়ে কয়েকটি চাম্পা ও করবী ফুলের বৃক্ষ ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে এই বৃক্ষগুলো মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

পুকুরের বর্ণনাঃ পুকুরটি দেখতে বেশ বড়ই। ইহা প্রায় দুই বিঘা যায়গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল পুকুরের পূর্ব পাশে আগে মাঠ ছিল কিন্তু বর্তমানে সেখানে তিন চারটি বড় বড় বাড়ী তৈরি হয়েছে। পুকুরের উত্তর পাড়ে প্রায় দুই হাতই লম্বায় পাড় ছিল এবং এই পাড়ের উত্তর দিকে একটি লম্বা খাল ছিল। এই খালটি আনন্দময়ী মাতার আশ্রম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে খালটি ভরাট করে "আনারকলি সুপার মার্কেট" তৈরি করা হয়েছে। মা আনন্দময়ীর আশ্রমের বর্ণনা পরে দেওয়া হবে। পুকুরের উত্তর পাড়ে এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কয়েকটি ভাড়াটিয়া ঘর আছে।

দক্ষিণ পাড়ঃ এই পাড়ের উপর দিয়ে পূর্বে একটি পথ ছিল। পশ্চিমেও পথ আছে। বর্তমানে সে পায়ে হাঁটার পথটি সংকুচিত হয়ে আছে। তবে এ পথগুলো মন্দিরের যায়গাতেই অবস্থিত। মন্দিরের কাজের সুবিধার জন্য এবং পুরোহিতের স্থানের জন্য পুকুরটির পশ্চিম পার্শ্বে একটি বড় ঘাট বান্ধান আছে। বর্তমানে এ ঘাটে প্রায় শত শত লোক স্নান করে এবং কাপড় ধৌত করে। মন্দিরের তরফ থেকে বাঁধা দিলে কেহই কর্নপাত করে না। পুকুরটি ১৯৭৬ এ বিক্রয় হয়ে যায় এবং বর্তমানে ৬/৭ তলা দালান তৈরি হয়েছে।

মা আনন্দময়ীর আশ্রমঃ সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পশ্চাৎ উত্তর দিকে প্রায় একশত গজ দূরে মা আনন্দময়ীর আশ্রম অবস্থিত। এই আশ্রম সম্বন্ধে একটি ইতিহাস আছে। আনন্দময়ী নামে একজন গৃহবধু কালি মাতার ফল কাটার ঘরে ছয় রাত্র ছয় দিন সমাধি মগ্ন ছিলেন। যখন মা আনন্দময়ী এখানে ধ্যানস্থ থাকতেন তখন এ স্থানটি লোকালয় শূন্য ছিল। বর্তমানে এ স্থানটিতে যতলোক আছে পূর্বে তার কিছুই ছিল না। শুধু এই মন্দিরে একজন জটাধারী ভৈরবী থাকতেন।

রমনী মোহন চক্রবর্তী (ভোলানাথ) নামক এক ব্রাহ্মণ ব্যক্তির সহিত মা আনন্দময়ীর বিবাহ হয়। রমনী মোহন চক্রবর্তীর (ভোলানাথ) দেশ ছিল বিক্রমপুর। তিনি বর্তমানে রমনা শাহাবাগ হোটেল (মধুর কেন্টিন গোল গৃহ) যে স্থানে অবস্থিত সে হোটেলের সম্মুখে বাস করিতেন। মা আনন্দময়ীর দেশও ছিল কুমিল্লা বিবাহ হলেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মাতৃরূপি কালীর রূপ দর্শন পান বাসর রাত্রেই। স্বামী থাকা অবস্থায়ই মা আনন্দময়ী সাতরাত্র এবং সাতদিন একাসনে এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে ধ্যান করেন এবং সিদ্ধেশ্বরী মার শক্তিতে মিলিত হল। পরবর্তীতে স্বামীকে দীক্ষা দেন ও তিনি উত্তর কাশিতে সিদ্ধি লাভ ও সমাধি প্রাপ্ত হয়। অনেক সময় মা আনন্দময়ীর স্বামী তাকে নিজ বাড়ীতে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু মা খুব কমই সেখানে যেতেন এবং স্বামী ও ভক্তদের সেবা করে পুনরায় চলিয়া আসতেন। এই ভাবে মা আনন্দময়ী ধ্যান, জপ এবং স্বামীর সেবা যত্নের ভিতর দিয়ে সংসারধর্ম পালন জ্ঞানদান করেন। কেহ কেহ বলেন তিনি জন্মসিদ্ধা। মধ্যে মধ্যে তিনি মালিবাগ গোঁসাই বাড়ী আসতেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে গল্প করতেন মালিবাগ গোঁসাই বাড়ীর ঐতিহাসিক গল্প তিনি ভক্তদের মাঝে মাঝেই বলতেন। একদা মা আনন্দময়ী হঠাৎ কালীমন্দির হতে নিক্রান্ত হলেন এবং বর্তমানে যেখানে তার আশ্রম অবস্থিত সেখানে এসে বসলেন এবং তিনি হাত মাটিতে রাখলেন কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সেখানে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তখন মার আদেশে সেখানে পরে একটি শিব লিঙ্গ স্থাপন করা হয়। এখনও সেই শিবলিঙ্গ বর্তমান এবং প্রত্যহ দুই বেলা পূজা দেওয়া হয়। যেস্থানে শিব স্থাপন করেন ঐ স্থানে পূর্বে কোন মহাপুরুষের সমাধি ছিল। এই আশ্রমটিই মা আনন্দময়ীর আদি ও প্রথম আশ্রম। এরপর তিনি রমনা কালী মন্দিরের পার্শ্বে আর একটি আশ্রম স্থাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। পরবর্তীতে মা আনন্দময়ী ভারতে অনেক আশ্রম স্থাপন করেন। অনেক লোক ধর্ম-নির্বিশেষে তার ভক্ত হয়েছেন। ১৪০২ সনে মায়ের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। (১৯৭১ সনে মুক্তি যুদ্ধের সময় রাজাকাররা এ শিবলিঙ্গ অন্যত্র নিয়ে যায় তাহা আর পাওয়া যায় নাই)

আশ্রমের বর্ণনাঃ অল্প জমিতে আশ্রমটি একটি চৌচালা টিন দ্বারা গঠিত বেশ বড় ঘর। দেশ স্বাধীনের পর সরকার আশ্রমটির কিছু সংস্কার করে দেন। ইহার দুইটি অংশ। একটি শিব পূঁজার ঘর এবং অন্যটি বিদেশীদের থাকার জন্য রয়েছে। ঘরটি মোটামুটি বেশ সুন্দর ও পাকা। ইহার শুধু মেঝেটা পাকা এবং চতুর্দিকে (পূর্বে বেড়া) বর্তমানে সিরামিক দেওয়াল ঘেরা। ১৯৭৬ সনের পরে পুনঃসংস্কার করা হয়। ঘরটি দুইটি কোটায় বিভক্ত। দরজা ও তিনটি জানালা রয়েছে। ঘরটির পূর্ব-উত্তর কোনায় একটি ছোট কুঠরী রয়েছে। এই আশ্রমের চারিদিক লোহার রেলিং দ্বারা ঘেরাও ছিল। পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে দুইটি বারান্দা রয়েছে। পশ্চিম দিকের বারান্দায় একটি সাইন বোর্ড রয়েছে এবং তাতে লেখা আছে "মা আনন্দময়ীর" আদি আশ্রম। এই আশ্রমটির গেটের সম্মুখে একটি বেলবৃক্ষ এবং অন্য পার্শ্বে আম ও তিতগিলা বৃক্ষ ছিল। বর্তমানে পরেশ ভৌমিক-এর স্ত্রী ইন্দুপ্রভা ভৌমিক আশ্রমের সম্পাদক। পূর্বে কালিমাতার সেবাইতরাই এই আশ্রমের সেবা পূজা দিতেন ১৯৭১ পর্যন্ত। আশ্রমের জমি সেবাইতদের থেকে নেওয়া হয়। পূর্বে এই আশ্রমে খুব উৎসাহ উদ্দীপনায় ঘটা করে বাসন্তি পূজা হত। আনন্দ উৎসব, আনন্দময়ীর ভক্তদের সমাগম এবং আনন্দ উৎসব অমাবশ্যার ও পূর্ণিমায় ভজন কীর্তন ইত্যাদি হত। ভক্তরা প্রসাদ ও মায়ের দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল থাকত। এই আশ্রমেই নির্মলা থেকে আনন্দময়ী নামকরণ করা হয়। এই স্থান থেকেই ভারতের বিভিন্ন আশ্রমে হোম অগ্নি ও প্রদীপ শিখা নিয়ে স্থানপন করা হয়। যাত্রা অদ্যাবধি প্রজ্বলিত আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওযার পর পানু ব্রহ্মচারী ঢাকা আসেন এবং এই আশ্রমের তত্ত্বাবধান করেন এবং একটি নতুন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি বা ঢাকার অন্যান্য ভক্তবৃন্দ রমনার আশ্রম এখনও উদ্ধার করতে পারেন নাই। এই আশ্রমের পূর্বদিকে একটি ডোবা খাল ছিল। বর্তমানে আশ্রম সংলগ্ন আনারকলি মার্কেট নির্মাণ হয়েছে। এই আশ্রমের আশে পাশেও কয়েকটি বড় দালান কোঠা নির্মাণ কনরা হয়েছে। পূর্বে এই সকল স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল কিন্তু বর্তমানে সে সকল আর নাই। বর্তমানে এই সব যায়গার চারিপাশে অনেক দালান ও অফিস স্থাপিত হয়েছে। তাই এইসব স্থানের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও হয়েছে।

বর্তমানে যেখানে আনারকলি মার্কেট নির্মাণ হয়েছে এই স্থানটি পূর্বে প্রাকৃতিক শোভায় বর্ধিত এক আম বাগান ছিল। এই আম বাগানটি চারিদিক ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল এবং ইহার মধ্যস্থলে একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। রাস্তার সম্মুখে সাড়ি ভাবে সাজানো সুপারি বাগানও ছিল। রাস্তার পূর্ব পাশে একটি একতলা দালান ছিল। এই স্থানটি ১৯৫৮ইং সনে সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলের জন্য দখল করা হয়। সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের মেলা পূর্বে ঐ স্থানেই হত। প্রায় কয়েক "শ" (শল) পিকনিক দল ঐ স্থানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারিদিকে পাকের ও মাইকের গানের খাওয়া দাওয়ার শব্দে মুখরিত হয়ে পড়িত। স্কুলের জন্য সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সেবাইতদেরও জমি দখল করা হয়। বর্তমানে জর্জ কোর্টে মামলাও চলছে।

কালী মন্দিরের ভিতরের বর্ণনাঃ সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরটি তিনটি ঘরে বিভক্ত। একটি কালীমাতার গৃহ যেখানে মার পূজা দেওয়া হয়। এই ঘরের বাঁ দিকে ফল কাটার ঘর এবং ডান দিকে ভোগ পাক করার ঘর। ভোগের ঘরের উপরে টিনের ছানি দেওয়া ছিল। ভোগের ঘরের পূর্ব-উত্তর কোণে পূজার ফুল ফেলার জন্য একটি চৌবাচ্চা ছিল। বর্তমান তাহা ভেঙ্গে গিয়েছে। এখন পূজার ফুল নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হয়। বর্তমানে মন্দির সংস্কার হয়ে বর্ধিত হয়েছে, নতুন কোঠা হয়েছে। বর্তমানে গেটও তৈয়ার করা হয়েছে এবং উচু দেয়াল ও পাঁক ঘর নারায়ণ ঘর ও বারান্দা তৈরি হয়েছে। দূর্গা মন্ডপ তৈয়ার করার ও জলের টেঙ্ক করার ও কল বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। যাহা বিশেষ প্রয়োজন সেই নাট মন্দির এখনও হয় নাই।

মন্দিরের বেদী স্থাপনঃ যে মহাপুরুষ এখানে কালীর জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন প্রাপ্ত হন তিনি সেখানে একটি বেদী স্থাপন করেন যাহা পঞ্চ মুণ্ডীবেদী নামে পরিচিত। তান্ত্রিক মতে পঞ্চমুণ্ড দিয়ে ইহা স্থাপন করা হয়। এই বেদীর উপরই শ্রীশ্রী কালি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই বেদীটি মার্বেল পাথর দ্বারা বান্ধানো আছে। এই বেদীটি মাটি হতে প্রায় হাত তিনেক উচুতে অবস্থিত। এ ছাড়াও এ ঘরটি মার্বেল পাথরে বান্ধানো। বর্তমানে কিছু সংস্কারও করা হয়েছে পাশের দেয়ালে মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে। বর্তমানে কালি মুর্ত্তির উভয় পাশেই শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের কাঁচে বাঁধানো ফটো রয়েছে। বারান্দার দক্ষিণ দিকেও ইন্দিরা গান্ধী সহ মায়ের ১টি ফটো আছে। লেখক আনন্দময়ী ও কালিমূর্তিকে অভিন্ন মনে করেন।

মূর্তির বর্ণনাঃ সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা যাহা বর্তমানে অবস্থিত তাহা অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত। তবে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে প্রশংসনীয় ও অতুনীয়। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত কালি মায়ের অনেক কিংবদন্তি অলৌকিক লীলার কথা বিভিন্ন জনের মুখে শুনা যায়। যদিও মূর্তিটি বেশী বড় নয়। বেদীটির দুই পাশে দক্ষিণে ও বামে বড় বড় দুইটি শিব লিঙ্গ বিদ্যমান। বেদীর পিছনে একটি পুরান বিচিত্র চালিক রয়েছে। মন্দির ঘরের সন্মুখে একটি শ্বেত ও কালো পাথর দ্বারা নির্মিত বারান্দাও রয়েছে। ভোগ ঘরের সন্মুখে সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত একটি পাকা বারান্দা রয়েছে। ইহার উপরে টিন শেডের চাল। মন্দিরের গম্বুজটি বেশ উচ্চ ও লম্বা। ইহার উপরে টিন দ্বারা নির্মিত একটি নিশানাও রয়েছে। গম্বুজটি মন্দিরের ছাদ হতে প্রায় হাত দশেক উচুতে অবস্থিত। বর্তমানে পাশের ঘরটিতে নারায়ণের আসন বসান হয়েছে। পূর্বে এই আসন গোঁসাই বাড়ীতে ছিল। নারায়ণের সিংহাসন খুব বেশী উচু নয় পাশে যোনী পিট ও শিব লিঙ্গ আছে। এই যোনী পিট কামাক্ষা ছাড়া কোথাও বিশেষ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া বট বৃক্ষের নিচে বর্তমান পূজারী জীবন গোঁস্বামীর নির্মিত একটি টিন শেডের ঘরও আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজার বর্ণনাঃ এই মন্দিরে প্রত্যহ দুই বেলা পূজা দেওযা হয়। মন্দির স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই এই পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। প্রত্যহ দুপুরে নৈবেদ্য ফল ও জল ভোগ সহকারে পূজা দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় ধুপ আরতী দেওয়া হয়। দুপুরে মন্দির খোলা থাকে ১০টা থেকে ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। প্রত্যহ দুপুরে অন্ন ভোগ হয় না। কোন ভক্ত অন্ন ভোগ দিতে চাইলে তবেই অন্ন ভোগ হয়। প্রত্যেক অমাবশ্যা রাত্রে এই মন্দিরে নিশী পুজা হয়। অমাবশ্যা দিন সারা রাত্র মন্দির খোলা থাকে। উপবাসি ভক্তগণ পূজা শেষে অঞ্জলী প্রদান করতঃ পরে প্রসাদ গ্রহন করেন। রাত ভর ভজন হয়। নিশিথে অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। পূর্বে পাঁঠা বলি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং বর্তমানে তাহা লোপ পাচ্ছে। প্রতি শনিবার শনি পূজা বর্তমানে হচ্ছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভজন কীর্তন হয়। কালি, পূজা দূর্গাপূজা মনসাপূজা দোল শনি পূজা ও অন্য অন্য পূজা অনুষ্ঠানও হয়ে থকে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পৌষ মেলা হয়। যাহার বৈশিষ্ট শৈল মাছ পুড়া খাওয়া "শনি" দশা থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য। এই প্রচলিত রীতি বহু বৎসর যাবৎ চলে আসছে। বলতে গেলে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখনও চলছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলা কালীন সময়েও এই মন্দিরে নিয়মিত পূজা দিয়েছেন সেবাইত গন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে এই মন্দিরই অক্ষত ছিল।

মেলার বর্ণনাঃ প্রতি বৎসর পৌষ মাসে এই মন্দিরে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা একমাস কাল স্থায়ী থাকে। পৌষ মাসের প্রত্যেক শনি ও মঙ্গল বার এই মেলা সংগঠিত হয়। পূর্বে এই মেলা খুবই বিস্তৃত ছিল। দেশ বিভাগ হওয়ার পর থেকে এই মেলা ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। বর্তমানে এই মেলা শুধু প্রাঙ্গনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অতীতে ইহা অর্ধমাইল পর্যন্ত বিরাজিত ছিল। এই মেলা উপলক্ষে এখানে প্রচুর আমোদ ফুর্তি হত। বিভিন্ন স্থান হতে এখানে যাত্রিক আসত। তবে ঢাকার অধিবাসীই আসত প্রচুর। এই স্থানটি তাদের আনন্দের প্রদান উৎস ছিল। অনেক দূর দূরান্ত স্থান হতে এখানে বিক্রেতারা জিনিষ বিক্রয় করতে আসত। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির হতে আরম্ভ করে মালিবাগের বাজার পর্যন্ত এই মেলা বিস্তৃত ছিল। এখানে বিভিন্ন প্রকার গান বাজনা, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি হইত। এই মেলার প্রধান উৎস হলো বনভোজন করা। পূর্বেই বলা হয়েছে এই স্থানটি ছিল প্রাকৃতিক শোভায় সমন্বিত। তাই মানুষ এখানে আকৃষ্ট হত বেশী। প্রবাদ আছে এই স্থানে শনি, মঙ্গল বার শোল মাছ পোড়া খেলে শনি দোষ নষ্ট হয়, তাই এই স্থানে এ উপভোগ্য বন ভোজনের সুত্রপাত হয়।

মালিবাগের পরিচয়ঃ সিদ্ধেশ্বরীর উত্তরে মালিবাগ নামে একটি গ্রাম অবস্থিত। পূর্বে এই গ্রামটি একত্রে মিলিত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে ১৯৫৮ইং সনে এই গ্রামের মাঝে দিয়ে ২ ভাগে দীর্ঘ পথ প্রবাহিত হয়। শেষে নিউ সার্কুলার রোড ৬৫ইং সনে বাড্ডা রোড এয়ারপোর্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এর পর থেকেই গ্রাম দুইটি পৃথক হয়ে যায়। বর্তমানে ইহা আর গ্রাম নয়, এখানে এখন ঢাকার নতুন শহর গড়ে উঠছে। সাথে সাথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Fundlng by MoE-IKS

এই সব স্থানের গুরুত্বও খুবই বেড়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব স্থানের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ঘটেছে। এখানে এখন বিরাট বড় বড় অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া অনেক স্কুল , কলেজ, অফিস, বাজার ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এখানে বড় বড় রাস্তাঘাট তৈয়ার হওয়ায় অনেক পুরানো স্মৃতি সেই রাস্তার নিচে পড়ে নিঃপিষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে কয়েকটি বাঁধানো অনেক দিনের পুরাতন পুকুর ছিল, তাছাড়াও পুরাতন বৃক্ষ ও অনেক ক্ষেত খামার ছিল। কিছু আম্রকুঞ্জ বিভিন্ন ফলবৃক্ষ, বাঁশ ঝাড়, কাঁঠাল বাগানও ছিল। এই সব স্থান জন বহুল হওয়ায় এই সব বাগান আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকে। এই মালিবাগে একটি পুরাতন বাড়ী ছিল যাহা গোঁসাই বাড়ী নামে বহুল পরিচিত। এর একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাসও রয়েছে। এই বাড়ী এবং স্থানটির সম্বন্ধে বিস্তারিত সব লিপিবদ্ধ করা হলো। ঐতিহাসিক বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থে এই বাড়ীর বর্ণনা আছে। বর্তমানে তাহা কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে, ইহার ঐতিহাসিক বর্ণনা এই রকম সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর প্রায় সংলগ্ন পশ্চিম উত্তর দিকে নিবিড় অরন্যানীর মধ্যে একটি বাঁধানো পুকুর ও কতগুলি পুরাতন দালান আছে। উহা মালিবাগের গোঁসাইবাড়ী নামে পরিচিত। শ্যামপত্রপুর্ণ আম্র প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আপন আপন শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এরূপভাবে আলিঙ্গনা বদ্ধ হয়ে এখানে শান্তি কুঞ্জন নির্মাণ করেছে সে মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রদীপ্ত কিরণ জালও ইহা ভেদ করে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারে না। সুতরাং নিদাঘ মধ্যাহ্নেও সুশীতল বায়ুস্পর্শে শরীর শীতল হয়ে যায়। পৌষ মাসে ঢাকা নগরীর আমোদপ্রিয় অধিবাসী বৃন্দের আনন্দ কোলাহলে এই স্থানটি মুখরিত হয়ে উঠে। এই সময় এখানে একটি মেলা বসে যা প্রায় একমাস কাল স্থায়ী হয়। প্রবাদ এই যে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের জনৈক সেবাইত মৌমার বন গোস্বামী (মনিমহারাজ) একজন স্বয়ং সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন। একদা এই মহাত্মা গোঁসাই বাড়ীর প্রাঙ্গণ মধ্যস্থিত একটি ইন্দারা মধ্যে লৌহশৃঙ্খল সহযোগে অবতরন করেন। তিনি পূর্বেই বলেছিলেন যে যদি এই শৃঙ্খল কূপজলের স্ফীতিহেতু নিমগ্ন হয়ে যায় তবে তাহার মৃত্যু হয়েছে বুঝতে হবে। যতকাল পর্যন্ত ইহা জলমগ্ন হয়ে না যাবে ততকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন। বর্ষাকালে স্থানীয় কূপসমূহে জলবৃদ্ধি হলেও এই কূপের জলরাশি কিঞ্চিত স্ফীত আনুভূত হয় না। এই শৃঙ্খলটি অদ্যাপি একই অবস্থায় কূপমধ্যে বিরাজমান রয়েছে। ইহা ছাড়া একটি ব্যাপারও ইহা প্রমাণ করে। কথিত আছে মগবাজারের সাধকশ্রেষ্ঠ সাহেব একদা একটি ব্যাঘ্রের উপর আরোহন করে মনি মহারাজের (মৌমার বন গোস্বামী) সহিত সাক্ষাত করতে আসলে তিনিও প্রাচীরের উপর উঠে তৎসহ প্রত্যুৎগমন করেন। হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ই তাদের নিজ জাতীয় সাধুপুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নের জন্য এরূপ গল্পের অবতারণা করেছেন।

শারদীয় উৎসবের সময় এই মন্দিরে (গোঁসাই বাড়ীতে) ঘট স্থাপন করে পুজা দেবার প্রথা বহুপূর্বকাল হতেই এখানে প্রচলিত আছে। পূজা সমাপন্তে বিজয়া দশমীতে পুজারীগণ ঐ ঘটগুলি প্রাঙ্গন মধ্যস্থিত পুস্করিনীতে বিসর্জন দিয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টমী তিথিতে এই ঘট পুনরায় জেহে উঠে। পরে ঐ ঘট পুনরায় সংস্থাপন করে দশাহ পর্যন্ত পূজা হয়ে থাকে। প্রতি বৎসর এই রূপে পূজা হয়ে থাকে।

শংকরাচার্য সম্পাদায়ের "বন" উপাধিকারী উদাসীনগণই এই (গোঁসাইবাড়ী) ও সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের কার্য পরিচালনা করে আসছেন। নিম্নে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের সেবাইতগণের বংশানুক্রমিক নাম প্রদত্ত হল

মৌমার বন গোস্বামী (মনি মহারাজ)
রামেশ্বর (আচরণ) বন গোস্বামী (চেলা)
সুমেরু বন গোস্বামী (ছেলে)
নরসিংহ বন গোস্বামী (পুত্র)
মতিলাল গোস্বামী (পুত্র)
পান্না লাল গোস্বামী (ভ্রাতা)

দেবীর সেবাইত মতিলাল গোস্বামী প্রায় ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী কালি মাতা সেবা পূজা দিয়ে শত বৎসর উর্দ্ধে ১৯৮৬ ইং সনে তিনি দেহত্যাগ করেন। বর্তমানে তাহা রপুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গনের ছেলে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দিরের সেবা পূজা দিয়া আসিতেছেন। শ্রী মতিলার গোস্বামী এবং তার পিতা ঢাকেশ্বরী মন্দিরেরও সেবাইত ও ১০ পয়সা অংশের মালিক ছিলেন। বাচ্চুতেওয়ারী, লালাবাবু ব্রজেন দোবে, পরমানন্দগিরী ও ভাওয়াল রাজা, তারা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মালিক ছিলেন। ঢাকেশ্বরীর বর্তমান সেবাইতগন ভাওয়াল রাজার একআনা অংশ লিজ নিয়ে অন্য সেবাইতদের বিতারিত করে একক ভাবে তাহা ভোগ দখল করছেন। এই মন্দিরটি জাতীয় মন্দির ঘোষণার জন্য আন্দোলন চলছে।রমনা কালিবাড়ী ১৯৭১ সনে মুক্তি যুদ্ধে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে সেবাইত পরমানন্দগিরীও মারা যান। সিদ্ধেশরীর এই স্থানের জমি জমা সংক্রান্ত কাগজ পত্রে দেখা যায়। মন্দিরটি সি. এস. রেকর্ডে ২৮ শতক জমির উপরে অবস্থিত যাহা সেবাইতগণ পারিবারিক দেবত্তর সম্পত্তি বলে দাবি করেন। দেশ স্বাধীনের পর আশে পাশের জমিগুলি বিক্রয় হয়ে গেলে(দেবেত্তোর নয়) বর্তমান তাহা যাহা এখন প্রাঙ্গন তাহা সহ মন্দিরটি ৩০ শতক জমিতে অবস্থিত দেখা যায়। প্রকাশ থাকে যে বর্তমান সেবাইতগণের পূর্ব পুরুষ ৬০ টাকায় বাৎসরিক খাজনায় প্রায় চারিশত বিঘার উপরে জমি ভাওয়াল রাজ থেকে বন্দবস্ত নেন ও খাজনার মাধ্যমে তার (সেবাইতগণ) প্রজা পত্তন বন্দবস্ত দেন। জমিদারি উচ্ছেদের পর বর্তমানে সেবাইতদের কিছু অংশ অন্যত্র চলে যায় এবং কিছু অংশ বর্তমানে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালিমাতার সেবা পূজা দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬১-৬২সনের রাজউক সেবাইতদের সমস্ত জমি হুকুম দখল করে নেয়। বর্তমানে তাদের এক অংশ ধ্বংসের শেষ প্রান্তে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী দুর্গা মা এসেছেন আমার বাড়ে কিভাবে?

সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে দূর্গাপূজা অকল্পনীয় ও অভাবনীয় ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে মহানগরী পূজা কমিটি দূর্গা পূজা করার জন্য দীপু সেন আমার অনুমতি প্রার্থনা করলে এক বাক্যে জানালাম এই মন্দিরে যুগ্ম পূজা হবে না। তারা ব্যর্থ হয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজার আয়োজন করল যা আজ সমগ্র বাংলাদেশে সুনাম ও সুখ্যাতির দাবী রাখে।

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব তথা মনীষির ভাষায় আমি নিজেও একমত হয়ে বলতে পারি দুইজন জার্মানী একত্র হয়ে গড়ে তোলে বিজ্ঞানাগার অনুরূপে দুইজন জাপানী ব্যাঙ্ক ও দুইজন ইংরেজ ক্লাব এবং দুইজন বাংগালী একত্রে গড়ে কালী বাড়ী এবং করে দলাদলি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বৎসর পার হয়ে গেল। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটক এবং শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম থেকে শ্রীশ্রী মায়ের অশেষ কৃপা ও স্নেহ ধন্য হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শ্রীশ্রী মায়ের অলৌকিক অনেক গুণের জ্ঞানের ধর্মের কর্মের লৌকিক পারলৌকিক সমাজের দেশের বর্তমান ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান অনুভূতি শ্রীশ্রী মায়ের কৃপাবলে আহরণ করে যখন বুঝতে পারলাম জন্মভুমি আমাকে ডাকছে এবং শ্রীশ্রী মায়ের ইঙ্গিত আছে, যাহা অভাবনীয় ছিল। কোন দিন আমি সংসারী হবনা। এ ছিল আশা ও ভরসা। অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে যখন স্বস্থানে এসে দেখলাম তম ভাবে ছেয়ে গেছে জগৎ সংসার। সাধু সৎজনের দূর্গতি। সীমাহীন দুঃখ কষ্ট, সেই সময় নির্দেশ পেলাম লড়াই করার জন্য অশুরের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমি দূর্বল অসহায় কি করি অনুভূতিতে জানলাম শ্রীশ্রী মা আছেন পার্শ্বে। তবুও অশুরের বিক্রম দেখে ভয় পেয়ে নিশ্চুপ নিরলস ভাবে কাটিয়ে দিলাম কয়েকটা বৎসর। চন্ডি সুরখ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের ন্যায় মা অভয়া অভয় দিয়ে যাচ্ছেন অশুরের সাথে লড়াই করার, কিন্তু আমি সাহস শক্তি বল হারিয়ে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছি। ঠিক সেই সময় শ্রীশ্রী দূর্গা মা আমাদের মন্দিরে আপনা থেকে হাজির হলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মা হাজির হলেন এমনি ভাবে যে রমনার শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের পরিত্যক্ত আশ্রমের জায়গায় দূর্গাপূজা করার জন্য দূর্গা প্রতিমা নিয়ে যখন রমনায় শ্রীশ্রী মায়ের পরিত্যক্ত জায়গায় স্থাপন করা হলো তখন বাধ সাধলো পুলিশ বাহিনী। মাকে নিয়ে ফিরে আসা হলো সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে। রাত্র ৩টায় চন্দ্রনাথ বাবু ও শ্রীনাথ বাবু আমাকে বলল মা এসেছেন আপনাকে এই পূজার পৌরোহিত্য করতে হবে। আমি উত্তর দিলাম, মা এসেছেন নিজের ইচ্ছায় আপনারা দশমিতে বুড়িগঙ্গায় মিছিল করে বিসর্জন দিন। তারা কোনক্রমেই ছাড়ল না অর্থাৎ পূজা আমাকেই করতে হবে। পরে গেলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিধা দ্বন্দ্বে যে মায়ের আশ্রমে হিমালয়ের পাদদেশে থেকে প্রচন্ড সাধন ভজনকরে মায়ের পরোক্ষ নির্দেশে এখানে এসে অবস্থান নিয়েছি। সেই মাতো আমাকে ছাড়ছেনা। আমিও তাকে ছাড়তে পারছিনা। যেহেতু তার কিছু স্বরূপ জেনে ফেলেছি কি করি ভোর হলে সপ্তমি। দ্বিধা দ্বন্দের শেষে এই সিদ্ধান্ত নিলাম পূজায় বসা যাক। শ্রীশ্রী মা যা করেন মন্দিরের বারান্দায় পর দিন সকালে নেই কোন আয়োজন, নেই কোন ঘটা নেই কোন ৎসবের আয়োজন নেই উপকরন বসে গেলাম পূজায় দেখি মা কি করেন? কান্না এলো হাসিও এলো-কেউ দেখলো না। মা ও সন্তানের খেলা কেউ বুঝল না। কি হচ্ছে? শহরের কোথাও কোথাও প্রচার হলো সিদ্ধেশ্বরীতে এবার দূর্গা পূজা হচ্ছে-কেউ বলল মিথ্যে মায়ের পূজার কথা। সিদ্ধেশ্বরীতে কখনও পূজা হয় নাই। কি করি পূজায় তো বসে গেলাম। সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী পূজা করতে হবে। ধ্যানে বসলাম অনুভূতি উত্তেজনা জ্ঞান বুদ্ধি চৈতন্য বিবেক এক সাথে সভায় বসে গেল। কোন কিছু নেই পন্ডিতজন যার পরামর্শ নেব। দেখতে দেখতে সপ্তমি সময় পার হচ্ছে, হঠাৎ খেয়াল হলো দূর ছাই ভাবনা চিন্তা মায়ের শ্রী চরণে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চন্ডি পাঠে মনোযোগ দেই। করলাম সংকল্প। সপ্তমী অষ্টমী, নবমী দশমী পূজা করব ঘটে। মূর্তি থাকবে পটে, পাশে। লোক দেখবে নয়নে। পূজা হবে মনে মনে। রেখে দাও হোম প্রসাদ দিয়ে ভক্ত জনে কর যজ্ঞ বা হয়ে গেল পূজা শেষ সকলের কি আনন্দ, বিসর্জন করলাম দশমিতে, কাঁদলাম মা এ তুই কি করলি, কি হতে কি হয়ে গেল। কেন আসলি কেন চলে গেলি? বিসর্জন মন্ত্রে বলে দিলাম জন্মাতঃ স্বস্থানংগচ্ছ। পূজিতে সম্বৎসর ব্যতীতে তুপুনরাগমনায়চ। (পুনঃ আগমন) করো কিন্তু ঘাত প্রতিঘাতময় সংসারে কয়েক বৎসর পূজা করা সম্ভব হলো না। গতবৎসর অর্থাৎ ১৯৮৯ ইং সমর শীল ও ভাগিনা বিশ্বজীৎ চক্রবর্ত্তী বায়না ধরল এবার সিদ্ধেশ্বরী কালী মিন্দিরে শ্রীশ্রী দূর্গা মায়ের পূজা অর্চ্চনা করতে হবে। আমার মত না হলে হবে না। ইতিমধ্যে অনেকেই পূজা করার অনুমতি প্রদান করে ছিল, এখন শুধু আমি। আমার আদেশের জন্য ওরা এমনি ভাব দেখাল কিন্তু তারা কোন ক্রমেই ছাড়বেনা। এবার বিরক্তির স্বরে জানালাম অসম্ভব। একমন্দিরে যুগ্ম পূজা হবে না, শাস্ত্রে নিষেধ। মনে জানতাম কিন্তু প্রকাশ না করে পুনঃভাব দেখালাম এবং পুনরায় বললাম, এখানে দূর্গাপূজা করা চলবেনা। তারা উভয়েই অশ্রুভরাক্রান্ত হয়ে বলল, তাহলে যাই আর কখনো কোন কাজে আমাদের ডাকবেন না। চলে যেতেই মায়ের ইঙ্গিত পেলাম পূজা করার। আবার ডাকলাম ওদের, বললাম, তোমরা দুজনই পাগল, তারা বলল, পাগল হয়েও পূজা করতে চাই, চাই সবাইকে নিয়ে আনন্দ করতে। বললাম যাও সন্ধ্যায় বলব। মায়ের সন্ধ্যা আরতির শেষে ধ্যানস্থ হলে মায়ের সেই ইঙ্গিত পূজা হোক। আরতি শেষে ওদের অনুমতি প্রদান করলাম। পূজার বাকী আর মাত্র ১২ দিন অথচ পরদিন সন্ধ্যা আরতির পর ২০/২৫ জনের উপস্থিতিতে পূজা উপলক্ষে ১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাজার টাকা ওঠে গেল। আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। বললাম, মা দশভূজা দূর্গা সত্যি তোর লীলা বুঝা ভার। পাল ডাকা হলো ঢাকি ডাকা হলো শুরু হলো পূজার আয়োজন। মা এসছেন বলে ধ্বনীত হলো সিদ্ধেশ্বরীতে। তারপর সাড়া জাগল বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে। পূজা সমাপ্তীর শেষ দিন দশমী, এবার বিদায় জানাবার পালা, মাকে বরণ করলাম হেসে অথচ আজতো বিদায় দেব। সবার চোখেই অশ্রু। মনে পরে গেল কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের সেই চিরন্তন সত্যি অমিয় ধারার "ছুটি" কবিতার দুটি লাইন-

"এই অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা; সবচেয়ে গভীর ক্রন্দন
যেতে নাহি দেব হায় তবু যেতে দিতে হয়
তবু চলে যায়।

বুঝালাম সবাইকে মা অনন্ত ভাসিনী মা জগৎ জননী মা, বিশ্ব প্রসবিনি মা দশভূজা দুর্গা দূর্গতি নাশিনী মা। মা মা'তো আমাদের থেকে চির বিদায় নিতে পারেন না। আমরা মায়ের মা আমাদের সুতুরাং মা সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। আস সকলে মিলে বিদায় জানাই মাকে মায়ের জয়গান গেয়ে। সকলে মিলে মনের মন্দিরে গেয়ে ওঠলাম

-"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরুপেনঃ স্বংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।"

বুড়ি গঙ্গায় হলো মায়ের বিসর্জন। সবাই হাতে হাত রেখে একে আপরকে আলিঙ্গন করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শপথ নিলাম আমরা একে অপরের ভাই। এই পূজাতে ভক্তবৃন্দের ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। সবার সর্বাঙ্গীন সহযোগীতার ফল শ্রুতিতে এই পূজায় চাঁদা আদায় হলো ৪৪ হাজার টাকা।

ইতিমধ্যে এক বৎসর পার হয়ে গেল। গতবারের মত এবারও পূজার আয়োজন হলো। এবার একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। কয়েকজন ভক্ত একটি কমিটির রূপরেখা আমায় দিলেন। আমি দেখে খুশী হলাম এবং সবার উপস্থিতিতে কমিটি গঠন করা হলো। বর্তমান কমিটির কার্যকাল এক বৎসর অর্থাৎ দূর্গা পূজা পর্যন্ত চলবে। মন্দিরের সাথে তথা মন্দিরের কোন স্বার্থসংশিষ্ট ব্যাপারে এই কমিটি এখতিয়ার ভূক্ত নয়। মায়ের অশেষ কৃপায় এই কমিটি পূর্বের মত এবারও মায়ের শ্রী চরণে অঞ্জলি দেবার পথকে সুগম করবে এই আমার আত্মপ্রত্যয়। এই ভাবেই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা আরম্ভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে এই মা

কে এই মা? যাঁকে হিন্দুরা কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী; মুসলমানেরা বিবি হাওয়া; খৃষ্টানেরা মেরী: বৌদ্ধরা মায়াদেবী বলে। হ্যাঁ, তিনি বর্তমানে এক মানবীয় শরীর ধারণ করে আছেন কিন্তু যাঁর শরীরের সাথে সম্পর্ক নেই, অথচ বিশ্বের সর্ব্ব কিছুর মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে আছেন। এই বিশ্বের বাইরে ও ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তাকে যে দর্শন করে এবং দর্শন করার সাথে সাথেই তার মধ্যে নিজের গর্ভধারিণী মায়ের রূপ দর্শন করে বলে উঠে এই ইনি হলেন আমার মা। সাহিত্যিক, দার্শনিক, করি, যোগী, ভিখারী, শিল্পী, অভিনেতা ও অভিনেত্রী যিনি তাকে একবার দর্শন করেন তিনিই মনে করেন এই আমার গর্ভধারিণী মা। যিনি অনন্ত জগতের সমস্ত কিছুই জানেন ও দেখতে পান। শ্রীশ্রী মায়ের দৃষ্টি ও মনের সাথে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও মনের কোন মিল নেই তবুও তিনি সকলের মা। তাঁর দর্শন পেলে মনে তীব্র বৈরাগ্য ভাব উদয় হয়। তাঁর স্পর্শ পেলে শরীর শীতল হয়। তাঁর নিকট থাকলেও পাপতাপ দূরে যায়। মন আনন্দে নাচিতে থাকে। যিনি সকল কিছু দেখেও দেখেন না যিনি সকল কিছু জেনেও জানেন না যিনি কারও মনে আঘাত দেন না যিনি কটু কথা বলেন না সদা আনন্দে থাকেন। যে তাকে দর্শন করে তখন তিনি তাঁর ভাবেই ভাবিত হয়ে পরেন। কি আশ্চর্য্য তাঁর রূপ! কি আশ্বর্য তাঁর গুণ। সে যে রকম মন নিয়ে তাঁর কাছে যান তিনি তাকে সে মনের কথাটুকুই বলে দেন। শিল্পীর দৃষ্টিতে তিনি শিল্পী হয়ে যান। সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে তিনি সাহিত্যিক হয়ে যান, আবার কবির দৃষ্টিতে তিনি কবি হয়ে যান। যে যেভাব নিয়ে তাঁর কাছে যান, সে সেই ভাবের মূর্তি তার মধ্যে দেখা পান।

আজ এই মায়ের কিছু কথা লেখব। এই মায়ের জন্ম কিন্তু এই বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার এক পল্লীতে। যে পল্লীতে বর্তমান আধুনিক যুগেও বিজ্ঞানের ছাপ পরে নি। যেখানের মানুষ এখনও অনেক সরল ও ধর্মপ্রাণ। থাকে, যাকে গন্ডগ্রাম বলা চলে। সেই গ্রামের নাম 'খেওড়া'। কসবা রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরে পশ্চিমে। আজ যিনি শুধু ভারতে নয় পৃথিবীর অনেক দেশেই পরিচিত। কিন্তু যিনি আজ জগৎ জননী রূপে বিরাজিতা। যাঁকে দর্শন করার জন্য ইংরেজ, জার্মান, ফ্রান্স, রাশিয়া ও পৃথিবীর নানা স্থান থেকে দর্শনার্থী আসেন। তিনিই হলেন শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী। শ্রীশ্রী মায়ের জন্মের পর কি হয়েছিল? শ্রীশ্রী মার জন্মের পর ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমগাছ দেখছিলেন। এটি কেমন কথা হল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মায়ের জন্মের পূর্বে কিছুদিন শ্রীশ্রী মায়ের পিতা নাকি বাড়ি ছেড়ে উদাসীনভাবে নানা তীর্থ পর্যটনে অনেক বৎছর কাটিয়েছেন। শ্রীশ্রী মায়ের আবার জন্ম কি? মা যদি ভগবতী হন, তবে তো জন্ম হতে পারে না। তবে এটি কেমন জন্ম হল। হ্যাঁ, এটিই মায়ের অলৌকিক জন্ম। যাকে বলা হয় বায়ুগর্ভা, অযোনী সম্ভবা। আমরা কিন্তু পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার জন্ম বা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীরাধিকাকে ভারতবর্ষে মানবরূপে পেয়ে থাকি। একমাত্র শ্রীদামের অভিসম্পাতের জন্য শুধু রাধা কৃষ্ণকেই পাওয়াই নয় তার সাথে মহাভারত, গীতাও পেয়েছি। তবে এখন প্রশ্ন হল এই কলিকালে শ্রীশ্রী মাকে পেলাম কার অভিশাপ বা আশির্বাদের বিনিময়ে। মা কিন্তু বলেন, এই শরীর নিজের ইচ্ছায় আসে নি, তোমরা চেয়েছ তাই পেয়েছ। যদি শ্রীশ্রী মায়ের এই রকম কথাই হয়, তবে তো আরও একটি কথা থেকে যায়। যা হলো এই শরীর যখন পেয়েছ তখন যত্ন করে একে তোমরা রক্ষা কর। এ কথাটা কিন্তু সত্যিই বলা চলে। তবে এ কথা মা বলেন নি-কিন্তু একথার প্রমাণ পাই আমরা কর্মের মাধ্যমে। যেমন ধরা যাক শ্রীশ্রী মায়ের খাওয়ার সময় হয়েছে মায়ের সে দিকে খেয়াল নাই; ব্রহ্মচারীনীরা বার বার অনুরোধ করছে মাকে খাওয়ার জন্য, তবে হয়ত শ্রীশ্রী মায়ের খাওয়ার খেয়াল হল। কাপড় পরা, কোথাও যাওয়া, কোন কিছু করা, এইরকম অনেক কিছুই শ্রীশ্রী মাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। তবে তো দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মচারী নীদের দ্বারা মাকে চলিতে হচ্ছে। আবার যোগী মহাপুরুষরা দেখছে এই মা যদিও নিজে কিছু করেন না তবুও সকলে ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যার যার কর্ম তাকে দিয়ে সুষ্ঠু রূপে করিয়ে নিচ্ছেন। যার জন্য রামপ্রসাদ বলেছেন, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি। শ্রীশ্রী মাকে ভগবতী বলতে বাঁধা কোথায়? তবে আরও একটি জিনিস খেয়াল করা যায় যে, মা কিন্তু সর্বদাই সমাধিস্থ হয়ে আছেন। সব সময় সমাধিস্থ হয়ে থাকাতেই তো কখনও কখনও হোচট্ খেয়ে পরে যান এবং হাত পায়ে চোট পান। শ্রীশ্রী মায়ের গালে মাঝে মাঝে এক রকম ফুলার মত ব্যাধি হয়। এটা কেন হয়, মাঝে মাঝে এক এক রকম ব্যাধিও হয়। এটা কেন হয়? হ্যাঁ এটা হওয়াই স্বাভাবিক। এটা হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়। এটা হয় শ্রীশ্রী মায়ের স্বরূপের পাথর ধাতুর মূর্তি ও মন্দির আছে। এই পৃথিবীতে এই সমস্ত মূর্তির সাথে শ্রীশ্রী মায়ের অঙ্গের একটা সুষ্ঠু ভাব রয়েছে। এই সমস্ত মন্দিরের পূজারীদের অবচেতন মনের জন্য মন্দিরের দেব-মূর্তির যে অবস্থা হয়, শ্রীশ্রী মায়ের মধ্যে তার ছাপ পরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অনেক দিন পূর্বের একটি ঘটনা, শ্রীশ্রী মা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে আছেন। ঢাকার আশ্রম হতে চোর কালি মূর্তির হাত ভেঙ্গে গয়না ও অলংকার নিয়ে যায়। শ্রীশ্রী মা এত দূর থেকে অনুভব করলেন কে যেন শ্রীশ্রী মায়ের হাত মোচড় দিয়ে ব্যথা দিল। এতদিন দেখা যাচ্ছিল বেশ কয়েক বছর যাবৎ সিদ্ধেশ্বরী কালিমায়ের গালের বাম দিকে অঙ্গরাজের রং চটে উঠে যেত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই হতেই নাকি শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের গালে রোগ হত, তাই বা কে বলতে পারে। শ্রীশ্রী মাকে জানা বা বুঝা সহজ ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষে যত মহাপুরুষ আছেন, মনে হয় সম্পূর্ণ রূপে শ্রীশ্রী মাকে জানেন এমন মহাপুরুষের সংখ্যা ৪ থেকে ৮ হবে কি না সন্দেহ। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের মার সাথে শ্রীশ্রী মায়ের তুলনা করা চলে না। কেননা অনেকে বলে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মাকে পাওয়া জন্য বা দেখার জন্য সাধনা করতেন। মাকে পাওয়ার জন্য "দেখা দে মা" বলে কাঁদতেন ইনিই তো সে মা। তাহলে এখন শ্রীশ্রী মায়ের সাকার ও নিরাকার রূপ কি? হ্যাঁ, এখন প্রশ্ন হল শ্রীশ্রী মা যখন সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে রাত্র ও দিন সমধিভাবে অতিবাহিত করে উঠে ঘরের মধ্যে দাঁড়ালেন তখন শ্রীশ্রী মায়ের একজন ভক্ত শ্রীশ্রী মায়ের এই শরীরটিকেই দশমহাবিদ্যা ও দশরথ আরেকজন ভক্ত শুধু ভদ্র কালি রূপে দর্শন করলেন। এর কিছুদিন পর একদিন শ্রীশ্রী মা যখন প্রাইভেট কারে রমনার মাঠ দিয়ে কোন এক ভক্তের বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন শ্রীশ্রী মা চলন্ত গাড়ির বাইরে হাত বাড়ালেন কাকেও কোলে নেওয়ার জন্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী মা পরে বলেছেন তিনি দেখলেন কালি মা শ্রীশ্রী মায়ের কোলে যাওয়ার জন্য গাড়ির সাথে সাথে চলেছে। এখানেও বিরাট এক প্রশ্ন থেকে যায়, শ্রীশ্রী মা যদি নিজেই কালি তবে শ্রীশ্রী মায়ের কোলে যাওয়ার জন্য আরও একজন কালি কোথা থেকে এলো এবং এটি কি বিশ্বাসযোগ্য? হ্যাঁ, ইহা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য। তা কেমনভাবে বিশ্বাসযোগ্য? এর প্রমাণ পাওয়া যাবে শ্রীশ্রী চণ্ডিতে। চণ্ডিতে শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে দেখা যায় শুম্ভ শ্রীশ্রী দুর্গা মাকে বলছে, হে দেবী, তুমি অনেক দেবী নিয়ে আমার সাথে যুদ্ধ করছ, আমি একাই যুদ্ধ করছি। এতে কোন গৌরব নেই। এই কথা শুনার পর দেবী উত্তর দিলেন, ওরে মূর্খ এইগুলি লয় করে দিচ্ছি এবং হলও তাই সকল দেবী চন্ডির শরীরের ভিতরে মিলিয়ে গেল। শুধু চন্ডি একাই শুম্ভের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল কিন্তু চণ্ডি দেবীতো শুম্ভকে এই কথা বলে নি, ওহে হতভাগা অসুর, আমি যখন একজন মাত্র নারী ছিলাম তখন তো তুমি তোমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমাকে আক্রমণ করলে. এখন আমি নিজের ক্ষমতা বলে আমার শরীর থেকে আমার মত অনেক নারী রূপ তৈরি করে যুদ্ধ করছি এটা তো আমার গৌরব। যাক সে কথা। প্রশ্ন হল সাকার ও নিরাকারের। তাহলে দেখা যায়, শ্রীশ্রী মায়ের এই ক্ষমতা আছে যে, তিনি নিজেকে ইচ্ছা করলে শত শত, হাজার হাজার শরীর ধারণ করতে পারেন। তার প্রমাণ পাই শ্রীশ্রী মায়েরই একটি কর্মের মাধ্যমে। শ্রীশ্রী মা দেরাদুন আশ্রমে দিদির সাথে কথা বলছেন হঠাৎ শ্রী শ্রী মা কথা বন্ধ করে দিলেন। তিনি দেখছেন, শ্রী শ্রী মায়ের সম্পূর্ণ শরীর ও কাপড় ভিজে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন শ্রীশ্রী মা এইমাত্র স্নান করে উঠলেন, কয়েক দিন পর, কাশীর আশ্রম থেকে একটি পত্রে জানা গেল, যে সময় শ্রীশ্রী মায়ের শরীর ও কাপড় ভিজে গিয়েছিল যে সময় আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারীনি মেয়ে সাঁতার না জানায় গঙ্গার ঘাটে স্নান করার সময় ডুবে মারা যাচ্ছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক সেই সময় শ্রীশ্রী মা তাকে জল থেকে তুলে দিয়ে চলে গেলেন। এ কি করে সম্ভব হয়? শ্রীশ্রী মা তো তখন ৫০০ মাইল দূরে ছিলেন। এই রকম ঘটনা তো দিল্লীতেও হয়েছিল। যখন শ্রীশ্রী মায়ের দুইজন ভক্ত মহিলা মায়ের কাছে বসে আছে আশ্রমেঃ এমন সময় তাদের শিশু সন্তান দুটি আশ্রমের বাইরে ডোবার জলে পরে গিয়ে মারা যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে, শ্রীশ্রী মা শিশু সন্তানদ্বয়কে জল থেকে তুলে দিয়ে গেলেন। এই রকম তো কত উদাহরণই রয়ে গেছে। তা হলে বলা যেতে পারে যে, মা সাকার রূপেও রয়েছেন। আবার নিরাকার রূপেও রয়েছেন। অনেক যোগী ভক্ত চায় শ্রীশ্রী মাকে ধরতে মা কি ধরা দেন।?

নিশ্চয়ই মা যোগী ভক্তদের কাছে ধরা দেন। না দিয়ে থাকতে পারেন না। মা তো দয়ালু। যে যে ভাবে মাকে ডাকে সে সেই ভাবেই মাকে পান। তবে সব যোগীই মাকে পান না। যাদের মন সরল, শুদ্ধ এবং সৎ তার মাকে পান। সে কি রকম পাওয়া। নানা ভাবে পাওয়া। মাকে পাওয়া অর্থ মায়ের কৃপা পাওয়া। কেউ মাকে স্বপ্নে দর্শন করেন, কেউ মায়ের কাছে থেকে মন্ত্র পান, কেউ মায়ের আশীর্বাদে ধন সম্পদ পান, কেউ সন্তান পান, কেউ রোগ থেকে মুক্তি পান, কেউ কেউ নানাভাবে মায়ের সাথে ভাবের লীলাও করেন। নানাভাবেই মাকে পাওয়া যায়। এই সমস্তই শুধু ময়ের কৃপার জন্য হয়ে থাকে। আবার মা কি করে রাজ্য শাসন করেন কি করে পৃথিবী চালিত করেন কি করে এক দিনের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারেন -এই সমস্ত প্রশ্নও উঠতে পারে। হ্যাঁ, মা যখন অনেক কিছু দিতে পারেন, সেই রকম অনেক কিছু নিতেও পারেন। এখন প্রশ্ন হল পৃথিবী বিনাশ করতে পারেন কিভাবে যা আমাদের কল্পনা বা চিন্তার বাইরে সে কাজ মা অনায়াসে অল্প সময়ে কিভাবে সমাধান করতে পারেন। হ্যাঁ তা পারেন একমাত্র পর-কায়ার মাধ্যামে। পর-কায়া কি রকম? পর কায়া হল অন্যের শরীরে প্রবেশ করা। একেতো মা সমস্ত কিছুর মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন, দ্বিতীয়ত আমরা গীতার মধ্যে ভগবান কৃষ্ণের বাণীতে পাই ভগবান বলছেন, যা কিছু ভাল ও সৎ সেই সমস্তর মধ্যেই আমি আছি। যেমন-, রাজা, ব্রহ্ম যোগী, সর্প, নদী, পাহাড়, সাগর ইত্যাদি। গীতার এই কথা যদি সত্য হয় তবে তো শ্রীশ্রী মা এই সমস্ত রাজা, যোগী ইত্যাদির মনের ভিতরে প্রবেশ কর তাদের মনকে হরণ করে নিজের ইচ্ছা মত রাজা প্রজাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেন। মধ্য ভাবে প্রয়োজনবোধে সৃষ্টি করিতে পারেন, কখনো শত্রুতা ভাব সঞ্চার করতে পারেন। এক রাজার সাথে অন্য রাজার যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে পারেন। এইভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে ফেলতে পারেন। যেমন ধরা যাক, এখন কলিকালের অবমান করা দরকার। সত্যযুগ আনতে হবে। মা এখন বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে পারেন। কিভাবে মা বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাতে পারেন? পূর্বেই বলা হয়েছে পর পর কায়ার মাধ্যমে মা ইচ্ছা করলে এক দিনের ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে আসতে পারেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমণ করার সময় মা এক এক রাজা বা বর্তমানে যে মন্ত্রিগন পৃথিবী ব্যাপিয়া আছেন, পৃথিবীর শাসন করছেন তাদের দ্বারা যে কোন কাজ করাতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন এক রাজার ভিতর প্রবেশ করে তার মন হয়ন করে তাকে দিয়ে বলাচ্ছেন, পার্শ্ববর্তী রাজ্য আমার চাই। "যে কোন প্রকারে", আবার পাশ্ববত্তি রাজার ভিতর প্রবেশ করে বলাচ্ছেন আমার রাজ্য যে আক্রমণ করবে তার রাজ্য আমি শশানে পরিণত করে দিব আর যাবে কোথায় প্রথম বাদ, প্রতিবাদ, তারপর যুদ্ধ। স্বাভাবিক এক রাজ্যের বন্ধু রাজ্য তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে, এইভাবে একে অপরের সাহার্যের নাম করে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিবে। এখন প্রশ্ন হল এই যে এত বড় বিশ্বযুদ্ধ হলে এত লয় -প্রলয় এবং জীবন হত্যা হবে এ কাজ কি করে মা করবেন। যিনি "দয়ার মানব", যিনি করুনায় বিগলিতহন, "ভক্তের জন্য।" হ্যাঁ, মা তখন কঠিন মূর্তি ধারণ করতে পারেন তাও একমাত্র ভক্তের জন্যই। আর এই যে জীবন- মৃত্যু বলা হইল; এই যে লয় প্রলয় বলা হল এউগুলো শ্রীশ্রী মায়ের কাছে একমাত্র খেলা বৈ অন্য কিছু নয়। কেননা শ্রীশ্রী মা জানেন মৃত্যু বলে কোন জিনিস নেই। এর জন্যই তো শ্রীশ্রী মাকে সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশকারী বলা হয়। কারণ এই কর্মগুলো মা সব সময়ই করছেন। জীবের শরীর নষ্ট হতে পারে কিন্তু আত্মা তো নষ্ট হয় না। পুনরায় নষ্ট শরীর জন্ম নিতে পারবে না। জীবন তাই মনে করে " মৃত্যু আর মা হয়। আবার বিশ্বগড়ার খেলাও মাকে খেলতে হয়। তবে বিশ্ব ধ্বংস হয় তখনই যখন অসুরের সংখ্যা বেশী বেড়ে যায়। যখন সাধু এবং সৎ ব্যক্তিরা অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে থাকে, ভগবান আর পারি না, রক্ষা কর রক্ষা কর। যখন দেশে দেশে নগরে বন্দরে হাঠে মাঠে গ্রামে এই রকম ভক্তের কান্না আরম্ভ হয় তখন মা কি চুপ করে থাকিতে পারেন? যখন রাজার অত্যাচারে সৎ প্রজাদের সম্পূর্ন ঘুম নষ্ট হয়ে যায়, তখনই তো মা হাতে অসি কোমড়, রুখি প্রলয় নৃত্য করে খেলা। বিশ্ব যুদ্ধে সৎ অসৎ সকলেরই তো মৃত্যু হয়। ঐখানেও প্রশ্ন থেকে যায়, হাঁ সৎ অসৎ সকল জীবেরই মৃত্যে হয় বটে, সৎ লোক পুনরায় সাধু মহাপুরুষ রাজা জমিদার গৃহে জন্ম নেয়, আর অসুরেরা পশু পক্ষীর ঘরে জন্ম নেয়। এই যে বর্তমানে ঘোর কলিকাল, একদিকে ইহা আমাদের কাছে যেমন বিজ্ঞানের যুগ হিসাবে আর্শীষবাদ নিয়ে এসেছে, তেমনি দুষ্ট লোকের অন্যায় অসত্য অত্যাচারী টাউটদের জন্য অভিশাপ হয়ে কলিকাল নাম ধারণ করছে আর তার পরিনতি শ্রীশ্রী মায়ের হাতেই রহয়ছে। বিশ্ব যুদ্ধের সেখান অস্ত্র ক্ষেপন কোরে আশা করা যায় এবার শ্রীশ্রী মা ভক্তের কষ্ট লাঘর করবেন এবং অবশ্যই সাড়া দিবেন। সে দিন মনায়ে এসেছে। মায়ের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বিশ্ব যুদ্ধের কথা লিখা হয়ে গেল। এটা হলো শ্রীশ্রী মায়ের শক্তির প্রমাণ। যারা যোগী তারাই মায়ের এই সমস্ত কর্ম জ্ঞান নেত্রে দর্শন করেন ও লোক সমাজে শ্রীশ্রী মায়ের গুন কীর্তন করেন, কিন্তু তবুও বর্তমান লোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজ ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখে না। এখনও তার উপর মানুষ সন্দেহ পোষন করে। তাই তো এক মাত্র ভক্ত যোগীদের কাছে মা ভগবতী হয়েই থাকেন, অন্যের নিকট বিশেষ পরিচিত হন না। এই ভাবেই লয় প্রলয়ের মাধ্যমেই যুগের পরিবর্তন হচ্ছে। এই ভাবেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এসেছে। মায়ের কি শত্রু আছে? গীতায় ভগবান বলেছেন, আমার কে-হ শত্রুও না, মিত্রওনা সকলেই আমার কাছে সমান। এ কথা যেমন সত্য, আবার শত্রু মিত্র আছে এই কথাও মানতে হবে। যদি তাই না হয়, তবে কুরু পান্ডবের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কেন পান্ডবদের হয়ে কুরুদের কাছে গিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে। তিনিতো জানতেনই যুদ্ধ অনিবার্য। এখানে এই কথা বলা যায় যে ভগবান ভক্তের অধীন তাই। কিন্তু যখন তিনি যুদ্ধ বন্ধ করার প্রস্তাব দেন দূর্য্যোধন ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে তাকে বন্দি করার আদেশ দিলে ভগবান দেখিয়ে দেন তার স্বরূপ অর্থাৎ তিনি যে ভগবান তার প্রমান তখনই কুরুরা পেয়ে যান। তাকে বন্ধি করা তো দুরের কথা, তখন তার চরনে স্বরন ও আশ্রয়। ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া উপায় থাকেনা। এই রকম হয়েছিল শ্রীশ্রী মায়ের একটি ছোট্ট ঘটনায়। শ্রীশ্রী মা তখন বাজিৎপুরে। সবে মাত্র শ্রীশ্রী মায়ের দৈব ভাব ফুটে উঠছে। এমন সময় আত্মিয় স্বজন চেনা অচেনা সকলে বলল শ্রীশ্রী মাকে ভূত ধরেছে ওঝা এনে ঝারান হোক। হোলোও তাই। ওঝা তো মাকে ঝারতে গিয়ে নিজেই রুগী হয়ে পাড়লেন। কয়েকদিন পর অন্য একজন ঋত্বিক প্রকৃতির ওঝা এসে মাকে ঝাড়বে কি সে তো শ্রীশ্রী মায়ের শ্রী চরণে লুটিয়ে পরে নিজেই মায়ের স্মরণ নেয়। যে ভক্ত সাধু সেই শুধু ভগবানকে জানতে পারেন। অন্য সকলে জানবে কি ভাবে? যেমন দূর্য্যোধনের রাজসভায় ভীষ্ম কৃষ্ণকে জানতেন বলেই সত্তা ত্যাগ করে পালিয়েছিলেন। ভগবানের কাছে একমাত্র ভক্তই আশ্রয় পায়। আর অসুর বিনাশ হয়। এই রকম চন্ডিতেও দেখা যায়, যখন সমস্ত দেবতাদের তেজে শ্রীশ্রী দূর্গা স্বরূপ ধারণ করেন, তখন দেবতারা মাকে দেখে আশ্বস্ত হয়, আর অসুরতো মাকে দেখে ভয়ংঙ্কর মূর্তি। শ্রীশ্রী মায়ের কি এই রকম হয়? নিশ্চয়ই হয়। মা যে ভগবতী তাই হয়। মা ভক্তের নিকট অভয় দাত্রী আর অসুরের নিকট বিনাশকারিনী। যুগে যুগে মা ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। সকলকে নিয়েই মা। আর সকলের মধ্যেই মা। কৃষ্ণ যদি কালী হতে পারে, তবে কালী কেন কৃষ্ণ হতে পারবে না। এই রূপও শ্রীশ্রী মা ভক্তদের দেখিয়েছেন। যখন ভক্তেরা শ্রীশ্রী মাকে মনোরম ভাবে সাজায়ে বললেন, মা এবার কৃষ্ণ হস্ততো, আর ঠিক সেই সময় মা-কৃষ্ণের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়ে গেলেন। ভক্তেরা সেই সময় মায়ের ফটো তুলে নেন। মা দেবী তাই মায়ের পক্ষেই তাহা সম্ভব হয়েছে। অন্যের পক্ষে তাহা হতে পারে না। যেমন ভক্ত হনুমান-জাপরে কৃষ্ণকে দেখতে চেয়েছেন-রাম রূপে, আর কৃষ্ণও ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। সেই রকম শ্রীশ্রী মাও কৃষ্ণ রূপে ভক্তদের দেখালেন কলিতে। তবে মা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণেতে তফাত কোথায়। এই ভাবেই যখন ভগবানতার রূপ প্রকাশ করেন তখনই মানব সমাজ ভগবান বা ভগবতীকে বুঝতে পারে। কর্মের মাধ্যমেই ভগবতী তার স্বরূপ প্রকাশ করেন। ভগবান কখনও নিজের রূপ প্রকাশ করতে চান না; কিন্তু বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরূপ প্রকাশ করতে হয়। ইহাও প্রকৃতির নিয়মেই হয়।

বিশ্বের ধন ভান্ডারের মালিকও শ্রীশ্রী মা। এই ভান্ডারের মালিক হয়ও মা বলেন, আমি তো ভিখারি। গাছতলায়ইতো আমার আশ্রয় স্থান। যেমন শ্রীশ্রী মায়ের একবার জন্ম উৎসবের সময় কি নিয়ে কথা হয়েছিল। মা বললেন, "আমি তো ভিখারিই গাছ তলায় রাত্র যাপন করব" শ্রীশ্রী মায়ের ভক্তেরা তো ভীষণ রকম ফাঁপরে পল। শ্রীশ্রী মাকে অনেক অনুনয় বিনয় করে শেষে রক্ষা পাওয়া গেল। ইহা হয়েছিল ইং ৭৩ সনে আগর পাড়া আশ্রমে। যে দিন এই অবস্থা হলো তার পূর্বরাত্রি শ্রীশ্রী মা আশ্রমের মাঠেই রাত্র বাল করেছেন। এক সময় মায়ের বিশেষ ভক্ত বলল, মা ভান্ডে টাকা নাই। ম বললেন আমি কি করতে পারি। আবার দেখা গেল কেহ হয়তো মাত্রার অধিক খরচ করছে। মা হয়তো বলছেন, আমি ভিক্ষা করে জুটাবো আর তোমরা অপচয় করবে সত্যিই এই সমস্ত দিকেও মায়ের নজর থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যায় এই সমস্ত ব্যাপারে মা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন।

কেন এমন হয়? তবে অপচয় মা সহ্য করতে পারেন না। যেমন দেরাদুল আশ্রমে কোন ব্রহ্মচারিনী ভাত খাওয়ার পর বেশী ভাত বাইরে ফেলে দিচ্ছিলো। হঠাৎ শ্রীশ্রী মায়ের দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। মা আদেশ করলেন, ভাত ফেলতে পারবেন না। জল দিয়ে রাখা হোক। কাল খাবে। শ্রী শ্রী মায়ের কাছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা আসিতেছে ও যাইতেছে, মা কিন্তু একটি পয়সাও স্পর্শ করেন না। একবার বাঁচিতে কোনএক ভক্ত শ্রীশ্রী মায়ের হাতে দুটো টাকা দিলেন। মা বললেন জান না, আমি এই সব স্পর্শ করি না। যার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা আসছে ও যাচ্ছে তিনি একটি পয়মাও স্পর্শ করেন না-এ কেমন কথা, আবার দেখা যাচ্ছে ভক্তেরা মাকে হিসাব দিচ্ছে। এতে এত খরচ, এত সায়। মা সমস্তই শুনছেন এবং কি ভাবে আয় বা ব্যয় করতে হবে পরামর্শ দিচ্ছেন। শ্রী শ্রী মায়ের অগোচরে অনেক ধন সম্পদ আসছে ও যাচ্ছে, সেদিকে মায়ের খেয়াল নেই মা তো বলেন সব তোমাদের জন্য। এই ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায় যেমন একটি গা আছে আমি রাঁধিব বাড়ি ব্যঞ্জন ও করবো চুলা ছুবোনা। অর্থাৎ মা সমস্ত কিছুই অর্থনৈতিক পর্যালোচনা করছেন কিন্তু কোনটার মধ্যেই লিপ্ত হচ্ছেন না। কত বড় গু থাকিলে ইহা সম্ভব। যেহেতু মা, ভগবতী তাই মায়ের পক্ষেই ইহা সম্ভব। শুধু তাই নয় বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও তিনি পরিচালনা করছেন। ঠিক এমন ভাবে শ্রীশ্রী ম রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন। এই দিক দিয়ে শ্রীশ্রী মা সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ ও রাজনীতিবিদ বৈকি। একাধারে মা যেখানে অবস্থান করনে, সেই স্থানের অর্থনীতি ও রাজনীতির ভার তো পরিচালনা করছেন আর অন্য দিকে সুক্ষ্ম ভাবে বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যে পরিচালনা করছেন। এর জন্যই শ্রী শ্রী মায়ের পক্ষেই বলা সম্ভব "আমিই সমস্ত কিছুর হর্তা কর্ত্তা ও বিধাতা"। একাধারে মা ধনকুবেরদের থেকে পারকায়ার মাধ্যমে ধন ছিনিয়ে এনে গরীবদের বাঁচার সুযোগ করে দিছনে সরকারের মাধ্যমে আইন তৈয়ার করে। আরেকদিকে যার ধন নাই তাকে অকাতরে ধন বিলাচ্ছেন। কাহারও সম্পদ হরণ করেন আবার কাহাকেও সম্পদ দান করেন। তাইতো চন্ডিতে শ্রীশ্রী চন্ডি বলিতেছেন, আমি যাকে যাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি। শ্রীশ্রী মা এই ভাবেই তো কাহাকেও রক্ষা বানাচ্ছেন এবং কাহাকেউ পথের ভিখারী বানাচ্ছেন। যেহেতু কলিকালে মনুষ্য সমাজ পৃথিবী ব্যাপিয়া বিস্তার লাভ করবে। তাই তো শ্রীশ্রী মা রাজাদের রাজত্ব উঠায়ে দিয়ে সমাজতন্দ্র, গনতন্ত্র ইত্যাদি সরকার স্থাপন করে শেষে রাজাদের ভাতা পর্যন্তও উঠায়ে দিলেন। রাজাদের রাজত্ব থাকলে রাজারা কি স্বেচ্ছায় তাদের ধন ভান্ডার গরীব প্রজাদের মধ্যে সম ভাবে বন্টন করতেন? নিশ্চয় না। তাই মা রাজত্ব উঠায়ে দিয়ে গনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা কায়েম কোরেছেন বর্তমান বিশ্বে। এটা কি শ্রী শ্রী মায়ের দয়া নয়। কলিকালে এমন হবে তাই মা এই ব্যবস্থা কোরেছেন।

মা রাজনীতি কি ভাবে করেন। রাজনীতি ও শ্রী শ্রী মা ভক্তের মাধ্যমেই করেন। মায়ের দৃষ্টির মধ্যে আছে এমন ঋত্বিক সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক যাহাদের মধ্যেই অবস্থান কোরে মা তাহা পরিচালনা করিতেছেন, যে কোন রাজনিতীবিদকে রাজনৈতীক মুজেত দাঁড় করায়ে মা তাহার সহায়তা কোরে ইলেকশনের লড়াইতে পাশ করায়ে দেন। আবার দেখা যায়, যাহারা যুগ যুগ ধরে রাজনিতীর উচ্চ শিখরে আরোহন কোরে আছেন। তাদের হঠাৎ পতন হয়ে যাচ্ছে । এও শ্রী শ্রী মায়ের ইচ্ছায়। কলিকালে স্ত্রী লোকের দ্বারা রাজ্যশাসন করিতে হইবে। তাই মা, গোন্ডামায়ার শ্রীমাতোবন্দর নায়েক ও ইন্দিরা গান্ধিকে দিয়ে মাতৃসুলভ ভাব দিয়ে নিয়েই রাজ্য চালালেন এর পিছনেও কারন রয়ে গিয়েছে সেটা হলো এই সময় এই কয়েকটি দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই জন্যই মাতৃসুলভ ভাব নিয়ে তাহারা রাজত্ব করিলেন। অন্য অন্য রাজ্যের রাজারা তাহাদের অনুসরন কোরে পৃথিবীর জীবের বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করিলেন। পরপর যখন মা মনে করিলেন এর পরিবর্তন করা দরকার তখন একের পর এক মাতৃ দেবী রূপা রাজনিতীবিদদের পতন হয়ে গেল। তাহাভছাড়াও অনেক বড় বড় রাজনৈতীকবিদ শ্রী শ্রী মায়ের কাছে হয়তো পরামর্শ চাওয়ার জন্য যান সেই সময় মা হয়তো স্থুল ভাবে তাকে পরামর্শ দেন। যাহা বাঞ্চনীয় তাহাই করার জন্য। |আবার সুক্ষ্ম ভাবে মা নিজেই পর কায়ার মাধ্যমে কাজ চালান। এই ভাবেই তো জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজনীতিবিদদের উত্থান পতন হইতেছে। তাই তো রামপ্রসাদ গেয়েছেন কারেও দেও মা ইন্দ্রত্বপদ আবার কারেও কর অধোগামি। পৃথিবীর রাজনৈতিক উত্থান পতনের জন্যও শ্রী শ্রী মা সূক্ষ্ম স্থূল ভাবে জড়িত আছেন। যখন যাহা করনীয় কাজ, মা শুধু তাহাই করিয়া যাইতেছেন। সে হেতু মা ভগবতী এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষই শ্রী শ্রী মায়ের মধ্যে অবস্থান কোরে আছে তাই জগতের সকল মানুষের সুখ সুবিধার জন্য মা বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চের পরিবর্তন করেন বৈ কি?

শ্রী শ্রী মায়ের ছোটবেলার নাম ছিল নির্মলা দেবী। শ্রী শ্রী মায়ের আনন্দময়ী নাম হয় শুধু আনন্দময় হাঁসির জন্য তাহাও শ্রী শ্রী মায়ের প্রধান, প্রথম ও শ্রেষ্ট ভক্ত শ্রী শ্রী জ্যোতিষ বাবুর মাধ্যমে অনেক সাত্ত্বিক নারী দেখা যায়। কিন্তু মায়ের হাঁসি বা আনন্দের জন্য আনন্দ ময়ী নাম হবে কেন? নিশ্চয়ই ইহার বৈশিষ্ট আছে নতুবা এ রকম নাম হইতে পারেনা। কৃষ্ণ কালো তাই তার নাম কৃষ্ণ। শ্রী শ্রী মা আনন্দময় তাই নাম তাঁর নাম আনন্দময়ী। নামের সাথে কর্মেরও কতমিল। অনেক নারীর হাঁসি শুনিলে মনে বিরক্তির ভাব উদয় হয়, আর শ্রী শ্রী মায়ের হাঁসি শুনিলে মনে আনন্দ হয়। মা অনেকজন মাধুর, কিন্তু মায়ের মত হাঁসির ভঙ্গিমায় তো কোন স্ত্রীলোককে হাঁসিতে দেখা যায় না। মাকি শুধু হাঁসতেন দেখা যায় না। মাকি শুধু হাঁসতেই জানেন? কাঁদিতে কি জানেন না? জানেন। তবে শ্রী শ্রী মায়ের প্রত্যক্ষ্য কাঁন্না খুব কম। ভক্ত লোকই দেখেছেন।। যোগী তপস্বীদের কাঁন্নাই শ্রী শ্রী মায়ের কান্নাধরে নিতে হবে। যোগীরা কিন্তু হাঁসিতে জানেন না, তাহারা শুধু মা মা কাঁদিতেই জানেন-শ্রী শ্রী মাই তাদের এই কাঁন্নার ভিতর দিয়ে সাধনার সাথে এগিয়ে নিয়ে চলেন। তাই শ্রী শ্রী মায়ের প্রত্যক্ষ্য কাঁন্না দর্শন করা যায় না। তার জন্য ভক্তদের কাঁন্নাই শ্রী শ্রী মায়ের কান্না ধরে নিতে হবে। শ্রী শ্রী মায়ের চলা বলা যাওয়া বাবা, হাব ভাব সম্পূর্ণ আলাদা। কেন এমন হয়? শ্রী শ্রী মায়ের কথা বলার মধ্যে একটা স্নেহের ভাব, হাঁসির মধ্যে লাবন্যতা বমার মধ্যে সৌন্দর্য্য, চলার মধ্যে যে ভঙ্গি দেখা যায় তাহাতেরই শ্রী শ্রী মাকে দেবী মনে হয়। অনেকেই বলে পৃথিবীতে অন্য কাহারও মধ্যে এই ভাবগুলি দর্শন করা যায়না। কোন গান যখন মায়ের গলা থেকে বের হয় তখন শ্রী শ্রী মাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর গলার চেয়ে অনেক উর্দ্ধের মনে হয়। অনেকেই বলেন যেহেতু শ্রীশ্রী মায়ের হৃদয় গ্রন্থি সম্পূর্ন খোলা। তাই গানের সুর এত কোমল এত মধুর ও ভাষা এত মিষ্ট। এই কথাটা ধ্রুব সত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আরও একটা জিনিষ বুঝা যায়। মা গানের সাথে সাথেই তাল, মাত্রা, লয়। ছন্দ, কলি, ভাব ভাষা, শব্দ এবং সুর সাথে সাথেই তৈয়ার করিতে পারেন অর্থাৎ এগুলি যেন মাযের গান করার সাথে সাথেই আপন থেকে তৈয়ার হইয়াই আসে। মাকে গান শিখাইতে হয় না। শ্রী শ্রী মা ভক্তদের গান ও জনকির্ত্তন ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কয়জনের মধ্যে এই গুন পাওয়া যায়। ইহাইতো ভগবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি। শ্রী কৃষ্ণের বাঁশির সুরে সকল গোপী কি আর মাকে পাগল হইতো। কৃষ্ণের স্পর্শে বাঁশি যেন আপনা থেকেই সুর বের কোরে দিতো। শ্রী শ্রী মায়ের ও গলা থেকে মাঝে মাঝে মধুর সুরে গুন বেরিয়ে আসে। আর ঐ গানই শ্রী শ্রী মায়ের ভক্তদের কর্নে প্রদেশ কোরে ভক্তদের হৃদয় কেড়ে নেয়। এই বিশ্ব প্রকৃতি সে হেতু শ্রী শ্রী মায়ের অধিন যার প্রকৃতির প্রধান গুণ হইল সুর, তাই তো আকাশ থেকে মধুর সুর মায়ের কাছে ধরা দেয় শ্রীশ্রী মায়ের শরীর থেকে একটা চমৎকার গন্ধ বের হয়। তাহা ফুলের গন্ধের মত। শুধু সে মায়ের সান্নিধ্যেই এই গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা নহে। মা কখনও কখনও সুক্ষ্মভাবে কোন মন্দির আশ্রম বা কোন ভক্ত গৃহে গেলে অনেক সময় যোগী ভক্তেরা সেই গন্ধ পেয়ে সুক্ষ্মভাবে শ্রীশ্রী মায়ের আগমন অনুভব করিতে পারেন। সাধারণ লোক তো দূরের কথা এমনকি দেবতা গন্ধর্ব শরীদের মধ্যেও শ্রীশ্রী মায়ের শরীরের মত গন্ধ পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রী মায়ের শরীরের গন্ধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যদি প্রশ্ন করা যায় শ্রীশ্রী মা কোন জাতীয় এই রকম প্রশ্ন অবশ্য শ্রীশ্রী মাকে করা হয়েছিল। মা বোলে ছিলেন "যদি এই ভাবে ধরা যায় ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম-ও বাংলাদেমশে জন্ম জন্য কাঙালী।" সত্যি মায়ের কি কোন জাত আছে? প্রকৃত পক্ষে, শ্রীশ্রী মায়ের কোন জাত নাই কেননা, যে মায়ের ইচ্ছায় সমস্ত জাতের উৎপত্তি সে মায়ের ইচ্ছায় পৃথিবীতে সমস্ত ধর্মের উৎপত্তি তার জ্ঞাবার জাতই বা কি, আকার ধর্মই বা কি। যে জাতের ভক্তই মায়ের কাকে যায়, মায়ের মধ্যেই সেই জাতের ছায়া দেখা যায়। যে ধর্মেরই লোক মায়ের কাছে থাকনা কেন সেই ধর্মেরই চাকা মায়ের মধ্যে দেখিতে পায়। তবুও একটি জিনিষ খুব লক্ষ্য করা যায়, সনাতন পন্থিদের মধ্যেই যেন মা একটু বেশী বিরাজ করেন। অথবা ব্রহ্মবাদিদের সাথে বেশী মেলামেলা প্রশ্ন হইল মা কি যে কোন স্থানে স্থুল শরীর ধারণ করিতে পারেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারেন। মা যে কোন সময় যে কোন স্থানে, যে কোন ভাবে নিজেরই মত শরীর ধারণ করিতে পারেন তাহাকে ছায়া শরীর বলে। যেমন শ্রীশ্রী মায়ের একজন ভক্ত শ্রীশ্রী মায়ের কথা খুব চিন্তা করিতেছেন, এই চিন্তা করার সময় তিনি হয়তো দেখিতেছেন তাহার সামনে মা এসে ছায়ার মত দাঁড়ায়ে থাকেন। অথবা কোথায়ও শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা হইতেছে, দেখা যাইতেছে যেন একটি জ্যোতি এসে সেই লোকদের সামনে থেমে গেল। এই রকম দেখেছিলেন শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ ভক্ত জ্যোতিষ রায় তিনি একদিন অসুস্থ্য অবস্থায় বিছানায় শুয়ে শ্রীশ্রী মায়ের কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইতেছেন শ্রীশ্রী মা যেন তাহার সামনে একটি লাল রং এর কাপড় পরিধানে চলাফেলা করিতেছেন। শ্রীশ্রী মায়ের কোন এক ভক্ত হয়তো বিদেশে এবং সে বিদেশীও বটে শ্রীশ্রী মায়ের নাম বই পুস্তকে জানিতে পেরেছেন। শ্রীশ্রী মাকে দর্শন করার জন্য ভারতে রওয়ানা হয়েছেন। যখন তনি জাহাজে উঠেছেন, ঠিক সামনেই দেখতেছেন সম্পূর্ণ শ্বেত বস্ত্রে আচ্ছাদিত এক জন খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দর মহিলা তাহার সামনে এসে দাঁড়ায়েছেন এবং অনেক পরে মিলিয়ে গেলেন। পরে ভারতে এসে তিনি শ্রীশ্রী মাকে দেখেই বুঝিতে পারিলেন শ্রীশ্রী মাই জাহাজে তাহাকে সাক্ষাৎ দিয়েছেন।

এ রকম ছায়া রূপেও শ্রীশ্রী মাকে দেখা যায়। তবে শ্রীশ্রী মায়ের এই রকম দর্শন পাওয়াও ভার্গ্যের কথা। স্বপ্নে মাকে কি দর্শন করা যায়? স্বপ্নে শ্রীশ্রী মায়ের দর্শনও ভক্ত সঙ্গে ভাব লীলা করা, এটা যেন নিত্যকার ব্যাপার। তবে মায়ের বিশেষ ভক্তের জন্যই মা হয়তো বারে বারে স্বপ্নে দর্শন দিতে পারেন। তবে শ্রীশ্রী মাকে স্বপ্নে একবার দর্শন করাটাই অনেক ভাগ্যের কথা। আর যাহারা অনেক বার দর্শন পান, বুঝিতে হইবে তাহারা সব সময় শ্রীশ্রী মায়ের সাথে সংযোগ হয়েই আছেন স্বপ্ন ভাবে। শ্রীশ্রী মা সেই সমস্ত ভক্তের চলা ফেলা খাওয়া দাওয়া কথা বলা কোন বিপদ আপদ এই সমস্ত সব সময়ই জানিতেছেন। এবং এই সমস্ত কিছুর প্রতিকার করিতেছেন সুক্ষ্মভাবে গীতার বাণী যে আমাকে নরম করে, আমি তাঁহার সকল পাপ হরন করি, এবং যাহা আছে তাহা রক্ষা করি। যাহা নাই আনিয়া যদি প্রশ্ন করা যায়-মা কোন ধর্ম্ম পালন করেন। হাঁ, এই কথাটা বলা চলে, কেননা মা তো মানুষেরই শরীর ধারণ করিয়াছেন। মাকে অনেক সময় পূজার মধ্যে দেখা গিয়াছে কি সুন্দর ভাবে পূজা করিতেছেন। মন্ত্র ও স্তবের উচ্চারণ গুলি অতি স্পষ্ট এবং খুব মধুর স্বরে বের হয়ে আসিতেছে এবং শ্রীশ্রী মায়ের শরীরের ভাবও যেন অন্য রূপ ধারণ করিতে থাকে মন্ত্রের অক্ষরের রুপের মত। অনেক সময় মা খুব হালকা হয়ে পরেন। আবার অনেক সময় খুব ভারী হয়ে পরেন। অনেক সময় খুব গম্ভীর হয়ে পারেন, আবার অনেক সময় এমন সরল ও সহজ হয়ে পরেন যে মনে হয়না মা ভগবতী তখন মনে হয় যেন, মা যাহার সহিত এমন সরল ও সহজ ভাব করিতেছেন তাহারই বুঝি বান্ধবী। ইহাই বা কি কোরে সম্ভব হয়। ইহাকেই বলা হয় প্রকৃতির খেয়াল। যে হেতু মাই বিশ্ব প্রকৃতি। তাই প্রকৃতির ভাব অনুযায়ী মায়ের ভাবগুলি প্রকাশ হয়ে পরে। কোন হিন্দু যদি কোন পূজার অনুকরণ করার জন্য মাকে বলে, তবে মা সেই পূজার অনুকরণই করিতে পারেন এবং নিখুঁত ও সৌন্দর্য্যের মাধ্যমে। মুসলমানের নামাজ বা ঘুরা পরা নামাজের আজান ভঙ্গি ঠিক নিখুঁত ও সুন্দরভাবে করেন। এই দিক দিয়ে মাকে সব ধর্ম্মের স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। তাতেই তো সর্ব্বধর্ম্মের লোক মায়ের কাছে মেয়ে সমান ভাবেই স্নেহ পায়। সকলে কি শ্রীশ্রী মায়ের কাছে যেতে পারেন? মায়ের কাছে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। মায়ের সঙ্গে থাকাও তদ্রূপ। মাকে দর্শন করার খুবই ভাগ্য চাই। শুধু সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকরাই মায়ের দর্শন ও সঙ্গে করিতে পারে। তাহাও শ্রীশ্রী মায়ের কৃপার উপর নির্ভর করে। শ্রীশ্রী মা যেখানে অবস্থান করেন তাহার চারিপার্শেই যেন সুক্ষ্ম ভাবে কতগুলি সৈন্য পাহারা দিতে থাকে। সেই সৈন্যদের এড়িয়ে মায়ের কাছে যাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার অনেক সময় খুব নগণ্য ব্যক্তি বা অপরাধি ব্যক্তিও মায়ের কাছে যেতে পারে। এটা দেখতে হবে সেই ব্যক্তির পূর্ব জন্মের পূণ্যের ফল অথবা শ্রীশ্রী মায়ের কৃপা মায়ের সাথে কথা বলাও তদ্রূপ। মা নিজের থেকে কাহারও কোন সমস্যা বা পরামর্শ দেন না। যে যে ভাব নিয়ে মায়ের কাছে যায় মা তার ভাবেই তাকে পরামর্শ দেন। তবে মায়ের বিশেষভক্তের ভাবগুল মা জেনে সব সময়ই সৎ পরামর্শ দেন। যদি কখনও কোন ভাবে সেই সৎ পরামর্শের ত্রুটি হয় তবে মা সুক্ষ্ম ভাবে তাহার কর্ম্ম সমাধান কোরে দেন।

মা কি ভাবে অবস্থান করেন। বিশেষ ভাবে মা সাত্ত্বিক প্রকৃতর লোকদের মধ্যে অবস্থান করেন। যেমন রাজা, যোগী, সমাজ সেবক সৎ ধর্ম্ম প্রচারক। এবং সৎ প্রকৃতির লোকের গৃহে, মন্দিরে, ও ধর্ম্মশালায় সুক্ষ্মভাবে অবস্থান করেন। আর শ্রীশ্রী মায়ের যে শরীর আছে সেই শরীর নিয়েও এক স্থানে অধিক দিন অনস্থানে করেন না। বেশী লোকের মধ্যে শরীর নিয়ে বেশীক্ষণ থাকেন না। আবার যে স্থানে মা বলেন সেই স্থানে ঘন্টার আর মনটা একই ভাবে বসে থাকিতে পারেন। পূর্বেই বলা হয়েছে।

শ্রীশ্রী মায়ের জন্মস্থান কুমিল্লা জেলায় খেওয়া নামক গ্রামে। আজ থেকে ৮৩ বৎসর পূর্বে বায়ুগর্ভা অযোনী সম্ভা যে নারী এই বাংলাদেশের মাটিতে জ্যোর্তিময় শরীর নিয়ে এসেছেন। সে মায়ের অবস্থান এখন কোথায়। মায়ের গৃহস্থ্য ধর্ম্ম কেমন। সন্ন্যাস ধর্ম্মই বা কেমন। এই সমস্ত কিছুরই বর্ণনা করার প্রয়োজন পরে না। যে মা জন্মের কালেই পূর্ণ জ্ঞানী তার সম্পর্কে কিছু বলা বা লেখা কাহারই বা সাধ্য আছে। যাই হোক এবার মায়ের জন্মের পরের কিছু ইতিহাস বলা যাক। মায়ের জন্মের ৭ দিনের দিন মায়ের এক আত্মীয় মাকে দেখতে আসেন মই গ্রাম থেকে। মা একটু বড় হয়ে মায়ের মাকে বলিতেছেন। মা আমার জন্মের ৭ দিনের দিন পর আমাদের সম্পর্ক আত্মীয় এসেছিল এই শরীরটা দেখার জন্য। ভাল কথা-মা কিন্তু নিজের শরীরকে এই শরীরটা বলেন। আরও বলেন এই শরীরটা একটি ঢোল। যেমনি বাজাও তেমনী বাজে। থাক মা তাহার ঠাকুমার কাজ থেকে প্রতিদিন মোটা এন খেতেন। একদিন ঠাকুমা রাগ কারে বলিলেন আজ ঘোল দিব না। আর যাবে কোথায় ঘোলের হাঁড়ি ফুটো হয়ে সমস্ত ঘোল পরে গেলে।

একদিন মা পাশের বাড়ী যাচ্ছেন আম গাছে একটি আম পেকে আছে। মায়ের মনে হলো যদি এটা পাওয়া যেত ভাল হত। পাশের বাড়ী থেকে ফেরার পথে সেই আম আপনা থেকেই মায়ের সামনে পরে গেল। মা আমটি কুরায়ে নিয়ে এলেন।

মা পাড়ার যে স্কুলে পড়িতেন সেই স্কুলের সকল ছেলে, মেয়ে ও পাড়ার হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রীশ্রী মাকে খুব ভাল বাসিত ও আদর যত্ন করিত। স্কুলে যে পড়া মা পরে স্কুলে যেতেন কখনও ইন্সপেক্টর সেখানে গেলে মাকেই প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন যাহা মায়ের মুখস্ত থাকিত। পাড়ার কোথাও কি গুণ বা পূজা ও কাশি, ঘন্টার আওয়াজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা আজানের মধুর ধ্বনী মায়ের কর্ণে প্রবেশ করিলে মা শিশু বয়স থেকে সমাধিস্থ হয়ে পরিতেন। মা, একটু বড় হইলে-বিক্রমপুরের রমণী মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত মায়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর মা যখন শ্বশুর বাড়ী আসেন এবং বৌ ভাতের দিন মা যখন সকলের সাথে ঘি ভাত পরিবেশন করিতেছিরেন হঠাৎ মায়ের মাথার কাপড় পরে গেলে পেছন থেকে দুই হাত দিয়ে আবার মায়া কাপড় দিয়ে দেন ও সামনের হাত দিয়ে খাবা রপরিবেশন করেন। মযের স্বামী মিয়ের কাছে স্ত্রী হিসাবে গেলে মায়ের ভিতর থেকে এমন ভাব প্রকাম হলো যে "স্বামী" মাযের চোখ দেকে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন তার ঘর শ্রীশ্রী মাকে নিজের স্ত্রী হিসাবে দাবী করা ছেড়ে দিলেন। তার পরে আস্তে আস্তে মায়ের ভতর থেকে দেবী ভাব জাগ্রত হইতে লাগিল। এ সিময় মা-ঢাকা, বর্তমানে পাবলিক লাইব্রেরীর পিছনে মধুর কেন্টিনের সামনে নবাবদের বাগানে থাকতিনে। মায়ের স্বামী তখন পুলিশের চাকরী করিতেন। আর তাহার বড় ভাই নবাবদের বাগানের চার্জে ছিলেন। সেই সময় মায়ের কিছু কিছু সমাধি হইত। ভাত, ডাল, তরকারী কখনও পাঁক করার সময় সমাধি হইলে পড়ে নষ্ট হয়ে যেত। মা, অনেক লম্বা ঘোমটা দিতেন, বাহিরের লোকের সামনে বেশী বাহির হইতেন না। অনেক সময় সমাধি হওয়ার সময় সমস্ত শরীর জ্যোতির্ম্ময় হয়ে যেত। এত জ্যোতি শরীর থেকে বের হতো যে, সমস্ত ঘর আলোয় ভরে যেত। মা এই জ্যোতি লুকিয়ে রাখার জন্য খুব চেষ্টা করতেন যেন কেহ দেখিতে না পায়। তার জন্য সমস্ত শরীরে কাপড় জড়ায়ে এক কোন চুপ করে বসে থাকিতেন বা শুয়ে থাকিতেন। এ সময় মায়ের স্বামী বদলি হয়ে ময়মনসিংহ জেলার বাজিৎপুর যান। শ্রীশ্রী মাও সেখানে যান সেখান একজন পাগল ভক্ত শ্রীশ্রী মা যে জগৎজননী রূপে মানব দেহ ধারণ কোরে এসেছেন তাহা বুঝিতে পারেন ও শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণে তিনই প্রথম স্মরণ নেন। আর বর্তমানে পৃথিবীর কত ধনী, সাধু, সন্ন্যাসী মায়ের শ্রীচরণে শরণ নিয়ে ভবির্ষতের মঙ্গলের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন।

এ বাজিৎপুরে শ্রীশ্রী মায়ের ভাব প্রকাশ হইতে থাকিলে মকে ভূতে পেয়েছে" অনেকের এই রকম ধারণা হয়। যাক এই সময় দুই জন মুসলমান আরবীয় পীর সুক্ষ্ম দেহে শ্রীশ্রী মায়ের সহিত সাক্ষাৎ কনের এবং বর্তমানে পাবরিক লাইব্রেরীর নিজনে মধুর কেন্টিনের সামনে তাহাদের মাজার আছে তাহা মাঝে আরবীয় পরে জানান।মা যখন আবার ঢাকা আসেন তখন এই মাজার দেখতে পান এবং ঢাকার নবাবদের বেগমকে এই মাজারে নামাজ পরার কথা বলেন ও বাতি দেওয়ার উপদশে দেন। নবাব বেগম এই সময় শ্রীশ্রী মাকেও নামাজ করার অনুরোধ করিলে মা এমন ভাবে নামাজ পরেন যে বেগম সাহেবা মায়ের কাছে শরণ নেন ও বলেন তিনি এত বড় হয়েছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে এত সুন্দর নামাজের সুরা শুনেন নাই এবং এত চমৎকার ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust: Funding by MoE-IKS

নামাজ পরিতে দেখেন নাই। তাহার পর থেকেই নবাব পরিবার মায়ের ভক্ত রূপে পরিচতি হন। এবং তাহারা মায়ের থাকার ভাল ব্যবস্থা করেন। মা যখন বাজিৎপুর ছিলেন তখন মা একদিন বসে থাকা কালিন অবস্থায় স্পষ্ট একটি যায়গা বাগান, পুকুর ও মন্দির দেখতে পান এবং "আপনা থেকে মন থেকে, উচ্চারিত হইতে থাকে সিদ্ধেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী।"

এখানে একটা কথা বলা দরকার মা অনেক সময় বলেন তোমরা যেমন সিনেমা দেখ, আমি সেরকম সমস্ত কছুই দেখিতে পাই তোমরা, কে কোথায় আছ কে কি করিতেছে ইত্যাদি। এই কথা অবশ্য পরে বলেছেন। যাক মা এই সিদ্ধেশ্বররি কথা কয়েক জনকে জিজ্ঞাসা করায় কেহই উত্তর দিতে পারে নাই।

মা বাজিৎপুর থেকে আবার ঢাকা আসেন। এই সময় মায়ের বেশ ভক্ত জুটে যায়। এই সময় শ্রীশ্রী মায়ের গৃহে লাহাবাগে প্রতি অমাবশ্যায় ও পূর্ণিমায় নাম কীর্ত্তণ, ভজন পূজন ও শ্রীশ্রী মায়ের অলৌকিক লীলা প্রকাশ পাইতে থাকে। সাথে সাথে মায়ের শরীরে নানা প্রকার ভাবও হইতে থাকে। কখনও মা সারাদিন একবার খাদ্য গ্রহণ করেন। কখনও মৌন থাকেন, কখনও কয়েক মাস না খেয়ে থাকেন, কখনও আধমন দুধের পায়েস খান, কখনও দশ মনের খাদ্য একা খেয়ে ফেলেন। কখনও একটি শিশুর খাদ্য গ্রহণ করেন। কখনও সারাদিনে টাটকা গাছ থেকে পারা একটি ফল খেয়ে থাকেন। এই সময় মায়ের স্রেষ্ট ভক্ত শ্রীশ্রী জ্যোতির্ষ রায়ের সাথে মায়ের সাক্ষাৎ হয়। এই জ্যোতিষ রায় পরে আশ্রমে "ভাইজী" নামে পরিচিত হন "মাতৃদর্শন" নামে শ্রীশ্রী মায়ের লীলা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ একটি পুস্তক রচনা করেন। যাহা পাঠ করিলে শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে জানার আর কিছুই বাকি থাকে না। এ সময় যাহাদের মধ্যে বর্তমানেও স্রষ্ট ভক্ত অনেকে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ও মায়ের কাছে থাকেন গুরু প্রিয়া দিদি। যোগেশদা, কমলা কান্তদা, অতুলদা ঝানুদা, তাহারা শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রয়ে আছেন। বাংলা দেশে ও ভারতের নানা স্থানে শ্রীশ্রী মায়ের অনেক আশ্রময় আছে। মা এ সমস্ত আশ্রমে ভ্রমণ করিতেছেণ ও ভক্তদের নিয়ে থাকেন। মাকে ভ্রমণের কথা বলিলে মা বলেন তোমরা "ভ্রমণ বল" আর আমার মনে কি হয় জান, এক ঘর থেকে অন্য খরে যাওয়া থামা আর এই জন সমাজ বা ভকব বৃন্দেরা যেন আমার ফুল বাগানের ফুল।

মা বলেন-"বর্তমানে সময় এত খারাপ পরেছে যে, ভাল মানুষকেও ভাল থাকিতে দিতেছে না।

এখন মায়ের সিদ্ধেশ্বরী আশ্রম ও সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির সম্বন্ধে দুচারটা কথা বলা প্রয়োজন মা যখন বাজিৎপুর থেকে ঢাকা আসিলেন, একদিন মা তাহার স্বামীও ভক্ত সঙ্গে রমনা কালীবাড়ী যান। যেখান থেকে ফেরার পথে একজন ভক্ত নবাবপুর স্কুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাষ্টার বাউল বসাক বলিলেন "মা", আজ চলেন অন্য এক মন্দিরে যাই, "সিদ্ধেশ্বর", মা এই কথা শুনার পর মায়ের স্বামীকে ইঙ্গিত করেন চুপ থাকা রজন্য। (এখানে একটা কথা বলা দরকার মায়ের স্বামীকে শ্রীশ্রী মা নিজেই ইষ্ট মন্ত্র দান করেন এবং কঠোর সাধনার পর তিনি তারা পীটে সিদ্ধিলাভ করেন ও হিমালয় পর্ব্বতে "উত্তর কাশিতে" শ্রীশ্রী কালীমাতার মন্দির ও আশ্রম স্থাপিত কোরে সেই দেশেই দেহ রক্ষা করেন "লেখক সেই স্থানে অনেকদিন ছিলেন। মা সিদ্ধেশ্বরী যাওয়ার জন্য রাজি হন। ভক্ত সঙ্গে মা সিদ্ধেশ্বরী আসিলে মা প্রথমেই দেখতে পান, সিদ্ধেশ্বরীর বট বৃক্ষ্য হইতে একটি জ্যোতি বের হয়ে কালী মন্দিরে প্রবেশ কোরে কালী মূর্ত্তির সহিত মিশে যায়।

কয়েকদিন পরে মা আবার সিদ্ধেশ্বরী আসেন ভক্ত সঙ্গে। এমন সময় একদিন মা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে ৬ রাত্র ৬ দিন সমাধিস্থ হয়ে ছিলেন। যেদিন সমাধি ভঙ্গ হয়, সেই দিনই মায়ের দুইজন ভক্ত শ্রীশ্রী মাকে প্রথম দশ মহাবিদ্যা ও কালিরূপে দর্শন করেন। মা ঘর থেকে চুপি চুপি বের হয়ে একাই মন্দিরের পিছন দিকে চলিলেন। ভক্ত দুইজন মাকে অনুসরণ করিলেন, মা বর্তমানে যে স্থানে সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমে শিব লিঙ্গ অবস্থিত সেই স্থানে এসে ডান হস্ত রাখিলেন। আস্তে আস্তে মাটি ফাঁক হয়ে শ্রীশ্রী মায়ের হস্ত মাটির ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সামনে এসে দাঁড়ালেন মায়ের ভক্তবৃন্দ। তাহাদের মনে হইতেছিল মা বুঝ মাটি ভেদ কোরে সীতা দেবীর ন্যায় পাতাল প্রবেশ করিতেছেন। তাহারা মাকে হারাবার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পরিলেন। ঠিক সেই মুহুর্তে মা হাত টান দিয়ে উপরে উঠালেন এবং একজন ভক্তকে বললেন সেই স্থানে হাত প্রবেশ করাতে সেই ভক্ত সেই স্থানে হাত প্রবেশ করানোর পর যখন হাত বের করিলেন দেখা গেল সেই স্থান হইতে রক্তের ন্যায় লাল গড়ন জল বের হইল। মা বলিলেন এই স্থান নিশানা কোরে রাখ। ভক্তবৃন্দ তাহাই করিলেন। পরে সেই স্থানে শিব লিঙ্গ স্থানপ করা হয়। এবং ভক্তবৃন্দ যখন শ্রীশ্রী মায়ের কাছে আশ্রম করার জন্য স্থান খুঁজিতেছিলেন মা বলিলেন যদি আশ্রময় করিতেই হয়, তবে সিদ্ধেশ্বর পিছনেই যেন করা হয। এই হলো শ্রীশ্রী মায়ের প্রথম ও আদি আশ্রম। তার পরে রমনা মাঠে-বর্তমানে যাহা সরোয়ার্দ্দি উদ্যান, সেখানে দ্বিতীয় আশ্রম করা হয়। দুঃখের বিষয় গত ৭১ই সনের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলা দেশ স্বাধীন হইল কিন্তু শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমটির স্থান ইতিহাসের মাতা থেকে মুছে গেল। যেমন বর্তমানে মালিবাগের গোঁসাইবাড়ী, রমনা কালিবাড়ী ও অনেক ঐতিহাসিক স্থান ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাচ্ছে ও যাবে। (একদিন এই সাকার পৃথিবী থেকে শ্রীশ্রী মাও নিরাকারে মিলিয়ে যাবেন। লেখকও যাবেন আরও যাবেন শ্রীশ্রী মায়ের ভক্তবৃন্দ সেদিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিষিকাময় পৃথিবী ধ্বংসের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হবে, লুপ্ত হবে মানব সভ্যতা, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার সাথে এই সুন্দর কলি কাল যাহা বিলাসের যুগ নামে পরিচিত। সেই দিন কে থাকবে, আর কে থাকবে না, তার প্রশ্ন বা কে করবে। তাই একজন প্রসিদ্ধ দার্শনীকের একটি মত হয়তো সত্য হবে, যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেমন হবে তা বলা যায় না, কিন্তু চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ হবে ইট, পাথর ও গাছ পালা দিয়ে। তখনও শ্রশ্রী মা থাকবেন, মায়ের ভক্তরা থাকিবে। জগৎ, নূতন মানুষ সরল, সত্য, ন্যায়, সমস্তই হবে, রবেনা শুধু কলিকাল। তাহাই হবে সত্য যুগ। কলি যাবে সত্য আসবে।

পরের ঘটনাগুলি লেখকের ডায়েরী থেকে দেওয়া হল।

শ্রীশ্রী মায়ের লীলা আজ থেকে ৮৪ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার কসবা ষ্টেশন থেকেও ৬ মাইল পশ্চিমে ঘেওড়া নামক গ্রামে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের জন্ম হয়। শ্রীশ্রী মায়ের জন্মের পূর্বে শ্রীশ্রী মায়ের অন্য অন্য ভাই বোন মারা যাওয়াতে শ্রীশ্রী মায়ের গর্ভধারিণী মাতা কসবা কালী মন্দিরে কালী মায়ের কাছে একটি পুত্র সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু পুত্র সন্তান না হয়ে জগৎজননী মাতাই তার কন্যা রূপে আগমন করলেন।

অন্য অন্য শিশুর মত জন্মের পরে শ্রীশ্রী মা ক্রন্দন করেন নাই। শ্রীশ্রী মা বড় হলে মাকে এই ক্রন্দন না করার কারণ জিজ্ঞেস করলে মা উত্তর দিলেন তখন তিনি ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আম গাছ দেখছিলেন। জ্ঞানী ও সাধক সমাজ বলেন যিনি পূর্ণ জ্ঞানী ও দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন তিনি আবার ক্রন্দন করবেন কেন। তিনি তো পূর্ণ জ্ঞানেই সদা বর্তমান।

মায়ের জন্মের ৭ দিন পর অন্য গ্রাম থেকে শ্রীশ্রী মায়ের এক আত্মীয় এসেছিলেন ছটি ঘরে শ্রীশ্রী মাকে দেখার জন্য। তাহাও শ্রীশ্রী মায়ের স্মরণ আছে।

ছোট বেলায় ঘেওড়া গ্রামের আশে পাশে কোথাও কীর্তন হলে আপনা থেকেই শ্রীশ্রী মা কীর্তনের শব্দ শুনে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন এবং বাল্যকালেই প্রচুর স্মরণশক্তি ও বিভিন্ন প্রকার হস্তের কাজ আপনা থেকেই আয়ত্ত করেছিলেন।

শ্রীশ্রী মায়ের সরল ব্যবহার ও দিব্যদেহ দর্শন করে পাড়ার হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রীশ্রী মাকে কলে তুলে নিতেন ও খুব আদর যত্ন করতেন।

বাল্য বয়সেই ঢাকা জেলার বিক্রমপুর নিবাসী রমণী মোহন চক্রবর্তী নামক একজন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের সাথে শ্রীশ্রী মায়ের বিবাহ হয় এবং বৌ-ভাতের দিন সকলের পাতে ঘৃত ভাত মিশ্রিত দেওয়ার সময় হঠাৎ মাথার গোমটা পড়ে গেলে আপনা থেকে চার হাত হয়ে পিছনের দুই হাত দিয়ে শ্রীশ্রী মা পুনরায় ঘোমটা ঠিক করেন। অনেকে সেই সময় মায়ের চারহাত দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

বিবাহেরে পর ঘর সংসার আর হয় না। শ্রীশ্রী মায়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী শ্রীশ্রী মায়ের কাছে যেতে সাহস পেতেন না। পরবর্তী কালে শ্রীশ্রী মা-ই স্বামীকে দীক্ষা দেন ও স্বামী উদাসীন ভাব প্রাপ্ত হন। বিরভূম জেলার তারাপিঠ মন্দিরে সিদ্ধিলাভ করেন এবং হিমালয় পর্ব্বতে উত্তর কাশীতে কালীমন্দির স্থাপন করেন ও সেই স্থানেই দেহরক্ষা করেন।

শ্রীশ্রী মা অনেক ভক্তকে স্বপ্নে দর্শন ও দীক্ষা দিয়েছেন। শ্রীশ্রী মায়ের কাছে গিয়ে কেহই কখনও খালি হাতে ফিরে আসেন না। ফল, বস্ত্র, স্বর্ণ, নানা প্রকার দ্রব্য যখন মায়ের সামনে যাহা থাকে তাহাই অকাতরে দান করেন। এবং মায়ের কাজে নানা প্রকার দ্রব্যও থাকে নানাহ ভাবে। শ্রীশ্রী মা যখন যেখানে যান বা অবস্থান করেন সেখানেই আনন্দের মেলা বসে যায়। শ্রীশ্রী মাকে দর্শন করে কোন ভক্তই সহজে সেই স্থান ত্যাগ করতে চান না। সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সেই শ্রীশ্রী মাকে দর্শন করে সেই মনে করে ইনিই তার গর্ভধারিণী মা, এবং ঠিক নিজের গর্ভধারিণী মাতৃ রূপই শ্রীশ্রী মায়ের রূপে দর্শন করে থাকেন সে সাধুই হোক, রাজাই হোক রাজাকর্মচারিই হোক, রাজনীতিবিদই হোক, সত্ব, রজ, তম প্রধান ব্যক্তিই হোক। ইহাই শ্রীশ্রী মায়ের মাতৃরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রী মা তার কোন আশ্রমেই অধিকদিন স্বশরীরে বা জাগতিক শরীরে থাকেন না। সারা ভারতবর্ষের কোথাও মায়ের বিশিষ্ট ভক্তগৃহে বা আশ্রমে ভ্রমণ করে বেড়ান।

শ্রীশ্রী মায়ের হস্তের পাক করা খাদ্য যে একবার আহার করেছেন তিনিই জানে কি অমৃত প্রসাদ ভোজন করেছেন। এই প্রসাদ পাওয়াও ভাগ্যের কথা।

বিবাহের পর মা যখন পাক করতে বসতেন সেই সময় মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। অনেক সময় তরিতরকারী পুড়ে নষ্ট হয়ে যেত। তাই অনেক সময় অনুযোগ শুনতে হত।

মায়ের স্বামী-পুলিশের চাকরি করিতেন ও এক সময় ময়মনসিংহ জেলার বাজীৎপুর থাকাকালীন শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন প্রকার ভাব সমাধি, স্তোত্র, ও সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারন হত যাহা অপর সাধারণের বোধগম্য হওয়া খুবই মুস্কিল হতো। এই সময় অনেকে মনে করতেন তাহাকে ভূত বা জীনে ধরেছে এবং ইহা মনে করে ঝার, ফুকের জন্য ওঝার দ্বারা ঝারানো চেষ্টা করা হতো কিন্তু যে ওঝা ঝারিত তারই অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ত। পরে কোন এক পন্ডিত ওঝা মাকে দেখে বুঝলেন ইহা ভুত বা জীনের আছর নয় স্বয়ংদেবতা। তাই সেই পন্ডিত ওঝা শ্রীশ্রী মায়ের চরনে স্বরন নেন। ও শ্রী শ্রী মায়ের স্তব স্তুতি করেন। এই সময়ই শ্রীশ্রী মায়ের আধ্যাত্মিক ভাব জ্যোতি ও নানা প্রকার শক্তি ও বিভুতি প্রকাশ পাইতে লাগল। শ্রীশ্রী মায়ের শরীর থেকে এত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতো যে সমস্ত ঘর জ্যোতির আলোকে ভরে যেতো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন মা বাজিৎপুর এই ভাবে বসে থাকাকালীন অবস্থায় সিদ্ধেশ্বরী, কালিমন্দির, পুকুর ও গ্রামখানি পূর্ণ রূপে দেখতে পাইলেন। আমরা যে রকম সিনেমার পর্দায় ছবি দেখি, ঠিক সেই ভাবেই দেখিতেছিলেন। কিছুদিন পর বাজিৎপুর থেকে ঢাকা ফিরে আসার পর, একদিন মা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে বিকালের দিকে বেড়াতে আসলেন। এই মন্দিরে প্রায় সময়ই আসা যাওয়া করতেন। ঢাকার রমনা কালি বাড়ীতেও এই প্রকারে আসা যাওয়া করতেন ও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাবিভাগ সেকশনের মধুর কেন্টিন তার সামনের গ্লাস বা কাঁচের গোল গৃহে অনেকদিন বসবাস করছিলেন। এই সময় এই স্থানে, ঢাকার অনেক শিক্ষক, শিক্ষিকা ছাত্র, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন প্রকার ভক্তের আগমন হয়। এবং প্রতি অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় কীর্তন ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ হত। এই সময় এই স্থানে সব সময় যেন আনন্দের হাট বসে যেত। কিছুদিন পর রমনা রেসকোর্স মাঠে ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পিছনে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

একবার পশ্চিম দেশে শ্রীশ্রী মায়ের একজন শিকারী ভক্ত বনে শিকার করার সময় তিনি হাতের অস্ত্র এক স্থানে রেখে সন্ধ্যা আহ্নিক করতেছেন। হঠাৎ এক ব্যাঘ্র তাহার সম্মুখে উপস্থিত। সেহ শিকারী এখন কি করেন। তিনি অনবরত শ্রীশ্রী মাকে স্মরণ করতে লাগলেন, ব্যাঘ্রটা কিছুক্ষণ শিকারীর দিকে তাকিয়ে থেকে অন্যত্র সরে যায়। শ্রীশ্রী মায়ের নাম স্মরণ করে এই যাত্রায় শিকারী বেঁচে গেলেন।

শ্রীশ্রী মায়ের একভক্ত দেরাদুন মায়ের কাছে রওয়ানা হয়েছেন। তিনি ট্রেনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হায়দারাবাদ ষ্টেশনেট্রেনের ডাব্বা কেটে রেখে ট্রেন চলে গিয়েছে। অন্য ইঞ্জিন লাগিয়ে ট্রেন যাবে গুরুরদূয়ার। ঠিক সেই সময় ভক্তটি জাগ্রত হয়ে পড়েন এবং শ্রীশ্রী মায়ের দয়ায় পরের ট্রেনে দেরাদুন পৌছেন। প্রকাশ থাকে যে ভক্তটি এই প্রথম দেরাদুনের পথে রওয়ানা হয়েছেন। পূর্বে কখনও পশ্চিম দেশে ভ্রমণ করেন নাই।

এক সময় শ্রীশ্রী মায়ের এক ভক্ত স্বপরিবারে নবদ্বীপ যাওয়ার সময় তার জিপ গাড়ী সহ মহা রাত্রে গঙ্গা নদী পার হওয়ার সময় জলে ডুবে যায়। ঠিক সেই সময় ভদ্রলোক জলের মধ্যে শ্রীশ্রী মাকে দেখতে পান ও আপনা থেকে গাড়ীর দরজা জলের ভিতরে খুলে যায়। শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় এই যাত্রায় সেই ভদ্রলোক স্বপরিবারে রক্ষা পান। প্রকাশ থাকে যে তিনি পূর্বে শ্রীশ্রী মাকে মাত্র একবারই কোন ভক্ত বাড়ীতে দেখেছিলেন। জলে ডুবার পূর্বে তিনি মায়ের ভক্ত ছিলেন না।

কাশীর গঙ্গার ঘাটে স্নান করার সময় সাঁতার না জানা ব্রহ্মচারিণী বালিকা জলে ডুবে মারা যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখতে পায় শ্রীশ্রী মা তাকে কোলে তুলে নিয়ে দাঁড়ায়ে আছেন। এই সময় শ্রীশ্রী মাত শত মাইল দূরে দেরাদুনে এক ভদ্রমহিলার সাথে আলাপ করতেছিলেন। সেই ভক্ত ভদ্র মহিলা দেখতে পেলেন শ্রীশ্রী মা হঠাৎ অনেকক্ষন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাবার্তা বন্ধ করে চুপ চাপ দাঁড়ায়ে আছেন এবং শ্রীশ্রী মায়ের সর্ব্বশরীর ও কাপড় জলে ভিজে গিয়েছে। ভক্ত মহিলা মায়ের শরীর জলে ভিজে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মা শুধু একটি কাপড় আনার কথা বলিলেন এবং কাপড়টি বদল করলেন। ৫/৬ দিন পর কাশীর আশ্রম থেকে জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনার বিস্তারিত পত্র দেরাদুন পৌছলে সকলেই বুঝলেন শ্রীশ্রী মায়ের কৃপাতেই ব্রহ্মচারিণী কন্যাটি রক্ষা পেয়েছেন।

একই ভারে দিল্লীর আশ্রমের নিকট একটি ডোবার মধ্যে শ্রীশ্রী মায়ের ভক্তের দুটি বাচ্চা ছেলে জলে ডুবে মারা যাওয়ার সময় শ্রীশ্রী মা তাদের রক্ষা করেন। বাচ্চা দুইটির মা তখন আশ্রমের ভিতর হল ঘরে শ্রীশ্রী মায়ের সাথে সৎ সঙ্গে বিভোর ছিলেন। সিদ্ধার্থ রায় মা স্বপ্নে দীক্ষা পেলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শ্রীশ্রী মায়ের জন্মস্থান ঘেওড়ার আশ্রম হতে টিনচুরি করে নেওয়ার সময় একজন চোর হঠাৎ ছাদ থেকে পরে মারা যায়। অন্য চোরেরা এই অবস্থা দেখে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পূর্বেও চুরি করে অন্যত্র সরায়ে রেখেছিল পরে তাহাও ফেরৎ দিয়ে যায়। লেখক নিজে কত শতবার বিভিন্ন প্রকার বিপদ, ঝামেলা ঝঞ্ঝাট থেকে শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় রক্ষা পেয়েছেন শুধু তাই নয় শ্রীশ্রী মায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক সাহার্য্যই পেয়েছেন। শ্রীশ্রী মায়ের লীলা সম্বন্ধে আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়াদিদি-এই পর্যন্ত ১৮টি পুস্তক লিখেছেন। এই ১৮টি পুস্তকে কতশত পৃষ্ঠা ব্যাপী শ্রীশ্রী মায়ের লীলা লেখা হইয়াছে। শ্রী কৃষ্ণের লীলা নিয়ে দ্বাপর যুগে ভাগবৎ গ্রন্থ তৈয়ার হয়েছে আর কলিকালে শ্রীশ্রী মায়ের লীলা নিয়ে কলির ভগবতী লীলা গ্রন্থ হয়েছে।

বয়স যখন ১০/১১ বৎসর সেই সময় ঠাকুমার ঘরে অনেক দেব, দেবতার ফটো দেখে তার গর্ভধারিনী মাকে প্রশ্ন করতেছি, এই ফটোগুলি কোন কোন দেবতার এই সমস্ত ফটোর মধ্যে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়েরও একটি ফটো ছিল। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের সম্বন্ধে জানার জন্য গর্ভধারিণী মায়ের সাথে প্রশ্ন ও উত্তর করতেছি। এবং সেই অজানা অচেনা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের দর্শন লাভের জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেছি। ১৯৭১ ইং সনে পাক বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর যুদ্ধ আরম্ভ হলে অনেক তীর্থ ও দেব মন্দির পরিভ্রমণের পর কাশীধামে পৌছি। ঠিক সেই সময় ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের সাথে কানপুরে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এক অলৌকিক ভাবে। পরের ঘটনাগুলি আমার ডায়েরী থেকে দেওয়া গেল।

প্রঃ মা এই ফটোটা কার?

উঃ এই ফটোটা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরেণ্য মাতৃদেবীর স্থান আলো করে অধ্যাত্ম জগতে বিরাজ করে আমাদের যে শিক্ষা, দিক্ষা, জ্ঞান, ধ্যান ও অধ্যাত্ম স্বত এই ভারত বর্ষে দিয়ে নিজে নীরবে নিভৃত্বে শরীর ত্যাগ করে মহা ব্রহ্মে লীন হলেন। তিনি কেন এসে ছিলেন। কি উদ্দেশ্যে কিভাব, কি লাভ, এই বিষয়টা নিশ্চয়ই জ্ঞানী গুণীজন চিন্তা করেছেন। অনেকের চিন্তার ফরমূলাই ঠিক যে এই ঘোর কলিতে যখন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিভ্রান্তির জালে জড়ায়ে ধর্ম ত্যাগ করে অন্যে ধর্মে যাবে বা ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাবে শুনিয়া ও নিরাশা হতাশায় সনাতন ধর্মের প্রতি আস্থা হারাবে শুধু তাহাদের নিকটই প্রমান করার জন্য এই আনন্দময়ী মা একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের মাঝে এসেছিলেন। তিনি আমাদের কি দিয়ে গেলেন। তিনি শুধু দেখিয়ে গেলেন ও প্রমাণ করে গেলেন সনাতন ধর্ম সত্য, ঠিক এবং যে আদর্শে প্রতিষ্টিত হয়ে আছে তাহাই সত্য। ভক্তরা মাকে, দেখে যেনে তাহা উপলব্ধি করতে পারে একমাত্র তার জন্যই শ্রীশ্রী মায়ের আবিভাব হয়েছিল।

মহাকালের করাল গ্রাসে আমরা নিপতিত হতে যাচ্ছি যেখানে পৃথিবী ধ্বংসের জন্য কয়েকটি এটম বোমার প্রয়োজন সেখানে কয়েক শ এটম বোমা বিভিন্ন দেশে তৈয়ার হয়ে রয়েছে। তাহা বিস্ফোরণ ঘটানা বাকি। রাবনের মারণ অস্ত্র তারই নিকট ছিল। পৃথিবী ধ্বংসের মহামারন অস্ত্র এখন আমাদেরই হাতে। তবে ধ্বংসের চাবিটিও শ্রীশ্রী মায়ের হাতে। যখন যে সময় যে রূপ অবস্থ্যায় তাহা প্রয়োজন হবে তখন তিনি তাহা প্রয়োগ করবেন। তাহা পরকায়া শরীরে প্রবেশের মাধ্যমে এবং যাদের হাতে এটম বোম আছে তাদের মন্ত্রী, বা দেশের প্রধানের মস্তকের ভিতরের মন নামক স্থানে বিশ্ব ধ্বংসবীজ বপন করে রেখেছেন এবং তাহা বিস্ফোরণ ঘটনা ঘটান তারই ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করতেছে। তাহারই তো মন্ত্র শ্লোকে আমরা বলিঃ সৃষ্টি, সৃতি বিনাশনং শক্তি ভূতে সনাতনে গুনাশ্রয়ে গুনময়ে নারায়নী নমস্তুতে।

লেখকের নিকট-

শ্রীশ্রী মায়ের লিখিত ৩টি পত্র উত্তর এখানে দেওয়া গেল

১নং চিঠিঃ ২-১১-৮১ইং কনঘল

মা তোমার চিঠি শুনে বল্লেন-

পিতা মাতার আদেশ পালন। উহার মন প্রাণ যাহা চায় করা।। মার শরীর ঠিক নাই।

২নং চিঠিঃ ২০-২-৮১ইং বৃন্দাবন

মা বলিলেন, পিতার সেবা পূজা কর্ত্তব্য যথাশক্তি মাতৃ বিয়োগ অভাব বিশেষ দুঃখের সন্তানের জন্য সমগ্র যা লিখা ভগবানের সবই বিধান। ভগবান যা করান করা। একটু পুষ্পাঞ্জলী যাহাতে পরে ঠাকুরের উপরে সেই স্থানে চেষ্টা রাখা তারপরে ভগবান যা করান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩নং চিঠিঃ ৫-৫-৮২ইং হরিদ্বার

মা বলেন সংসার যাত্রায় এইরুপ সর্ব্বক্ষন সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের কাছে প্রা[illegible]র প্রার্থনা নিবেদন তাকেই স্মরণ।

ব্যাস দেব লিখেছেন এই বিশ্বটা যদি খাতা হয় আর পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, ও পুকুর জলগুলি যদি ভরা কালি হয় সরস্বতী দেবী বলেন ও গনেশ লিখেন তবে সমস্ত যুগ লিখলেও শ্রীশ্রী ভগবানের কথা লিখে শেষ করা যায় না। তাই শ্রীশ্রী মা তো ভগবতী, শ্রীশ্রী মায়ের সম্বন্ধে লিখার সাধ্য আমার কি আছে? অন্য সকলের মত স্কুল কলেজে পড়াশোনা করে চাকরী করে জীবনকাটাব এই তো ইচ্ছা ছিল। কলেজের দরজা পর্যন্তই লংজাম্প দিয়ে আর সীমা পার হতে পারি নাই। কে জানতো একদিন সব ছেড়ে দিয়ে শরৎচন্দ্রের মত সন্ন্যাসী সেজে বাড়ী ছেড়ে বের হব। হয়েছে ও তাই। কিন্তু শর ৎচন্দ্র ব্যর্থ হয়েছেন। যেহেতু তার সমাজে কাজ ছিল। আর "আমি" কিছু পেয়েছি, কিছু হারিয়েছি এই ভাবে দীর্ঘ ১০ বৎসর শ্রী শ্রী মায়ের আরাধনায় দিন গেল। জমিদারের ঘরে জন্ম হয়েছে। সাধন ভজনের পূর্বে কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অহংকার ও জমিদারী চালে চলেছি প্রজাদের কত তুচ্ছ্য মনে কোরেছি। যখন সমাজের শাসকদের দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত, ও চরম আঘাত দিয়ে শ্রীশ্রী মা চোখের ঠুলি খুলে দিলেন তখনই বুঝেছি পূর্ব জন্মে রাজাই হোক বা তান্ত্রিকতা করেই হোক কত লোককে ভিটামাটি থেকে উচ্ছন্ন করেছি, কত অসহায় নরনারীর সর্ব্বনাশ করেছি তার ফল এই জন্মে তিলে তিলে ভোগ করে দুঃখ কষ্টের মাধ্যমে শোধ করতে হয়েছে ও হচ্ছে। তাই শ্রীশ্রী মায়ের শ্রী চরণে। দীন ভাব নিয়ে ভিক্ষা চেয়েছি-মাগো "রক্ষা কর, রক্ষা করা, রক্ষা কর, মা"। মা জানালেন এই পৃথিবী থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন কিন্তু নিলেন না। কেন যে নিলেন না জানিনা। হয়তো শরৎচন্দ্রের মত আমারও কিছু কাজ রয়ে গিয়েছে। এবার সমাজের ও দেশের কাজে নামতে হবে এই জ্ঞানে সে শ্রীশ্রী মায়ের ভাষায় "যত্র জীব তত্র শিব,

যত্র নারী তত্র গৌরী।"

শ্রীশ্রী মায়ের সেবা মনে করে এই জীবকে শিব ও নারীকে গৌরী জ্ঞানে সেবা করা। তাই শ্রীশ্রী মায়েরই শ্রীচরণ কমলে শ্রীশ্রী মায়ের নামে লেখা এই পুস্তক সমর্পণ করলাম।

জীবন গোস্বামী
সিদ্ধেশ্বরী কালিবাড়ী, ঢাকা
তাং ৫/১১/৭৭ইং
১৯/৭/৮৪বাং
রাত্র-১টা ৫০ মিঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিশাপ

স্বাতিক প্রকৃতির ক্রোধ কেমনভাবে লোকসমাজে উপকারে আসে কেদার মাহাত্ম পুরান হইতে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গৌরীর একটি গল্প দেওয়া হইল।

লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গৌরী-এই তিনজন মেরুসপর্বতে আসিয়াছিলেন, সেই পর্বতে বিনোদনের জন্য তাহারা খেলা করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পরস্পর সদালাপ আরম্ভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন, হে শঙ্করী আমার স্বামী সর্বজ্ঞা তাই মহাকৈলাসেও সর্ব্বোচ্চ আসন পাইয়া থাকেন। তোমার পতিরও সম্মান প্রদান করাইয়া দেন, ব্রহ্মার ও পূজা সম্পাদন করিয়া থাকেন, তোমার স্বামী লৌকিক ব্যপার জানেন না কেবল আমার পতিই জানেন, তোমার পতি কেবল প্রলয়ের কর্তা সর্বদা উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করেন ভূত-ভবিষ্যৎ -বর্তমান জানিয়া পালন কার্যে আমার পতি প্রবৃত্ত হন এই জন্য তিনি সর্বও তাহার পত্নি আমি ও সর্বত্র আমি যেমন পুরাবৃত্ত জানি তুমি সেই প্রকার জান না, এইরূপ খেলাচলে লক্ষ্মীর বাক্য শুনিয়া গৌরী লক্ষ্মীরে আক্ষেপের সহিত বলি-লেন, অদ্য সকল বিষয়ই পরিস্ফুট হইবে। তোমার স্বামী আসিবেন তাহার মুখেই প্রিয় সংবাদ শুনিব। তুমি খেলার ছলে বলিলেও তোমার কথা আমি সহিতে পারি না, তোমার পতি ও আমার পতির সর্বজ্ঞা পরিস্ফুট হইবে। তোমার অজ্ঞাত কথা দ্বারা তোমাকে নিশ্চয়ই জয় করিব। শোন লক্ষ্মী, তোমার পতি সর্বজ্ঞ তুমি তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী তোমাদের পূজা ও সর্বজ্ঞতা দেখিব, আমাদের এই শপথ জয়, পরাজয়ে সরস্বতী সাক্ষী সরপিনী হউন।

এইরূপে বাণীকে শ্বাক্ষিনী স্থির করিয়া তাহারা নিজগৃহে গিয়াছিলেন। এই সময়ে তাহাদের পতিগণ স্ব-স্ব গৃহে আসিয়াছিলেন। তখন লক্ষ্মী, প্রিয় পতির নিকট নিজের ও গৌরীর শপথের কথা বলিয়াছিলেন। নারায়ণ লক্ষ্মী বলিলেন, তুমি অতিক্রম করিয়া কথা বলিয়াছ। শিব ও পার্বতীরই সর্বজ্ঞতা, অন্যের তদ্রুপ সর্বজ্ঞতা নাই। কি প্রকারে সেই গৌরীকে জয় করিবে। তোমারই পরাজয় হইবে। তথাপি গোপনীয় একটি উপায় বলিতেছি, দ্রুত তাহা কর। হণনায়ক নৈগমেয় হরপার্বতী পাশের ও পরিচর্য্যাকারী অথোচো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগকে ভালবাসে তাহাকে শ্রিঘ্র যাইয়া প্রার্থনা কর। যে গোপনে হরপার্বতীয় যে কথা হয় উহা আমাকে বলিবে। এই উপায়ের রহস্য জানিয়ে গৌরীকে বলা এইরূপ করিলে কিছু কালের জন্য গৌরীকে তুমি জয় করিতে পারিবে। তারপর গৌরী কোপে কি হইবে বলা যায় না।

তৎ কালোচিত যাহা হয় করিও। লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া নৈগমেয়কে বলিয়াছিলেন, সেও জানিয়া সকল বলিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তারপর শিব গৌরীকে মহা কৈলাশ বৃত্তান্ত বলিয়াছিল। যথাক্রমে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সকল কথা শুনিয়া গৌরী হাঁসিয়াছিলেন। তারপর গৌরী নিজের বৃত্তান্ত লক্ষ্মীর কথা বলিয়াছিলেন।

শিব ঐ কথা শুনিয়া হাস্য করত। গৌরীকে বলিলেন, আমার মায়ায় ইহারা মুগ্ধ আমার মায়া অনতিক্রমনীয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ আমার মামার আরাধনা করিয়া নিজ নিজ পদ পাইয়াছে। অথচ আমাকে যথার্থরূপে জানে না। জানিলে তাহারা মুক্ত হইত। আমাকে না জানাইয়া ইহারা ভোগান্তে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপ কথোপকথনে কিছুকাল অতীত হইলে গৌরী শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে ভগবান লক্ষ্মীকে জয় করিবার জন্য কোন একটি নূতন এবং সকলের অজ্ঞাত কথা বলুন। তখন সকল দেবতার অজ্ঞাত পূর্ব কালের কথা শিব বলিয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া গৌরী লক্ষ্মীর সহিত খেলা করিতে মেরুপর্বতে গিয়াছিলেন। উভয়ের সঙ্গে উভয়ের সখিগনও গমন করিয়াছিল। সেইস্থানে খেলার অবসানে গৌরী আনন্দহারা লক্ষ্মীকে বলিয়াছিলেন "রমা" একটি কথা আমি তোমাকে বলিব, যদি জান তবে বল- তুমি সর্বজ্ঞ। মহাবিষ্ণুর সর্ব বিষয় জ্ঞান যুক্তা পত্নী, তুমি সতি সেই কথা বলিতে পার তবে তোমার জয় হইবে। এবং তুমি যদি সে না জান তবে আমার জয় হইবে ইহাতে নাই। এই কথা গৌরী বলিলে রমা, হাঁসিয়া গৌরীকে বলিলেন, তাহাই হউক। তুমি বল গৌরী তখন রমাকে বলিলেন, আমাদের সাক্ষিনী বাণী আসেন নাই। তাহাকে আমরা আনয়ন করিবাএই বলিয়া উভয়ে উভয়ের তুল্য এক একটি সখিকে পাঠাইয়া ব্রহ্মার পত্নী বানীকে তাহাদের নিকট আনাইয়াছিলেন। তাহাকে আসিতে দেখিয়া তারপর গৌরী রমাকে বলিয়াছিলেন হে রমে শ্রবন কর। তোমাকে পরমার্থ কথা বলিব। শিব ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব নাই; অথচ ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ সেই শিবকে জানেনা। তাহা হইলেও প্রকৃত শাস্ত্রানুসারে আমাদের পরস্পর বন্ধুত্বের কথা শ্রবণ কর।

তুমি আমার ভ্রাতৃপুত্রের (কাশ্যাপ পুত্রের) পত্নী ব্রহ্মার পত্নী তোমার পুত্র বধু। আমাদের জয় পরাজয়ের ঐ বাণী মধ্যস্থ স্বরূপা আমরা এয় উহার নিকট সমান সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ বাণীকে জয় পরাজয় বলিয়া দিবে। এই রূপে বাকযুদ্ধে প্রবৃত্তা গৌরীকে রমা নৈগমেয়ের নিকট সকল কথা শ্রুত থাকায় ও তাহারই বলে দ্রুত বলিলেন। তুমি "কথা" বল হরপার্বতীর মধ্যে যে সকল গোপনে কথা হয় রমার প্রার্থনায় নৈগমের সে কথা সকল জানিয়া রমাকে বলিয়া দিয়া থাকে এবং এই বলেই রমা গৌরীকে জয় করিব। এই আনন্দই স্থির হইয়াছিল। তখন গৌরী কথারম্ভ দুই চারটি পদ মাত্র বলিতেই রমা গৌরীকে বলিয়াছিল, "গৌরী" তুমি খেলা হইতে কথা বলিতে ভাল পরে। এই কথাই মাত্র। তোমার আছে কি? আর কিছু জান, আমি এই কথা বলিলে "গৌরী" রমাকে বলিলেন, যদি তুমি এই কথা জান তবে বল, তখন রমা আনুপূর্বিক সেই কথা বলিয়াছিল। গৌরী রমার মুখে সেই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন ও ভাবিলেন, লক্ষ্মী কি প্রকারে এই কথা জানিল এইরূপ মনে চিন্তা করিয়া সেই দিন খেলাদ্বরা অতিবাহিত করিয়াছিল। আগামি দিবসে শিবের নিকট জানিয়া ইহারও অধিক একটি কথা বলিব এই স্থির করিয়া গৌরী লক্ষ্মীকে তুমি দয়া করিয়া ধন্যবাদ দান করিয়া আগামী কল্য খেলার জন্য আমরা আবার আসিব। এই বলিয়া তাহারা যথাস্থানে গমন করিয়াছিলেন। গৌরী পুনরায় শিবকে বলিলেন, হে প্রভু, ভক্ত কথার ও পরবর্ত্তি কথা যাহা মাত্র আপনারই হৃদয়ে লুক্কয়িত আছে তেমন অপর একটি কথা বলুন, তখন শিব পূর্বদিন কথিত কথারও পূর্বকল্পের কথা বলিয়াছিলেন সেই কথা শুনিয়া গৌরী পরের দিন রমা ও রানীর সহিত মিলিত হইয়া মেরুপর্ব্বতে গিয়াছিলেন। খেলার পরে গৌরী পুনর্বার রমাকে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। রমা, গৌরী কথা আরম্ভ করিবার পূর্বেই সেই কথা বলিয়াছিল।

সেই দিনও রমাকে প্রশংসা করিয়া তাহারা নিজ নিজ মন্দিরে গিয়াছিলেন। এই রূপে গৌরী প্রতিদিন একটি করিয়া নতুন কথা বলিয়াছিলেন। পরন্তু লক্ষ্মীর নিকট জয়লাভ করিতে পারেন নাই। ক্রমে ক্রমে প্রতিদিন শিবের নিকট হইতে পুরাকল্পের কথা জানিয়া বলাতে, শত কথা বলা শেষ হইল। যখন গৌরী কথা দ্বারা লক্ষ্মীর নিকট বিজয় লাভ করিতে পারিলেন না তখন শিবকে বিষ্ণু হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারিলেন না। শিব যে সকল কথা আমাকে বলিলেন লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর নিকট সেই কথা সকল শুনিয়াছে সুতরাং শিব সর্বশ্রেষ্ঠ এই দেব বাক্য মিথ্যা। এই প্রকার পরিতপ্তা গৌরী শিব সমীপে গমন করিয়াছিলেন। মহেশ্বর গৌরীকে উদ্বিগ্না দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ প্রিয়ে উদ্বিগ্ন কেন হইয়াছ ।পূর্বের ন্যায় তোমাকে কেন দেখিতেছিনা। তুমি পূর্ণকামা জগতের হিতৈষিনী। তোমার কাম্য কি অপ্রাপ্ত আছে। হে চঞ্চলা পঙ্গি, তোমার মুখ বিকার লক্ষ্য করিতেছি। তুমি বল আমি তোমার অভিলাশ পূর্ণ করিব। শিব ই কথ বলিলে গৌরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাসিন ভাবে বলিয়াছিলেন, এই দেবতা সকল যে প্রকার তুমিও তাদৃশ তদাধিক নও, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহাদেব এ নাম তোমার অর্থহীন। ঐ বেদ সকল ও তোমার সম্বন্ধে অর্থবাদই প্রকাশ করি। ক্ষমতাহীন তুমি কিরূপে আমার মনোরথ পূর্ণ করিবে! আমি ভ্রমের বশীভূতা হইয়া তোমাকে সর্ব্বকর্ত্তা সর্বজ্ঞ বলিয়া থাকি। বিষ্ণুর অধিক জ্ঞান কাহারও নাই ইহাই আমার মনে হয়। সমান বা ন্যূন থাকিতে পারে। তোমার নিকট আমি কথা শুনিলাম রমা আমার পূর্ব্বেই সেই কথা সকল বলিল, কোথায় তোমার বলে জয়ের আকাঙ্খা করিলাম কিন্তু আমি পরাজয় লাভ করিয়াছি। খল শুতি বলে, নারীগণের পতি নিন্দা, করা উচিত নহে। কেন নারীগণ কর্ত্তৃক স্বামী নিন্দনীয় হবেন না তাহা বল। আমার পিতা হিমালয় তোমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিয়া নিজের উদ্ধারের জন্য ও আমার নিশ্চিন্তার জন্য তোমার নিকট আমাকে দান করিয়াছেন, তাহা হইলেও আমি বিষ্ণু পত্নীর নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছি সর্ব্বজ্ঞ পত্নির ইহা অপেক্ষা কি অবমান না হইতে পারে। নারীগণের যেরূপ ভাগ্য থাকে সেইরূপ পতি ঘটে সুতরাং অধিক বলায় ফল কি? এই কথা পার্বতী বলিয়াছিলেন। পরাৎপর পরমেশ্বর এই রূপে পরিতপ্তা গৌরীকে দেখিয়া, গৌরী স্ত্রী স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই, স্থির করিলেন ও জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা এই কার্য্য নৈগমেয় কৃত ইহা জানিয়া শিব গৌরীকে বলিয়াছিলেন, প্রিয়ে বৃথা কেন পরিতৃপ্ত হইতেছ। অদ্য একটি কথা শোন কাল্য রমাকে জয় করিতে পারিবে এই বলিয়া নৈগমেয়কে অন্য কার্য্যে আদেশ করিয়াছিলেন। নৈগমেয় অন্যত্র গমন করিলে গৌরীর নিকট নতুন কথা বলিয়াছিলেন। কল্য এই কথা লক্ষ্মীকে বল তোমার নিশ্চয়ই জয় হইবে"। এই বলিয়া রমাজয়োৎসুকা গৌরীকে শিব পাঠাইয়াছিলেন। নৈগমেয়ের নিকট পরদিন লক্ষ্মী কথা জানিতে পারেন নাই যখন গৌরী বানী ও রমার ইহারা মেরুপর্ব্বতে সমাগত হইলেন ও গৌরী তাহাকে বলিলেন, হে রমে অদ্য কেন কথা বলিতেছ না। এই কথা বলিলে হাস্য করিয়া লক্ষ্মী বলিলেন, একটি কথা দ্বারা তোমার কি জয় হইবে, কল্য তোমাকে বলিব, শত কথা আমি বলিয়াছি ততগুলি কথা যদি তুমি বলিতে পার এবং সেই কথা সকল যদি আমার অজ্ঞাত হয়। তারপর তোমার জয় হইবে। তখন গৌরী লক্ষ্মীকে বলিলেন, তাহাই হউক। ইহার পর চলিয়া গেলেন। শিবের নিকট সেই দিনের ঘটনা বলিয়া পুনরায় কথা জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন। শিব এক দিনেই শত কল্পের পূর্ব্ববর্ত্তি ছোট ছোট এক শত আটটা কথা বলিয়া গৌরীকে তৎপরদিন পাঠাইয়াছিলেন, গৌরী, বানী, রমা সেই দিনে মেরুপর্ব্বতে মিলিত হইলে গৌরী বানীকে সাক্ষিনী করিয়া পরে সকল কথা লক্ষ্মীকে বলিয়াছিলেন, সেই দিন প্রত্যেক কথাতেই লক্ষ্মী কোন কথাই বলিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন গৌরী বলিলেন, রমে অদ্য অগ্রে অগ্রে কথা বলিতেছ না কেন। অষ্টাধিক শত কথা বলা হইয়াছে এইবার কথা জান কিনা বল। গৌরী এইরূপ বলিলে লক্ষ্মী গৌরীকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,হে শিবে! তুমি শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্ঞ আমার কৃত অপরাধ ক্ষমা কর। আমাকে ও আমার পতিকে রক্ষা কর। জান যদি আর একজনকেও রক্ষা করিও। ভক্তি নম্রভাবে লক্ষ্মী এইরূপ। প্রার্থনা করিলে গৌরী মনে মনে রমার বঞ্চনাময় বাক্য স্মরণ করিয়া ভাবিতা হইয়াছিলেন। আমাকে যদি জান এই কথা রমা বলিল এই বিষয়ে কিছু কারণ আছে। যিনি পরমাত্মা শাশ্বত আধার পরমানন্দস্বরূপ বেদ বাক্যের অগোচর, স্বতন্ত্র, সর্বজ্ঞ, সর্ব্বদৃষ্ঠা, বিশ্বব্যাপক প্রকৃতির অতীত বিশ্বেশ্বর তাহারই জ্ঞান ক্রিয়া ইচ্ছা সরুপিনী সর্ব্বতন্ত্র স্বত্রন্ত আমি তাদৃশ্য হইয়াও পরমেশ্বর শিবকে বুঝি নাই যিনি উপনিষদে নেতি নেতি বাক্যেরও অগোচর অথচ পরমদয়ালু। সেই শিবহ আমাকে স্নেন নিবন্ধন, পূর্বশত কল্পিয় কথা সকল লক্ষ্মীকে জয় করিবার জন্য বলিয়াছেন। অথচ আমার অগ্রে অগ্রে রমা সেই কথা সকল বলিয়াছে। গত দিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত অষ্টোত্তর শত কথা বলা হইয়াছে। লক্ষ্মী ইহা কেন জানিল না। কারণ ভিন্ন লক্ষ্মী আমার নিকট নম্র হয় না। সুতরাং এই বিষয়ে শংস্কা হইতেছে।

গৌরী এই সকল ভাবিয়াছিলেন। গৌরী হাস্য করিয়া লক্ষ্মীকে বলিলেন, "রমে" সত্য কথা বল। পূর্বে সকল কথাই বলিয়াছ। অদ্য কেন বলিতে পারিলে না ইহার কারণ বল। নতুবা ইহাও পরে পরিস্ফুট হইবে। তখন লক্ষ্মী গৌরীকে বলিলেন, আমি নিজে যে কথা বলিব না। যখন এই গূঢ় রহস্য জানিবে তখন আমাদিগকে জয়া করিও। এই প্রকার জলধি নন্দিনীর কথা শুনিয়া ত্রিজগদ্বীশ্বর পত্নী, গৌরী, আচ্ছা পরে সকল কথাই পরিস্ফুট হইবে। অদ্য বিবাদে ফল কি? ইহা মনে মনে, স্থির করিয়া উত্থিত ক্রোধবেগকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কোন প্রকারে অদ্য আমার জয় লাভ ঘটিয়াছে। সুতরাং সে আশঙ্কা করিয়া কি হইবে। দেব দেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিব আমাকে সকল রহস্য বলিয়া দিবেন। তখন সকল তথ্য জানিয়া যাহাকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এবং যাহা কৌটিল্য প্রকাশ পায়। পরে দেবদেবের আজ্ঞায় সেইরূপ করিব। গিরিজা,এই প্রকার চিন্তা করিয়া হাস্য বদনে সন্তুষ্ট চিত্ত লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত খেলারচ্ছলে লক্ষ্মীকে জয় করিয়া দেব দেবের অপূর্ব মহিমা স্মরণ করিয়াছিলেন এই প্রকার গৌরী বিজয়ের আনন্দ মুক্ত কথা যিনি একবারও পিতী সহকারে শ্রবন করেন। তিনি মোক্ষানন্দের অধিকারী হয়েন। হে ধান্য প্রিয়তমে অনবদ্যো এই সত্য কথা আমি বলিতেছি। শ্রবণ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মী সরস্বতী ও গৌরী তারপর কি করিলেন। এবং গৌরী কি প্রকারে নৈগমেয়ের খল ব্যবহার জানিতে পারিলেন গৌরী ভূতপতিকে সেই স্থান হইতে আনিয়া কি বলিয়াছিলেন লক্ষ্মী নৈগমেয় পরে কি করিয়াছিলেন শিব সম্বন্ধিয় এই সকল রহস্য কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। অতয়েব আমাদের নিকট বিস্তৃত ভাবে ঐ কথা বলুন। সুত বলিলেন, শিব পার্ব্বতী সম্বন্ধিয় রহস্য আপনারা শ্রবণ করুন। গৌরী সরস্বতী ও লক্ষ্মী দীর্ঘ কাল খেলা করিয়া শ্রম ও শান্তির জন্য মেরুপর্ব্বতের উপরে উপবেশন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পত্নীগণের স্বর্ণ পর্ব্বতের খেলা দর্শণোৎসুক গন্ধর্ব অজরাগর ও দেবস্ত্রীগণ দূরে অবস্থান করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক সেবা করিয়াছিলেন। তখন হাস্যমূখি গৌরী আনন্দ সহকারে লক্ষ্মীকে পুনরায় বলিলেন, হে "রমে" কেন বলিতেছ না। স্বামীর জ্ঞাত কথা সকল বল অথবা পতিব্রত বলে যদি নিজেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাক তবে তাহাও বল। এই রূপ সর্ব্বজ্ঞা গৌরী কর্ত্তৃকব্য জিজ্ঞাসিত হইয়া রমা হাসিতে হাসিতে গৌরীকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন। হে সর্ব্বজ্ঞ পত্নী দেবী বারম্বার কেন আপনি অন্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।হে পার্ব্বতী ঃ আপনি সর্ব্বাজ্ঞা আমরা সকলে আপনারই অংশ মাত্র। এবং আপনার প্রভাবে ত্রিলোক পূজ। হে দেবী রহস্য অথবা প্রকাশ্য নিজের গোপন কথা প্রকাশ করিবে না। ইহা আপনিও উপদেশ করিয়াছেন। আপনার নিকট কিছুই গোপনীয় নাই। আপনি লীলাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে শিবে !এ জগতে আপনি ভিন্ন আমার কেহই পূজ্য নাই। আপনি ক্ষমা করুন অচিরকাল মধ্যে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবেন, এইরূপ লক্ষ্মী বলি গৌরী বলিলেন, হে রমে সত্য কথা বল। কিরূপে তুমি সকল কথা জানিয়াছিলে এ বিষয়ে আমার মহা সন্দেহ হইতেছে। এইরূপ গৌরীর বাক্য শ্রবন করিয়া রাম তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিয়া ছিলেন, আপনার স্বামী দয়াময় এবং সর্ব্বজ্ঞ তিনি সকলই জানেন, তাহার নিকট বৃত্তান্ত জানিয় ভক্তগণের প্রতি ক্রোধ করিবেন না।" ইহা বলিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তাহার নিজ নিজ ধামে গমন করিয়াছিলেন, "আমাদের ও নৈগমেয়ের কি হইবে এই চিন্তা পতির সহিত লক্ষ্মীর হইয়াছিল। তখন গৌরী শিবের নিকটে গমন পূর্ব্বক সন্তুষ্ট চিত্তে বলিয়াছিলেন হে স্বামিন অদ্য আমি আপনার করুণায় জয় লাভ করিয়াছি, হে প্রভু আমার, অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি নির্ভীক চিত্তে আপনার নিন্দা করিয়াছি। হে শাম্ভা সেই শিবপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে বলুন, আপনার সম্বন্ধে অপরাধ করিলে কোটি কল্পেও তাহা যায় না, আমি স্ত্রী জাতি সুলভ অজ্ঞান বর্বে মহাগুরু সর্বভূতে দয়াপর, সত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ মদিষ্ট দেব স্বামীকে নিন্দা করিয়াছি। হে করুণাময় আমাকে ক্ষমা করুন। পশ্চাত্তাপবতী গৌরী এইরূপ বলিলে শিব প্রসন্ন হইয়া দয়া পূর্ব্বক বলিলেন,হে ভামিনি ইহাতে তোমার দোষ নাই। লক্ষ্মী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তৃক তুমি প্রতারিত হইয়াছ সেই জন্যই তোমার ক্রোধ হইয়াছে। আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি। স্ত্রী জাতির পেলতা স্বাভাবিক। তুমি সর্ব্বজ্ঞ পত্নী অন্যের ন্যায় প্রকৃতা নাই। খেদাঞ্চিতা হইযেঅ না, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি। গিরিজা শিবের দয়া দর্শনে প্রমাণ হইয়া শিবকে বলিলেন, হে স্বামীন! আমার সন্দেহ অপনোদন করুন। রমা কি প্রকারে পূর্ব্ব কল্পের শত কথা জানিল আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইলেও আমার সে বিষয়ের স্মৃতি নাই। একা আপনিই জানেন। এই কল্পের লক্ষ্মী যে পূর্ব কল্পের কথা কি প্রকারে বলিল এই রহস্য স্পষ্ট করিয়া আপনি বলুন ও সন্দেহ অপনোদন করুন। দেবী এইরূপ বলিলে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া হাসিতে হাসিতে ভগবান বলিলেন,দেবী; তুমি যদি ক্রোধ না কর তাহা হইলে ঐ রহস্য আমি বলিব। এইরূপ শিব বলিলে গিরীজা বলিলেন আমি ক্রোধ করিব না। আপনি বলুন, রহস্য জানিবার জন্যই বলি, আপনার আজ্ঞা কি প্রকারে লঙ্গন করিব। তখন মহাদেব, বিষ্ণু কর্তৃক লক্ষ্মীকে প্রবুদ্ধ করার কথা বলিয়াছিলেন। রমা, কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া নৈগমেয় কথা সকল তাহাকে বলিয়া দিয়াছে। এই কথা সবিস্তারে গৌরীর নিকট বলিয়াছিলেন। তখন দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া নৈগমেয় রমা ও হরিকে ঘোর অভিসম্পতি করিও না। সাধুগণ ক্ষমাশীল হইয়া থাকে। তুমি ঈশ্বরী, লোকমাতা তোমার, ভক্তগণ তোমার আশ্রয়েই থাকে। জগন্মাতা, এইরূপে সান্তনা পাইয়াও ক্ষমাশীল শিবকে নমস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনার নিকট আমি যে অপরাধিনী হইয়াছি ইহার কারণ ইহারা আমাদের রহস্য কথা জানিতে লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর কি শক্তি আছে। নৈগমেয় কেবল তাহাদিগকে এই কথা জানাইল। সেই জন্য তিন জনেরই শিক্ষা করা কর্তব্য। আমার মহা ক্রোধ হইলেও আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত ইহাদিগকে এক এক বার সংসারে জন্ম লইতে হইবে। ইহা বলিয়া নৈগমেয় রমা ও বিষ্ণুকে পার্ব্বতী অভিশাপ দিয়াছিলেন। হে রমে, তুমি চঞ্চলা হইয়া গৃহে গৃহে বিচরণ কর। এক অংশে এক স্থানে ভুতলে থাকিতে পারিবে না। এবং লোকান্তরে প্রায়শই অসুর গৃহে বাস করিবে, এই রূপে লক্ষ্মীকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, তুমি লক্ষ্মীকে উপায় বলিয়া দিয়াছ। এই জন্য মর্ত্তলোকে ব্রহ্মন শরীরে ব্যাস হইবে। ও সেই স্থানে নিশ্চয়ই তোমার দর্প চূর্ণ হইবে। এই রূপে হরিকে শাপ প্রচারণা করিয়া পরে নৈগমেয়কে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অপরিমিত পূর্ণবলে আমার গনত্ব লাভ করিও। সুচকতা (লাগান) দোষে তুমিও মর্ত্তলোকে ব্রাহ্মন হইবে। এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া গৌরী পরমেশ্বরের নিকট প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে প্রভু, আপনি প্রায়শ্চিত্ত বলুন যাহা করিলে আমি আপনার নিকট কৃত অপরাধ হইতে মুক্ত হইব। এই রূপ গৌরী বলিলে শিব বিচার করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে "দেবী" শ্রবণ কর, এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা অতি রহস্য বলিয়া গোপন করিয়াছি। সকল পাপের নিষ্কৃতি দায়িনী কাশী আমার সম্বন্ধীয় অপরাধের সে স্থানেও নিষ্কৃতি নাই। তাহা হইলেও তোমার নিকট গুহ্য কথা বলিতেছি। কাশীতে কেতারের নিকটে প্রাচীন একটি তীর্থ আছে উহাকে আমি গোপনে রাখিয়াছি। জগতে শিবাপরাধ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন পাপ আছে কি? তন্মাধ্য কাশী কৃত পাপ কোটি জন্মেও অপগত হয় না। এই উত্তম তীর্থ সেইরূপ পাপের ধ্বংস করে। আমিই সেই তীর্থের বিভুতি জানি পূর্বে কাহারও নিকটে সেই কথা বলি নাই, কেবল তোমার নিকটে বলিলাম। হিমালয়ে এক কলা অংশে কেদার নাথ বাস করেন। কাশীতে কেদারনাথ ষোলভাগের পনর ভাগে প্রথম হইতেই "রেতোদক" প্রভৃতি কোটি কোটি তীর্থের সহিত বিরাজ করিতেছেন ঐতীর্থ অতি গুপ্ত এবং আমার সম্বন্ধীয় পাপ নাশ করে। দেবী তুমি সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক স্নান কর। আমি ঐ তীর্থের নিকটে কেদার নাথ নামক লিঙ্গে বাস করি। সেই লিঙ্গ রূপে আমাকে দর্শন করিয়া পূজা কর। শ্রাবন মাস আগত আগামী তিন প্রাতঃকালে স্নান আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর কাল ঐতীর্থে স্নান কর। শ্রাবন মাসের সোমবারে কেদারের মহাপূজা করিও। মানবগণ যদি একটি সোমবারেও পূজা করে তবে শিবাপরাধ হইতে মুক্ত হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিবের এই আদেশ বাক্য শ্রবন করিয়া দেবী কাশী গমন করিতে উদ্যতা হইলে নৈগমেয়, লক্ষ্মী ও বিষ্ণু তিন জনে গৌরী পদে নমস্কার করিয়া "আমাদিগকে ত্রাণ করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন শিব গৌরীকে বলিলেন, ইহাদিগকে পীড়ানা দিয়া ত্রাণ কর। দেবী সেই সময়ে বিষ্ণু লক্ষ্মী ও নৈগমেয়কে কৃপা দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিযা বলিলেন হে বিষ্ণে তুমি আমর আদেশে পরস্পর ও সত্যবতী হইতে লোকের উপকারের জন্য মানুষ দেহলাভ কর" বেদকে বিভাগ করিয়া, প্রাচীন পুরান সকলকে নুতন কর। সেই লোকোপকার দ্বারা তুমি শিবাপরাধ হইতে মুক্ত হইবে এবং শিবের উপদিষ্ট তীর্থে স্নান করিয়া এক মন্বন্তর পর্যন্ত মর্ত্যলোকে অবস্থানের পর নিজস্থানে যাইবে এবং লক্ষ্মী, তুমি একাংশে সম্পদরূপে ত্রিজগতে চঞ্চলা হইয়া ভ্রমণ করিবে। একস্থানে কখনও তোমার স্থান হইবে না। বিশেষতঃ দেবতা, অসুর, ও মনুষ্য মধ্যে লোকের উপকারে জন্য বাস করিবে। সেই পুণ্যে শিবপরাধ হইতে মুক্তি পাইবো তোমার স্বামী পূর্বেই ঈশ্বরের আদেশে ব্যাস নামে খ্যাত হন। তাহার গর্ব চূর্ণ করা আমার কর্তব্য। তাহার কারন শ্রবণ কর। শিবের আদেশে তোমার স্বামী বেদাও লুপ্ত পুরানাদি স্থাপনার্থে নিযুক্ত হইয়া ব্যাস নামে খ্যাত হইয়া কাশী পুরীর আদিবাসিবকে অভিসমাত করেন। তখন বিশ্বেশ্বরের কোপে ব্যাস কাশী হইতে বহিস্কৃত হলেন। ঐ সময়ে ব্যাসের জন্য আমি শিবকে অনেক অনুনয় করিয়া বলি যে পূণ্য কালে যেন ব্যাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীতে আসিতে পারেন আমার প্রাথনায় শিব সেইরূপ করিয়াছিলেন। তখন গঙ্গার পরপারে বাস্ করত ব্যাস। এই স্থানে কাশী হউক ,ঐ কাশীতে কি প্রয়োজন। ইহা স্থির করিয়া অতি গর্ব্বে কাশী নির্মাণ করিয়াছিলেন। কাশীস্থিত সকল তীর্থ ক্ষেত্র লিঙ্গ ঋষি দেবতা এবং মুক্তি পদ মহাত্মা ও পুরান এই স্থানে আমি কল্পনা করিব। জগতে আমার বাক্যই প্রমাণ আমি উহাকে কাশী না বলিলে কে বিশ্বাস করিবে? আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য এই স্থানে কাশীর প্রতিনিধি কাশী হউক, গর্ব্বিত ব্যাস এই রূপ স্থির করিয়া দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার অভিপ্রায় নষ্ট করিবার জন্য শিব চিন্তা করিয়াছিলেন। কোন উপায়ে ব্যাসের অভিলাস ব্যর্থ হইতে পারে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্তে "গনেশ" পুত্রের কথা উদিত হইয়াছিল। এই গনেশই তাহার দর্প চূর্ন করিবে। তাহা অন্য কেহ পারিবে না আমার অভিষ্ট পূর্ণ করিতে এই বিনায়ক রত্নের ন্যায় পূর্বে যখন দিবোদাসে নিমিত্ত আমি মন্দিরে ছিলাম তখন চিন্তামনী রত্নের ন্যায় এই স্থানে আমার কার্য সিদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং " চিন্তামনী" বিনায়ক নামে খ্যাত হইবে। এই রূপে ব্যাসের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য গনেশকে উপযুক্ত বোধ করিয়া তাহাকে ও তাহার সাহায্য করিবার জন্য "অতিসার" নামক ব্যাধিকে আদেশ করিলে ব্যাস রোগগ্রস্ত হইলেন। ঐ সময়ে কৌশলে গনেশ তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তখন ব্যাস নিজকৃত গ্রন্থ শ্রীঘ্র লখিবার জন্য গনেশকে বলিলেন, গনেশ প্রতিপদেই রোগ কাতর ব্যাসকে এই স্থানে মতে ব্যক্তির কি গতি হইবে বলুন এই কথা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন রুগ্ন শিব মায়মুগ্ধ ব্যাস ক্রোধে "গাধা" অথবা কুকুর হয় এই কথা বলিয়াছিলেন। গনেশ সন্তুষ্ট হইয়া সত্যই ঐ কথাগুলি লিখিয়াছিলেন। এবং বলিলেন গুরুদেব যদি এই রোগে আপনার এই স্থানে মৃত্যুও হয় তবে আপনার কোন্ গতি হবে। গাধা বা কুকুর কোনটি হইতে আপনার ইচ্ছা তাহা বলিয়া সত্য বাক্য হউন। গনেশ এই রূপ বলিলে ব্যাস তখন নিজের বিকার বুঝিতে পারিয়া স্বকৃত গ্রন্থ জলে নিক্ষেপ করতঃ ভীতি সহকারে গনেশকে প্রণাম করিয়াছিলেন। আপনি শিবেরও চিন্তামনী সুতরাং আমার চিন্তা শিঘ্র দুর করুন। শিবকে প্রসন্ন করিয়া মায়ামুগ্ধ আমাকে ত্রাণ করুন। আপনি গনেশ ইহা আমি জানিয়াছি। শিবের আদেশে ছল করিয়া গর্বিত আমাকে নিগৃ-হিত করিতে আসিয়াছেন।

গঙ্গাতীরে মৃত ব্যক্তিগণের সদগতি হয়। ইহা বেদ প্রসিদ্ধ আমি এমনই দুবুদ্ধি যে তাদৃশ্য পূন্যতটে অভিসম্পাত করিয়াছি। পূর্বে আমি কাশীকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম। সেই জন্য শিব আমাকে কাশীর বাহিরে থাকিতে আদেশ করেন। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরাধ যাহাতে এই স্থান হইতেও দূরে অপসারিত না করেন আপনি তাহা করুন। ব্যাস এইরূপ আমার পুত্রের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিলে সেই গনেশ তখন কাশীতে আসিয়া শিবকে নমস্কার পূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিল। তখন ভগবান প্রসন্ন হইয়া কৃতকার্য পুত্রকে বলিয়াছিলেনঃ হে বৎস "চিন্তামনী" রত্ন যেরূপ অভিলাসিত ফল দান করে সেইরূপ তুমি আমার চিন্তিত কার্য্য সাধন করিয়াছ। সুতরাং চিন্তামনী নামে বিখ্যাত হইয়া লোকের অভিলাসিত ফলদান কর। কাশীতে তোমার যে সংখ্যক মূর্ত্তি আছে তন্মধ্যে এই চিন্তামনী গনেশ মূর্ত্তিতে শীঘ্র কলপ্রদ হও। চিন্তামনী গনেশ শিবের নিকট এইরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া শিবকে নমস্কার করিয়া "ব্যাসের কি গতি হইবে" ইহা জানাইয়াছিলেন। শিব গনেশ দ্বারা ব্যাসকে নিজের কাছে আনাইয়াছিলেন। ব্যাস দীন ভাবে পদানত হইলে আশুতোষ বলিয়াছিলেন আমর কৃত আগম পুরানাদি শাস্ত্র সকল কাল প্রভাবে মলিন হইলে ঐ সকল গ্রন্থকে নূতন করিবার জন্য তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থ নির্ম্মার্ণে কি পান্ডিত্য? অতপর আর গর্ব করিও না। যে স্থানে আজ আমার আদেশে কাশী দর্শন করত সেই স্থানেই অবস্থান কর। গঙ্গাতীরে প্রাণ ত্যাগ করিলে তাহার মুক্তি হয়। বেদও ঐ স্থানের প্রশংসা করেন। তন্মধ্যেও কাশীর চতুদিকে তিন যোজন স্থান দেবভূমি। সেই স্থানে তোমার অভিশাপ স্পর্শ করিবে না। সুতরাং শোক করিও না সেই স্থানেই বাস কর শিব কর্ত্তৃক ব্যাস এইরূপ কথিত হইলে শিব ও চিন্তামনী গনেশকে প্রণাম করিয়াছিলেন ও শিবের আদেশে ব্যাসরূপে তোমার পতি গঙ্গাতীরে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। রমে নৈপমেয় হইতে বিদ্যালাভ করিয়া যে গর্ব করিয়াছ উহা আমি অবশ্যই চূর্ণ করিব। তুমি স্বামীর আদরনীয় আমার অংশ হইলেও ব্রাহ্মনী প্রভৃতির ন্যায় নও ভক্তগনের মঙ্গলের জন্য তোমার চাঞ্চল্য অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি এক স্থানে থাকিলে আমার ভক্তগণের সুখ কী প্রকারে হইবে। সেই জন্য তুমি আমার ভক্তগণ মধ্যে তারতম্যানুসারে অংশ রূপে বাস কর। অবশিষ্টাংশে স্বামীর ব্যায়বহুল ভূষিত কর। শিবের উপদিষ্ট তীর্থে স্থান করিয়া তুমি ভূমন্ডলে ক্ষেম নামে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্যাস নিন্দক মানব হইয়া জন্ম গ্রহণ কর। শিব কথিত তীর্থে স্থান করিয়া শিবকে নমস্কার কর। যে সময়ে কাশীতে বেদব্যাস প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার নিকট অবহেলা প্রাপ্ত হবে সেই সময়ে তোমার মুক্তি হইবে। তুমি বিষ্ণুর প্রিয় পাত্র নতুবা তাহাদিগের নিকট আমাদের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবে কেন। সুতরাং প্রিয়তমের অবহেলা আমার আদেশে তোমায় করিতে হইবে। এইরূপ নিজভক্ত শরনাগত গণনায়ক নৈগমেয় "ক্ষেম" কবি হইয়া ছিলেন। লক্ষ্মীও একাংশে জগতে সম্পদে বিস্তৃতি করিয়া গৌরীর সেবা করিবার জন্য তাহার সহিত কাশীতে আসিয়া কেতারেশ্বরের বায়ু কোনে নিজ নামে "লক্ষ্মী কুন্ড"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে তীর্থ স্থাপন পূর্বক নিত্য কার্য সম্পন্ন করিয়া গৌরীর নিকটে আসিয়া থাকিতেন। লক্ষ্মী ১২ বৎসর কাল গৌরীর সহিত স্নান করিয়া গৌরীও কেতারের সেবা করিয়াছিলেন। এবং কাশী বাস করিবার বর প্রাপ্ত হইয়া একাংশে সর্বদা বাস করিতে লাগিলেন। ঐ স্থান লক্ষ্মী তীর্থ নামে খ্যাত। অদ্যাপি লক্ষ্মী উক্ত স্থানে বাস করেন। " হে বাম দেব" মহাজনের অভিশাপও জগতের উপকারের জন্য হইয়া থাকে।

এই গল্পটি এখানে অবতারন করার উদ্দেশ এই যে অভিশাপ কথাটা শুনিতে খারাপ লাগে,মনে ভয় ধরে এবং আতঙ্কগ্রস্তহইতে হয়। অভিশাপের কথা শুনলে বা কেহ কাহাকেও অভিশাপ দিলে বা শুনিলে মানুষ এক প্রকার উদ্বিগ্ন হয়ে পরে ভাবি ফল চিন্তা করে একে অন্যকে অভিশাপ দিতে থাকে। অভিশাপ জাত, পাত, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম স্থান কাল, ইত্যাদি বিচার করে না। প্রায় সব ধর্ম্মের সবজাতের মধ্যেই এই অভিশাপ প্রথা প্রচলন আছে। অভিশাপ কথা আসে প্রথমত দুর্বলের দিক থেকে। সবলের সাথে না পেরে দুর্বল সবলকে অভিসম্পাত করে। এইটিই তার সান্তনা। কিন্তু সরল যখন দুর্বলকে অভিসাপ দেয় তখন কি স্বান্তনার পর্য্যায়ে ধরা যায়? একটা দিক স্বান্তনার অন্যদিক হইল পারিপার্শ্বিক বা পারিবারিক বা সামাজিক কিছু কিছু কারণের পরিপ্রেক্ষিতে সবলও দুর্বলকে অভিশাপ দেয়। আবার আধ্যাত্মিক দিক থেকে অভিসম্পাতের একটি জটিল রহস্যতত্ত্ব আছে, তাহা হইল অভিশাপ দাতা নিজে যে অন্যকে অভিশাপ দেয় তাহা অনেক সময় "বুমেরাঁঙ" এর মত হয়ে পরে ক্ষুদ্র, কারণ, বৃহৎকারণ, অকারণ, বা মিছা-মিছিও অভিসম্পাত করা হয়। বুমেরাং শব্দটার অর্থ অনেকটা এই রকম "যে তীর ছোড়ে সেই তীর তার নিজের বুকেই উল্টে বিধে যায়" অর্থ্যাৎ যে অভিশাপ দেয় অনেক সময় তাহা তাহার নিজের উপর প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। তাই জ্ঞানী, গুনি ও ধার্মিক ব্যক্তি সহজে অভিশাপ দেন না। অভিশাপ সাধারণত নিচু শ্রেণী, নিচুজাতি, এবং দারিদ্রের মধ্যেই বেশী প্রচলন। আবার রাজ রাজা অসুর দেবতার মধ্যেও অভিশাপ প্রচলন আছে। এখন প্রশ্ন হইল অভিশাপ দিলে তাহা ফলে কি না? এই প্রশ্নটা জটিল কারণ সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা অনুধাবন করা মুস্কিল।একমাত্র যোগী তপস্বী সাধু সন্ন্যাসীরাই তাহা বলিতে পারেন। অভিশাপ অনেক সময় ফলে আবার অনেক সময় ফলে না। এই রীতিটি পৌরনিক যুগ থেকে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে গৌরীর ক্রোধ হওয়াতে এবং অভিশাপ দেওয়াতেই আমরা মানবকূলে ভগবান নারায়ণ, লক্ষ্মী, এবং স্মেমকবিকে পাইয়াছি। এই ক্রোধ ও অভিশাপের জন্য আমরা কত কত বড় সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন গীতা, ভাগবৎ, মহাভারত পুরান, এই সব বইয়ে পৃথিবীর কতকথা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মীয়, পৌরানীক অধ্যাপিকা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, দর্শন, বিজ্ঞান, গল্প, উপদেশ এই সমস্ত তত্ত্ব এই সমস্ত বইয়ে পেয়েছি।। শুধু স্বাত্বিক অভিশাপের ফলে। "তাই বলা হয়েছে" হে বামদেব মহাজনের অভিশাপও জগতের উপকারের জন্য হইয়া থাকে।

আরেকটি ঘটনা প্রায় এই রকম দেখা যায়। পুরানো বর্ণনা করা হয়েছে, বৈকুণ্ঠে শ্রীদামের অভিশাপে এই মর্তভূমি ভারতে বৃন্দাবনে বৃষভান্তর কন্যারূপে লক্ষ্মীর জন্ম হয়েছে যিনি "রাধা"। আর এই লক্ষ্মীরই অভিশাপে শ্রীদামের জন্ম হয়েছে-অসুরের ঘরে। আবার এই লক্ষ্মীর জন্য স্বয়ং ভগবান নারায়ণকে জন্ম নিতে হয়েছে ভারতের মথুরানগরে এবং এই জন্মের জন্যই, গীতা, ভাগবৎ, মহাভারত, এই মহাকাব্যের অবতারনা হয়েছে। এই পৌরানীক ঘটনাগুলি মিথ্যা নয়। এক মাত্র দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন আধ্যাত্মিক শক্তিশালী যোগী মহাপুরুষদের জ্ঞানে ও দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়েছে জন্যই তাহারা লেখনির মাধ্যমে তাহা বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। আজ কাল কিছু ব্যক্তির মধ্যে এই কথা শুনা যায়। সনাতন ধর্মের এই কাব্য গ্রন্থ গুলি কাল্পনিক ঘটনা, সেই সব ব্যক্তিরা নানা প্রকার খোড়া অজুহাত দেখায় এবং জোড় গলায় বুঝাতে চেষ্টা করে। তাহাদের কাছে অনুরোধ নিজে ভুল পথে চলেছেন জন্য অপরকে ঐ পথে চলিতে বলিবেন না। জ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার বই পড়ুন। তাহা হলে আপনা থেকেই বৃথা তর্কের অভ্যাস কমে যাবে।

লেখক ঃ শ্রী জীবন গোস্বামী (বাবুলাল)
সেবাইত ঃ ঢাকেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির
সদস্য ঃ শ্রীশ্রী আনন্দময়ী আশ্রম
সহ সভাপতি ঃ দূর্গা পূজা কমিটি, সিদ্ধেশ্বরী
প্রাক্তন ছাত্র ঃ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মিশন।

সমাপ্ত

মূদ্রণেঃ মাহবুব আর্ট প্রিন্টার্স
১৯/১ কোর্ট হাউজ স্ট্রীট, ঢাকা—১১০০
কম্পোজঃ ফাইন টাইপ কম্পিউটার
৯৬; শাঁখারী বাজার, ঢাকা—১১০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

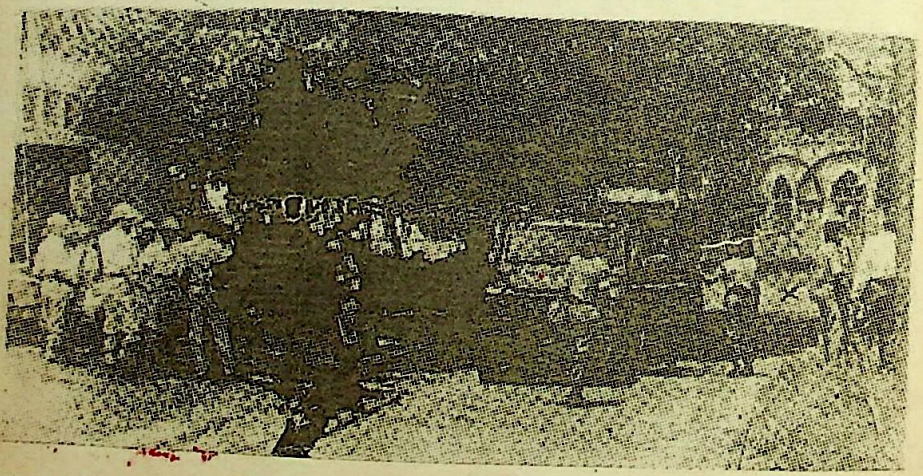

ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের সময় পুলিশ মধুর কেন্টিন ও ডাকসু ভবনের সামনে অবস্থান নেয় মা আনন্দময়ী বর্তমান মধুর ক্যান্টিন (X) চিহ্ন এই গোল ঘরে থাকিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিতাগুচ্ছ

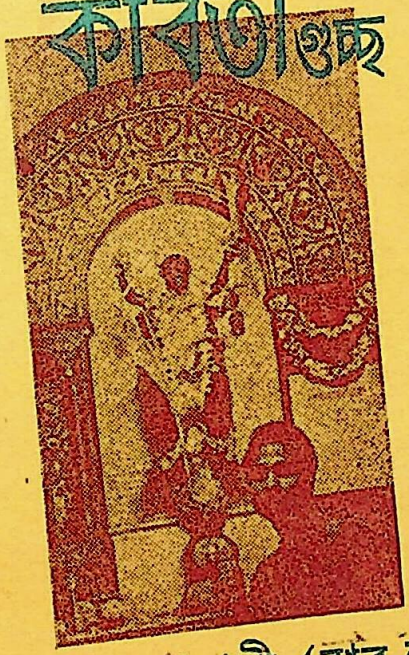

শ্রী জীবন গোস্বামী (বাবু লাল)

পূজারী—সেবাইত

সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দির

সহঃ সভাপতি, সিদ্ধেশ্বরী দুর্গাপূজা কমিটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিতা গুচ্ছ

শ্রী জীবন গোস্বামী (বাবু লাল)

পূজারী—সেবাইত

সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দির, ঢাকা

সহ ঃ সভাপতি, সিদ্ধেশ্বরী দুর্গাপূজা কমিটি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩৯৯ বাং
সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইং

মুদ্রণ : সুপার প্রিন্টার্স
৪৮/৭, আর, কে, মিশন রোড,
ঢাকা—১২০৩

মূল্য : পাঁচ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

আমার আরাধ্য দেবী
আনন্দময়ী মা'কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

কবিতার শিরোনাম ঃ		পৃষ্ঠা ঃ
বসুন্ধরা	—	৫
অবতার	—	৭
আনন্দময়ী	—	৮
স্বরস্বতী কে	—	৯
জবা	—	১০
দুর্ভিক্ষ	—	১১
হারায়ে সন্তান	—	১২
শনিদশা	—	১৩
মাকে নিয়ে	—	১৪
সন্ন্যাসী	—	১৫
ঠেলাঠেলি	—	১৬
মণি	—	১৭
হিয়ার লাগিয়া	—	১৮
মহাপ্রয়াণে মা আনন্দময়ী	—	১৯
মোড়ল	—	২০
মাতৃভূমি	—	২১
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ	—	২২
বিজ্ঞান	—	২৩
দেখা দে মা	—	২৪
মা বীণা	—	২৫
আরাধনা	—	২৬
ভুলিনা যেন তোমায়	—	২৭
জীবন দান	—	২৮
সবার পিছে ও সবার নীচে	—	২৯
দৈব	—	৩০
মা মাটি দেশ	—	৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসুন্ধরা

কে, তুমি ওগো বসুন্ধরা
লক্ষ কোটি লোকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান যুগিয়ে চলেছ,
এ কেমন তোমার ধারা,
তুমি না থাকিলে আজ উপায় হইতো কি ?
বিশ্বের সাত শত কোটি লোক বাঁচিতে পারিত কি ?
আমি এই অশান্ত বিশ্বে তোমার কৃপায়
বিশ্ব যে আজ টিকিয়া আছে যে গো হায়।

তোমারই কৃপায় ফসল ফলিছে বিশ্ব মাঝে
এই কলিতে বিশ্ব সাজিয়াছে নূতন সাজে,
পেট পুরিয়া না হলেও মানুষ তবুও তো কিছু খায়।
জগৎ জনের উদর পূরণে আছ তুমি হেথায় সেথায়।
শত বর্ষ পূর্বে এ জগতে এত লোক তো ছিল না,
গ্রাম গঞ্জে নগরে বন্দরে এত লোক কোথা হতে নামে,
উজার করিয়া বন, জঙ্গল, পাহাড় ও এ জলাভূমি,
কলির কৃপাতে এই ধরা ধামে সকলে এসেছে নামি।

বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী, খাল, বিল, ভরাটে শত শত বস্তি,
তাই এখন গরীবের উদর পূরণ করিতে কত অস্বস্তি।
যেথায় দেখেছি কত, খাল, বিল, নদী পুকুর কত বন,
সে সব স্থানে গড়িয়া উঠিছে কত রকমের ভবন।
আমীর গরীব ছোট বড় সকলে এই ধরা ধামে,
যার যার কাজ সে করিছে এখন ঈশ্বরের নামে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা কিছু বিশ্বে দেখি গড়িছে সৃষ্টি ও সুন্দর,
এই সবের পিছে শক্তি যুগিয়েছে শত শত নারী ও নর।
আসিবে নামিয়া বিশ্বে এমন একদিন
যে দিন হিংসা বিদ্বেষ, যুদ্ধে বিশ্ব হবে বিলীন;
সে দিনতো তোমার কৃপার কথা তারা মনে রাখিবে না হায়,
নর নারী বুঝিবে সেদিন বিশ্ব মাঝে তারা কত অসহায়।
হে সুন্দর, হে ঈশ্বর, হে সৃষ্টি, হে সুন্দর বসুন্ধরা,
যুগে যুগে তুমি বিশ্বকে ধরে রেখেছ এ কেমন তর ধারা ও ধরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতার

কৃষ্ণ, বিষ্ণু, বাসুদেব, নারায়ণ,
এখন চুপচাপ, আছ তুমি কি কারণ,
চারিদিকে ছিনতাই, খুনাখুনী, মারামারি,
তোমার ভক্তরা তোমা লাগি করে শুধু আহাজারি।
কবে তুমি অবতার হয়ে আসিবে এ ধরা ধামে,
স্বস্তি, শান্তি সুখ পাবে বিশ্বের জনগণে।
কলির কোপে ধরণী চলিছে রসাতলে,
আর কবে সুখ শান্তি পাব, লোকে বলে।
বেদ পুরাণ ভাগবদ গীতায় বলেছ, তুমি,
কলির শেষে বিশ্ব অশান্তি ঘুচাতে আসিব আমি।
এসে দেখি লোকে চারিদিকে হা হা করে আহাজারি,
তোমার আগমন বার্তায় আশায় মোরা চেয়ে থাকি।
বিশ্বে কলিতে তুমি দিয়েছ মোদেরে সব কিছু,
সব পেয়েও আরও পাবার আশায় বলি পাইনিতো কোন কিছু
বারে বারে অশান্ত বিশ্বে ঘুচাতে জগতের ভার,
চারি যুগে তুমি বিশ্বে চারবারের অবতার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী

দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গতী নাশিনী,
শুধু অসুর নাশিতে ধরায় তুমি আসনি।
কল্যাণী, মঙ্গলময়ী, স্নেহময়ী, মহামায়া,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে তব ছায়া।
হিমালয়ের পাদদেশে গিরিরাজ্যের তুমি কল্যাণ
কন্যারূপে তোমায় পেয়ে দক্ষরাজ হয়েছেন ধন্যা
সতী দেহ ধারণ কোরে গড়েছ একান্ন পীঠ।
তোমারে শ্রদ্ধা, অর্ঘ দেওয়া জগৎ জনের উচিৎ।
প্রতি বৎসর শরৎ কালে তোমার দেই মোরা পূজা,
বসন্ত কালের পূজাতেও তোমার দেখি দশভূজা।
গৃহে গৃহে নারী রূপে দেখি তোমারে কল্যাণী,
সর্ব্ব নারীর ভিতরে মাতৃরূপে রয়েছ জগৎ জননী।
কত, কত, পুথিতে তোমার শত নাম দেখি,
আদরের দুর্গা নামে পূজিতা তুমি এই বঙ্গভূমি।
জগতের হিতে মানবের গৃহেতে জন্মেছ কত শতবার
কলির শেষেতে আনন্দময়ী রূপে জন্মেছ একবার
তোমার স্নেহ মায়া মমতা ও কল্যাণের পরশ
পেয়েছে অনেক ভক্ত, জন্ম যাদের বঙ্গে ও ভারত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরস্বতী কে

স্মরণিকা স্মরণ হয়নি
তাই হয়নিকো আমার লেখা,
স্মরণ হইল এমনই
তাই হাতে নিলাম লেখনী।
ব্রহ্মার ঘরণী তাহার সম্বন্ধে কতটুকুই জানি
শিল্প বিদ্যা জ্ঞান বুদ্ধি দাত্রী
বিদ্যার্থীরা তাহার আরাধনা করে দিন রাত্রি।
যদি কিছু হয় তাহার কৃপা—
তবেই অনেক কিছু হয়ে যায় লিখা
তাহার পূজার আয়োজনে—
এবার আমি একা।
যদি কখনই পেয়ে যাই তাহার দেখা।
জীবন-ভর কত দেবতার করিলাম আরাধনা—
মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ায়েও শেষ হয় না সাধনা
জ্ঞান, বুদ্ধি, শিল্প, বিদ্যা,-প্রদায়িনী
কিছু ফুল বেলপাতা ভক্তরা অঞ্জলি দিবে জানি।
জ্ঞানী-গুণী শিল্পী, বিদ্যার্থী সুধীজন—
অঞ্জলি দিতে তোমার দুয়ারে এসেছে এখন
লহ অঞ্জলি লহ পূজা লহ প্রণাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জবা (গান)

ওলো সই,
আমি মায়ের পায়ের জবা হয়ে এমনি ফুটে রই,
সকাল সাঁঝে মায়ের কাজে আমি মগ্ন হয়েই রই।
মা যে আমার কল্পতরু, মাতো মোরে ঘুরায়,
ওরে মনে করো আমি তাহার কলের গরু।
মায়ের কথা শুনবো বলে কান পেতে রই,
মায়ের পায়ের নূপুর ধ্বনি শুনবো বসে থাকি আমি,
তার রূপ দেখি যে কল্পণাতে তাকে জেনেই রই।
মা যে আমার নয়ন মণি মাকে কোথায় পাবে শুনি,
আমি যে তার শ্রীচরণ ছুঁয়েই রই।
ওলো সই ... ...
মায়ের পায়ের জবা হয়ে আমি এমনি ফুটে রই ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ভিক্ষ

দেশে এখন দুর্ভিক্ষ, রাজার নাই সেই দিকে উদ্দেশ্য
প্রজারা দিন দিন হইতেছে জানে প্রাণে ক্ষীণ।
পৈতৃক ভিটা-মাটি ছেড়ে উৎসন্ন প্রায়,
পিতা হইতে পুত্র হইতেছে গরীব, কলির উগ্রতা এতই প্রবীন্ত
দেশের লোক কিভাবে হবে প্রসন্ন যদি এইভাবে দিন যায়,
প্রজার মনে শান্তি নাই, খাজনা টেক্স ভরে শুধু রাজ ভাণ্ডার
রাজা প্রজার ঘুমের চিন্তায় মগ্ন,
আমলারা রাজাকে বুঝায়, নীতি সব মিথ্যা ও ভ্রান্ত।
ধার্মিক ঋত্বিক লোকেরা বেগার খেটে ক্লান্ত।
টাউটেরা ধন ভাণ্ডার লুটে দিনরাত অবিশ্রান্ত,
করের ভারে জর্জরিত দেশের নিরীহ লোক।
তাই সাধু সজ্জনেরা পাইতেছে দারুণ শোক ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হারায়ে সন্তান

জগৎটা ধরে দে মা, এক টান, জগৎটা হয়ে যাক খান খান।
হিংসা বিদ্বেষে ভরা, হিংসা বিদ্বেষ ছেড়ে দে তোরা —
নিজ নিজ স্বার্থে হয়ে অন্ধ, দিকে দিকে লাগায়েছিস কত দন্দ্ব।
নিজ নিজ স্বার্থের লাগি, ভাই ভাই হচ্ছে ভাগা ভাগি।
একান্নভুক্ত পরিবার, ভেঙ্গে ভেঙ্গে হচ্ছে ছারখার,
একে অন্যেরে হিংসিছে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা,
কেহই শুনে না, কারো কোন কথা,
সুযোগ নিচ্ছে টাউট-বাটপার ও মাস্তান,
মায়ের কোল খালি হচ্ছে, হারায়ে নিজ সন্তান।
শহর, বন্দর, গ্রামে, মাস্তানের উৎপাত বাড়ছে দিনে দিনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শনিদশা

কি হবে আর আমার কর্ম্ম করে,
যদি শনি আমায় নাইবা ছাড়ে।
দেখিতে যে পাই ওরে ও ভাই,
আমার দফা রফা শেষ শনির ফেরে।

আমি যে পরেছি ভাই শনির কোপে।
শনির কোপে পরে লাঞ্ছনা ভোগে মরি যে রে,
বৃথা কেন নানা প্রকার কর্ম্ম কোরে,
দুঃখ ব্যাথা পাই ভাই মনে শনির ফেরে—
কর্ম্ম করেও ফল পাই না শনি সর্বস্বান্ত করে,
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করে বসে থাকি নিজ ঘরে,
সর্ব্ব কর্ম্ম স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করে মাকে ডাকি মনে প্রাণে
মা আমার সহায় আছেন, শনির ভয় করিনা পাছে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে নিয়ে

আয় মা, আমি তোরে নিয়ে থাকি,
স্বার্থে দ্বন্দ্বে ভরা দেখি যে গোধরা,
কুহেলিকা সম অস্থির মন, মম দেখি জনগণ,
মুদিয়া তাহারা রয়েছে নিজ আঁখি।

ঘুরপাক খাচ্ছে তারা, হয়ে দিশেহারা,
নানা প্রকার সম্পদের লাগি,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত তারা, পায় নাকো শান্তি।
চক্রাকারে আবর্তিত তাহাদেরে যে গো দেখি,
ভুলিয়া মা তোমায়— হয়ে দেউলিয়া প্রায়,
শুধু বাঁধার নিশায় পরে থাকি,
গাহিয়া তোমার গান জুড়াবে মোর প্রাণ,
তাই বারে বারে তোমার মন্দিরে আসি,
আয়-গো মা, আমি তোরে নিয়ে থাকি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসী

নিরপরাধ আমি কিছু নাহি জানি
কেন গৃহে বাঁধিলে আমায়,
আমি সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমি দেশে দেশে,
ভ্রমি তোমার লাগিয়া হায়,
আমি দীনজন ভ্রমিতেছি যখন,
তোমার লাগিয়া হায়,
আসিতেছে ফাগুন ধরিয়ে দে মা আগুন,
জ্বালায়ে পুরায়ে কর সব ছারখার,
হিংসা দ্বেষে ভরা দেখি এ বসুন্ধরা,
থাকিতে আমি পারি না যে আর,
এস জননী উদ্ধারীতে ধরণী,
এস গো জননী এস তরায় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠেলা-ঠেলি

কত ঘর কত বাড়ী,
কত নর কত নারী,
কত শত সারি সারি
রকম বেরকম ঘর বাড়ী,
কত রকম যন্ত্রের গাড়ী।
দোকান সব সারি সারি,
দেখতে ভীষণ মজা ভারী।

শ্যাম বাজার আর মগ বাজারী,
সব বাজারই মালে ভারী,
রাস্তায় চলতে ঠেলা ঠেলি,
কাহার আগে কে যেতে পারি,
বাজার, দোকান, ষ্টেশন ও হাটে, মাঠে
সব স্থানেতে লোক চলেছে বাটে বাটে,
ঠেলা ঠেলি হুড়ো হুড়ি,
প্রায় স্থানেতে লাগে মারামারি।

এইভাবেই তো জীবন মোদের চলেছে তরী,
মাসের পর মাস, বছরের পর বছর উদ্বিগ্নে মরি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণি

ঝিক, ঝিক, ঝিক, ঝিক,
ওটা কি যেন করে,
চিক, চিক, চিক, চিক,
সোনা কিংবা রূপা হবে,
এই জেন মনে হবে,
দেখেতো মনে হয় মূল্যবান কিছু যেন,
হেয়ালির মত ইহা মরিচিকা সম,
জ্বলে কিংবা নিভে না।
দেখতেও কাহাকেও দিবে না,
যদি কেহ নিয়ে যায়,
সর্তক হয়ে পাহাড়া দেয় সদায়
ঐ ঐ দেখা যায়,
ঐটাই ব্যাঙের মণি হায়,
পেয়ে যদি যাই তাহা,
বড় লোক হব আহা,
সেই প্রবাদ বাক্য এইটাই ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিয়ার লাগিয়া

আহা মরি মরি, ওলো সুন্দরী,
কোথায় চলেছ দুলায়ে কোমড়খানি,
শ্রীচরণ ভারে প্রেমের পরশ বুলায়ে,
ধরণীরে নিয়েছ আপন কোলে টানি।
চরণে বাজু আটা আঁখি দুটি কাটাকাটা,
চাহনীতে প্রেমের পরশ মাখা,
তোমার নয়ন খানি আমায় নিতেছে টানি,
আহা-মরি-মরি-রে——।

হরিণী চঞ্চলা সম রুম ঝুম বাজে মল,
হিয়ার লাগিয়া বুঝি মন উতলা,
হিয়ারে দেখিতে চায় মল আটা দুটি পায়,
রুমঝুম বাজে তায় মন উতলা,
দখিবে কবে তায় বৎসর উতরে যায়,
ধৈর্য্য ধরে না গো হায় হিয়ার লাগিয়া।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রয়াণে : মা আনন্দময়ী

কে বলিছে মা, মহাপ্রয়াণে গিয়াছে চলিয়া,
আমি তো দেখি সকল ভক্ত হৃদয়ে আছেন বসিয়া।
আকাশে বাতাসে রটিতেছে প্রয়াণের ধ্বনি,
মা নেই এই কথা আমি কিছুতেই নাহি মানি।

যাহার শ্রীচরণে সপেছি প্রাণ, সে কি হতে পারে মহা-প্রয়াণ
তাহার স্নেহের পরশ মণি হৃদয় মাঝে সদাই শুনি,
সাকার, নিরাকার তার অনুভূতি জাগে প্রাণে,
এমন মা নাই তাহা কেইবা শুনে জীবন মৃত্যুর মাঝে।
এইবার বুঝি ডুবিয়ে জগতের ভেলা,
আমার হৃদয়ে সদাই বাজিছে তাহার সুরের তান।
ভক্তবৃন্দ কেই বা সহজে তাকে ভুলিতে চান।

যে স্নেহ, মায়া, বিলায়ে গেলেন চলি,
মাতৃ স্নেহের কথাই এখন মোরা ভক্ত-বৃন্দ বলি।
যদিও আজ মোরা মাতৃহারা জগৎ সন্তান,
তাহার স্মৃতি হৃদয় মাঝে জ্বালায়ে মোরা বেঁচে আছি,
শীঘ্রই তিনি কি আসিবেন ফিরিয়া,
বিশ্ব যুদ্ধ ঘটাবেন কি এবার পুরুষ সাজিয়া।

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোড়ল

কিছু লোক আছে, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল,
পরের খেদমতে হয় নিজেরা পাগল।
বিশেষ বিশেষ পালা, পার্বন, অনুঠানে,
মাতব্বরিতে থাকে সকলের আগে,
দেখে মনে হয় শিক্ষিত এরা সবজান্তা,
এদের শায়েস্তা করিতে লাগে ডাণ্ডা।

কিছু কিছু লোক তাদের করে তোষামোদ,
জ্ঞানী গুণীরা ভাবে এরা নির্বোধ।
চাল চলনে এরা বড়ই ধুরন্ধর,
অন্যের মনের কথা বুঝে না এতই বর্বর।
তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখে জনগণ হয় বিরক্ত,
এরা জনগণকে ভাবে গর্দভ নিজেকে ভাবে মর্দ্দ।
অহংকার গর্বে হয়ে অন্ধ
সাধারণের সাথে করে ভীষণ দ্বন্দ্ব।
সমাজে এদের স্থান নেই,
নিজেরা ভাবে উচ্চস্থানে আছে সবাই॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃভূমি

হে দেশবাসী চোখে সুরমা, কানে তুলা দিয়ে নিদ্রা যেও না,
দেখ চেয়ে সংগ্রামের মাঝে, আসিছে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ,
পোড়াবে তোমাকে জ্বালাবে ঘর, তখনতো দেখিবে ভীষণ ফাঁপর
হও সতর্ক নাও আশ্রয়, নিজেকে বাঁচাও আগে।

তুমি বাঁচিলে তুমি থাকিলে রাজ্যটাতো রক্ষা পাবে,
তোমার রাজ্য তুমি চেয়োনাকো বিষাক্ত বিষয় ভূমি,
জীবের লাগি নিজেরে করিবে দান,
তবেইতো হবে দেশের ও দশের কল্যাণ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

এসেছে ঘনায়ে দিন,
শীঘ্রই পৃথিবী হইবে বিলীন।
দিকে দিকে শোনা যায় যুদ্ধের সারা,
সীমান্তে সীমান্তে শুধু সৈন্যের প্রহরা।
শক্তি পরীক্ষায় নব নব অস্ত্রে সাজিতেছে সব,
দেশে দেশে শুধু শোনা যায় সমাজতন্ত্রের বিপ্লব।
নব অস্ত্রের কত কত শত শত মহরায়
কোন দেশ কি রকম শক্তি ধরে বুঝা বড় দায়,
আঁতাত, দাঁতাত, রকেট, এটম, ফেন্টম, মিশাইল,
তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ক্ষেত্র হবে কি আরব ইস্রাইল?
নাকি ভারত, বাংলা, পাকিস্তান, রাশিয়া, চীন,
তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে এরাই হবে বিলীন।
কিউবা, জার্মান, ভারত, ভিয়েতনাম, রাশিয়া,
চীন, জাপান, বৃটেন, আমেরিকা, দুটি বলয়,
তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বাঁধিবে সহসাই মনে হয়।
এশিয়া ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া,
দোসরের গিট একে অপরকে বাঁধিবে কষিয়া।
খুনে খুনে ধরণী যে হবে সিক্ত,
এবারের যুদ্ধে ধন কুবেরেরা হবে রিক্ত।
অন্যায় অত্যাচারের ভারে ধরণী রুষ্ট,
তাতেই তো বিশ্ব জীবের ভাগ্যে লেখা কত কষ্ট।
দেশে-দেশে, দিকে-দিকে, শোনা যায় সাজ সাজ রব,
এবার তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সাজে সাজিতেছে সব॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞান

হায়রে বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছ কত জ্ঞান।
হায়রে ইলেকট্রনিক জনতাকে দিয়েছ তুমি এনাটমি।
বিশ্বের দিকে দিকে এখন তোমার সুনাম।
তুমি বিজ্ঞান বিশ্ব জুড়ে রয়েছ তুমি হয়ে মহান।
বিশ্ব জগতে বিজ্ঞানের ফুল ফুটেছে তোমার কল্যাণে
এই ফুলের মালা গেঁথেছি মোরা স্বার্থের টানে।
আকাশে বাতাসে বিশ্বের দেশে দেশে তোমার জয় গান।
তুমি জ্ঞান তুমি বিজ্ঞান তুমি বিজ্ঞ জ্ঞান।

তোমার কল্যাণে মোরা ধন্য, ধন্য আজ জগৎবাসি—
তোমার দানের কল্যাণে জনতার মুখে ফুটেছে হাসি।
আনন্দ ফুর্তি আরাম আয়েশ বিনোদন
তোমার শ্রীচরণ তলে বিশ্বের সবকিছু হয়েছে সমর্পণ
এ জগতে কোথায় তোমার কল্যাণের ছোঁয়া নাই?
বিশ্ব জগতের মাঝে আপনারে করেছ প্রতিষ্ঠাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা দে মা

আর কত দিন বাকি,
তোমাকে পাবার আগে বুঝি হায়,
মোর নিভে যায় আঁখি।
খুলে দে আঁখি আমি প্রাণ ভরে দেখি,
তোমার শ্রীচরণ কমল দুটি।
উঠেছে জাগিয়া শ্যামল শোভাদল,
উঠেছে জাগিয়া পাখি।
আর কত দিন বাকি,
তোমাকে পাবার আগে বুঝি হায়,
মোর নিভে যায় আঁখি।
হলোনা পূরণ মোর হৃদয় বাসনা,
আমি কাঞ্চন রেখে কাঁসা নিয়ে থাকি,
এই বিশ্ব মাঝে এসেছি বারে বারে ডেকেছি তোমাকে,
তব দর্শনের লাগি।
আর কত দিন বাকি,
তোমাকে পাবার আগে বুঝি হায়,
মোর নিভে যায় আঁখি।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বীণা

বীণার তানে গান গাবো মা,
মনের আকিঞ্চন।
মম কণ্ঠে বসাবো মাগো,
করিবো পূজন।
বিদ্যা নাকি তোমার হাতে,
বলেছেন গুরুজন।
বিদ্যা-বুদ্ধি দাও মা আমায়,
আমি অভাজন।
সাধন-ভজন নাই মা আমার,
তোমার কৃপায় চলি।
তোমার সুরেই সুর ধরি মা,
তোমার কথাই বলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরাধনা

ভগবানের সাধনা করিতে আরাধনার প্রয়োজন, সাধনায় গানের প্রয়োজন আছে।

এই পর্যন্ত অনেক মহা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, যাহারা শুধু গানের মাধ্যমেই ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েছেন, তাহাও ঈশ্বরেরই ইচ্ছায়— কারণ ভক্তের মাঝে ঈশ্বর, ভাব না দিলে ভক্তের কোন ক্ষমতাই নাই গান গাওয়ার, যখন যে ভাব আমার মনে হয়েছে সেই ভাবটুকু আমি সঞ্চয় করে এই কবিতা বইটি লিখেছি, তাহার মধ্যে কয়েকটি গানও আছে। এই গানগুলি লেখার সময় মনের মধ্যে তাল, মাত্রালয়, ছন্দ সবই ছিল। কিন্তু এখন ঐ ভাব নাই তাই কোন সুরকার গানগুলির সুর দিয়ে দিতে পারেন। তাহা ছাড়া এই বইয়ে অন্য লেখকের গান ও লেখা থাকে সাধনার পথে, যাহা ভক্ত গানের অনেক উপকারে আসিবে। শুধু বইটিকে একটু বড় করার জন্য গানগুলি এখানে লেখা হল আমার ঈশ্বর আরাধনায় এক সময় এই গানগুলি একান্ত সহায়ক ছিল। গানগুলির ভিতরে গভীর তত্ত্ব আছে। যাহা মানব সমাজে অনেক উপকারে আসে। কেহ সাধনার পথে ঈশ্বর আরাধনায় এই গানগুলি গাইলে ঈশ্বর খুশী হন। ঈশ্বর আরাধনা করিতে হইলে জ্ঞান, ভক্তি ও ঈশ্বর জ্ঞানে সর্ব জীবের সেবা করার প্রয়োজন। যাহারা সর্ব্বান্তকরণে জীবের সেবা করেন তাহাদের আরাধনা করার প্রয়োজন হয় না। জীব সেবাই সাধনার সর্ব প্রধান পথ ঈশ্বর প্রাপ্ত হওয়া, নিজে ঈশ্বর হওয়া যায়, একমাত্র জীবের সেবার দ্বারা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলিনা যেন তোমায়

ভুলিনা যেন তোমায় মাগো,
সুখে কিংবা দুঃখে,
সদা সর্বদা মাগো তোমায়,
মনে যেন থাকে।
তোমার করুণা চাই মাগো—
বিপদে থেকো সাথে,
বড় হতে পারি যেন মা—
তোমার আশীর্বাদে।
আমি যদি ভুলে যাই মা—
তুমি আমায় ভুল না,
স্ব-কর্ম করতে দাও মা আমায়—
তোমার দৃষ্টি অগোচর করো না ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন দান

আমি যাহা জানি, তুমি তাহা জান না,
তুমি যাহা জান আমি তাহা জানি না
তোমার কর্ম্ম ও আমার কর্ম্ম বৃথা কভু হয় না।
না-না- আমার কর্ম্মের গর্ব করিব না,
তোমার কোন কর্ম্মের দোষও ধরিব না,
আমার কর্ম্মের গুণ-গান আমি গাহিব না,
তোমার কর্ম্মের গুণ-গান গাহিব, নিব তোমার নাম,
অ আ প্রশংসায় পরাভব,
পর প্রশংসায় নিজের যশ।
সর্ব্বদা এই জ্ঞানটুকু কেন মনে রাখ না,
গাহিও তাহারই গান যে দিয়েছে তোমাকে সম্মান,
পরের লাগি যদি নিজেরে করিতে পার দান,
তবে বিশ্ব-সংসারে হবে তোমার যশ ও মান।
দশের ও দেশের লাগি যাহারা নিজেরে করেছে দান,
আজই এ শুভ্র পূর্ণিমা রাত্রে গাহি তাহাদেরই গান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবার পিছে ও সবার নিচে

পর ধনে হয়ে ধনী আমি বড় মানিনী
আমার ভিতরে থেকে গুরু চালায় মোর দিন যামিনী।
মূর্খ হলাম জ্ঞানী, গুরুর কাছে আমি ঋণী,
ভিতর বাহির আলো করে, যিনি আছেন মোর ভিতরে,
বিদায় বেলা বুঝি তারে হারাই, আমি তাকে বুঝিনি,
ছিল কত, আশা যত, তাতো পূরণ হয়ওনি,
যারা পিছে এলো অনেক পেল, আমি এসে পেলাম কি?
জীবন ভর কত ডর, আমি শুধু ভয়েই মরি,
হাতে আছে কত কাজ পাছে পাই বড় লাজ,
সমাজ সভায় দাঁড়াতে পারিনি, শুধু ভয়ে ভয়ে থাকি আমি,
তাকে জেনেও তাই, তাহার থেকে কিছুই নিতে পারিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈব

গায়ে বল, মাথায় বুদ্ধি, দৈব যদি সহায়,
তবে সহসাই, সর্বদিকে সর্বভাবে বড় হওয়া যায়।
যে জনের নাই বল নাই বুদ্ধি, দৈব অসহায়,
তাহার ধন সম্পদ, সংসার ছারখারে যায়।
সংসার সমাজে ধনে জনে ও প্রতিষ্ঠায়,
দৈব সহায় হইলেই মস্ত বড় ও ধনী হওয়া যায়।
পদে পদে জনপদে, শত অবহেলা
মার খায় ধ্বংস হয়, শেষ হয় শুধু অবলা।
বড় ঘরে রাজার ঘরে জন্ম হলে হয় না সে রাজন,
যদি তারে বারে বারে সাহায্য না করে দৈব যখন,
পলে পলে দ্বীন জনে, প্রতি পলে দুঃখ কষ্ট ভরা,
দ্বীন জনে, অবহেলে, সুখ শান্তি আনন্দ পায় না তারা,
শুভ গ্রহের জোরে টাউট, বাটপার, দালাল হয় মহান।
অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, কর্ম্ম দৈব দোষ কর্ম ফলে গরীবে খোয়ান
ছিনতাই মানহানী, রাহাজানির কবলে
কখনই পড়ে না, বিরাট, ধনী ও সবলে।
ব্যর্থতা, হতাশা, কর্মের নিস্ফলতা লেখা যার কপালে।
সংসারে উন্নতি কি কভু তার হইতে পারে,
ছোট জন বড় হন, ভাগ্যের জোয়ারে,
বড় জন ছোট হন এই ফেরের কারণে,
বড় জন মার খান, ছোট জনের হাতে,
বড় জন যদি হয়, দুর্বল শক্তিতে।
বর্তমান বিশ্বে, দেখা যায় এইরূপ চলছে,
এইরূপ দেখা যায় গ্রহের ফের শুধু কলিতে।
ঘরে ঘরে দেশে দেশে, এই রকম চলছে,
ইহাই লেখা আছে, বেদ, পুরাণ, কোরানে।
জোর যার জমি তার, দেখা যায় এখনে,
ধনে জনে, মানে মরে, সরল, দুর্বল ও ধার্মিকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাথীজন কন এখন নিত্যদিন ভাগ্য গড়িতে,
তাহা তো হয় না শত চেষ্টা ও কর্মেতে।
আপনজন শত্রু হন কুগ্রহ যার কপালে,
তদবিরে তকদির খুলে টাউট, বাটপার, মাস্তানের,
সুধীজন, নিরাশ হন চক্রান্তে পড়ে কপালের ফেরেতে।
বর্তমানে বড়কে মেরে, ছলে-বলে কৌশলে ছোট বড় হয়েছে,
যে দিন ছোটকে ঠেঙ্গিয়ে বড় জন বসিবে গদিতে,
সেইদিন হতে কলি শেষ, পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা মাটি দেশ

আমি যদি তোমায় ভাল বেসে থাকি গো,
আমরা যদি তোমায় শ্রদ্ধা কোরে থাকি গো,
যদি তোমার কোলে মাথা রেখে মা বলে ডাকি গো,
অস্ত্র হাতে সর্ব্বদা তোমায় পাহারা দিয়ে যাবো গো।
মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ, আমার রক্তে ভেজা মাটি গো।
মীরজাফর উমি চাঁদ তারা পুনঃ মাথা চাড়া দিয়েছে গো।
তোমাকে রক্ষায় বঙ্গ সন্তান, বজ্রকণ্ঠে আজ শপথ নিব গো,
ও আমার দেশ, ও আমার মাটি, স্নেহময়ী জননী মা আমার।
বিশ্বাস ঘাতক দালাল হুশিয়ার হুশিয়ার
বঙ্গ দেশের নারী, পুরুষ শিশুদের লাঞ্ছনা দিয়েছ কতবার,
তোদেরে দেইনি গালি, দেইনি সাজা, করিনি বিচার কাজ,
বিশ্বাস ঘাতক বেঈমান, মাতৃঘাতক হুশিয়ার,
বাংলার সন্তান মোরা শপথ নিলাম মা, মাটি, দেশ আমার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi